উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,৭৯০.১২ (+৫৮২.৯৫)

নিফটি : ২৫,০৭৭.৬৫ (+১৮৩.৪০)

গাভাইয়ের দিকে ‘জুতো’
সোমবার সকালে সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির এজলাসে শুনানি চলাকালীন হঠাৎই প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়ার চেষ্টা করা হয়। » ৮

হাসপাতালে আগুন, মৃত ৮
ভয়াবহ আগুন রাজস্থানের জয়পুরের সোয়াই মান সিং হাসপাতালে। রবিবার মাঝরাতে আগুন লাগে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৮ জন রোগীর। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩২°	২৩°
জলপাইগুড়ি	৩২°	২৪°
কোচবিহার	৩১°	২৪°
আলিপুরদুয়ার	৩০°	২১°

আগরকারের চাপেই ক্যাপ্টেন শুভমান » ১২

শিলিগুড়ি ২০ আশ্বিন ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 7 October 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 137

জলপাইগুড়ি
- বামনডাঙ্গায় নতুন করে চারজনের মৃত্যু
- বিধ্বস্ত নাগরাকাটা ও ময়নাগুড়ি ব্লকের বহু এলাকা, নিশ্চিহ্ন গ্রাম
- জঙ্গলের রাস্তা শোচনীয়, কোথাও কোথাও জমে হাঁটুজল
- জেলাজুড়ে দুর্গত প্রায় ৩০ হাজার

আলিপুরদুয়ার
- তোর্ষা থেকে রায়ডাক, জল কমেছে সব নদীতেই

দার্জিলিং
- মিরিকে নতুন করে মৃত্যুর খবর নেই। এখন নিখোঁজ ২
- শহরের ন'টি ওয়ার্ডই ক্ষতিগ্রস্ত। শতাধিক বাড়ি যেন ধ্বংসস্তূপ
- তাবাকোশি সহ আরও বেশ কয়েকটি এলাকা বিপর্যস্ত

কোচবিহার
- জলস্তর নামতে শুরু করেছে নদীগুলিতে
- মাথাভাঙ্গার কেদারহাটে মিলেছে নিখোঁজ দুজনের দেহ
- ত্রাণশিবিরে কয়েক হাজার মানুষ

যে পথে পাহাড়ে

দার্জিলিং
শিলিগুড়ি হয়ে দার্জিলিং যাওয়ার মূল রাস্তাটি বন্ধ। রোহিণীর রাস্তা এখনও ঠিক হয়নি। রংটং, তিনধারিয়া, মহানদী হয়ে কার্সিয়াং দিয়ে দার্জিলিংয়ে উঠতে সময় লাগছে প্রায় চার ঘণ্টা। পাঙ্খাবাড়ির রাস্তা খোলা থাকলেও যান নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

কালিম্পং
কালিম্পংয়ে যাওয়ার চারটি রুটই খোলা। এনএইচ-১০ দিয়েও শুরু গাড়ি চলাচল। গরুবাথান-লাভার রাস্তায় যানজট বেশি থাকায় বাড়তি সময় লাগছে। পনবুর রাস্তাটিতেও এখন একই অবস্থা।

মিরিক
মিরিক যাওয়ার মূল রাস্তা বন্ধ। জরুরি প্রয়োজনে যেতে হবে নকশালবাড়ির বেলগাছি চা বাগান হয়ে। রাস্তাটি সৌরিণী হয়ে মিরিকে উঠেছে। রাস্তায় যানজট না থাকলে সময় লাগবে প্রায় আড়াই ঘণ্টা। পাঙ্খাবাড়ি রোড কিংবা কার্সিয়াং হয়ে বুংকুলুংয়ের পথ ধরে মিরিকে পৌঁছানো সম্ভব। তবে দীর্ঘ যাত্রা করতে হবে।

সিকিম
রবিবার সন্ধ্যার পর থেকেই এনএইচ-১০ খুলে গিয়েছে। তবে বারডাংয়ের অংশে এখনও রাস্তায় কাদা জমে থাকায় জ্যাম তৈরি হচ্ছে। যার জেরে সিকিম পৌঁছাতে সাড়ে সাত থেকে আট ঘণ্টা সময় লাগছে।

একরাতের দুর্যোগে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। জেলায় জেলায় লক্ষাধিক দুর্গত। কেউ ঘর হারিয়ে সর্বস্বান্ত, কেউ আবার প্রিয়জনকে হারিয়ে। মৃত্যুমিছিল চলছেই। ঘটনার ২৪ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর ভিড় করতে শুরু করেছেন নেতারা। শুরু রাজনৈতিক তর্জা-মারামারিও। আর সেই রাজনীতিতে চাপা পড়ছে সব হারানো মানুষগুলোর কান্না।

ধ্বংসের ক্ষত

বামনডাঙ্গায় রক্ত ঝরল খগেনের

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৬ অক্টোবর : বামনডাঙ্গা চা বাগানের বন্যাদুর্গতদের দেখতে এসে হামলার মুখে পড়লেন বিজেপির সাংসদ ও বিধায়করা। সোমবার মালদা (উত্তর)- কেন্দ্রের সাংসদ খগেন মুর্মুর চোখের নীচে একটি ঢিল এসে লাগলে অঝোরে রক্ত পড়তে থাকে। নিগৃহীত হন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষও। ভাঙচুর করা হয় তাঁদের গাড়ি। ওই গাড়িতে চেপেই এরপর তাঁরা মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে শিলিগুড়িতে চলে যান। সেখানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন খগেন ও শংকর। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, খগেনের মুখে একাধিক গুরুতর আঘাত রয়েছে। তবে, তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। শংকরের হাতে চোট রয়েছে।

ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন, ‘যেভাবে আমাদের দলের সাংসদ ও বিধায়ক সহ নেতাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে, তা এককথায় ভয়াবহ। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শোচনীয়। তৃণমূলের অমানবিকতার প্রকাশ এই ঘটনা।’ কিছুক্ষণ বাদেই এক্স হ্যান্ডেলে পালটা পোস্ট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগে রাজনৈতিক রং লাগাতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী। কোনও রকম তদন্ত হওয়ার আগেই তিনি না জেনে মন্তব্য করছেন।’ প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, ‘শুধু আপনার দলের নেতাদের নয়, নির্বাচিত রাজ্য সরকারের কথাও শুনুন।’

বুধবার নাগরাকাটায় আসছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে এদিন গেরুয়া শিবিরের জনপ্রতিনিধিরা বামনডাঙ্গা বাগানে আসেন। খগেন ও শংকর সহ কয়েকজন প্রতিনিধিদলে থাকলেও

> রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শোচনীয়। তৃণমূলের অমানবিকতার প্রকাশ এই ঘটনা।
>
> **নরেন্দ্র মোদি** *প্রধানমন্ত্রী*

> একসঙ্গে ২৫-৩০টি গাড়ি নিয়ে এসে বন্যাদুর্গত এলাকায় কারও যাওয়া উচিত নয়। ফোটোশুট নয়, এসময় উচিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়** *মুখ্যমন্ত্রী*

তাঁরা নদী পেরিয়ে বাগানে যাননি। বাকিদের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। সেসময় স্থানীয়দের একাংশ হঠাৎ তাঁদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য ছিল, দুর্গতদের জন্য ত্রাণ তো দূরের কথা, এক বোতল জলও বিজেপির কেউ আনেননি। এমন এসে লাভ কী? উত্তেজনা বাড়তে থাকায় বিজেপির সাংসদ,

এরপর দশের পাতায়

নাগরাকাটায় মুখ্যমন্ত্রী, দুধিয়ায় রাজ্যপাল

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৬ অক্টোবর : প্রবল বৃষ্টি আর পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীর জলোচ্ছ্বাসে ভয়াবহ পরিস্থিতি উত্তরবঙ্গে। শনিবার রাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত বৃষ্টিতে প্লাবিত উত্তরবঙ্গে সোমবারই এসে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জলপাইগুড়ির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। অন্যদিকে, রাজ্যপাল গিয়েছিলেন প্রথমে দুধিয়ায় ও সেখান থেকে পোড়াঝাড়ে।

প্রবল বৃষ্টি ও জলঢাকার জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়ে বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজে মৃত ৫ জনের পরিবারের হাতে এদিন ৫ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি পরিবারের একজনকে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে বলেও তিনি ঘোষণা করেন।

সোমবার দুপুরে শিলিগুড়িতে পৌঁছান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বিকেলে তিনি দুধিয়ায় গিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলাকে নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোহার সেতু সহ পুরো এলাকা ঘুরে দেখেন। সেখান থেকে তিনি ত্রাণশিবিরে গিয়ে দুর্গতদের ত্রাণ তুলে দেন এবং

এরপর দশের পাতায়

রক্তাক্ত খগেন মুর্মুকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে। নাগরাকাটার বামনডাঙ্গায়। সেই নাগরাকাটাতেই কিছুক্ষণ বাদে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (নীচে) ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জীবনের খোঁজ মিরিকে। সোমবার।

আরও ৮ দেহ উদ্ধার উত্তরে

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৬ অক্টোবর : আরও জীবনহানি। আরও ক্ষতি। দুর্যোগে আপাতত দাঁড়ি পড়েছে বটে। তবে নিশ্চিন্ত হওয়ার জো নেই। খোদ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বৃষ্টি থামলেও বিপদ কাটেনি। তাঁর কথায়, ‘আগামী দু’দিন ফের হাই টাইডের আশঙ্কা আছে।’ আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, ‘আমরা নিয়মিত ভুটান প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে চলেছি।’

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সতর্কবার্তা, ‘নতুন করে আর একটি প্রাণও যেন ঝরে না যায়।’ প্রাণ কিন্তু ঝরেই চলেছে। ভারী বর্ষণে ধসে চাপা পড়ে ও জলে ভেসে রবিবার পর্যন্ত প্রাণ গিয়েছিল ২৮ জনের। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে আরও ৮টি মৃতদেহের হদিস মিলেছে। দেহগুলি পাওয়া গিয়েছে সমতলে। জলপাইগুড়ি জেলার বামনডাঙ্গা টন্ডু এলাকায় ৪টি, কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমায় আরও ৪টি।

নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজ থেকে রবিবার ৫ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। সোমবার সেখানে আরও ৪ জনের দেহ মেলে। ফলে শুধু ওই বাগানে প্লাবনের শিকার এখনও পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ৯। সোমবার উদ্ধার হয় শকুন্তলা ওরাওঁ (৫০), মঞ্জু নায়েক (২৫), নিবৃতি নায়েক (৬) ও এতোয়ারি ওরাওঁয়ের (৫৫) দেহ। মঞ্জু ও নিবৃতি সম্পর্কে মা-মেয়ে।

মডেল ভিলেজ থেকে মৃত মঞ্জুর ছেলে লিবিয়ান্স নায়েক (৪) নিখোঁজ। লুকসান থেকেও নিখোঁজ আমিনা খাতুন নামে এক মহিলা। জল কমতেই কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গার কেদারহাটে নিখোঁজ দুজনের দেহ পাওয়া গিয়েছে। জলঢাকার জলে তলিয়ে গিয়েছিলেন মৃন্ময় বর্মন (১০) ও দয়ারাম বর্মন (৬০) নামে ওই দুজন। সোমবার এলাকার একটি পুকুরে মৃন্ময়ের দেহ উদ্ধার হয়। একটু দূরে ধানখেতে পড়ে ছিল দয়ারামের দেহ।

এছাড়া কোচবিহার জেলার পুণ্ডিবাড়িতে তোর্ষায় ভেসে এসেছে আরও দুজনের দেহ। তাঁদের মধ্যে একজন ভুটানের বাসিন্দা ওয়াংচুক লেপচা (২৮)। আরেকজনের পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। নতুন করে মৃত্যুর খবর না থাকলেও পাহাড়ে সোমবার পর্যন্ত নিখোঁজ দুজন। নিখোঁজ দুজনই বিজনবাড়ি এলাকার। একজন রবিবার সকালে ছোট রঙ্গিত নদীতে পিছলে পড়ে যান। তারপর তাঁর আর খোঁজ মেলেনি। অপরজন কলকাতার বাসিন্দা। তিনি বিজনবাড়িতে একটি রিসর্টে কাজ করতেন। এই দুজনের খোঁজ চলছে বলে দার্জিলিং সদরের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা জানিয়েছেন।

পাহাড়, সমতলজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে শুধু ধ্বংসের ক্ষত। রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ছাড়াও কয়েকজন বিজেপি নেতা সোমবার উত্তরবঙ্গে এসেছেন।

এরপর দশের পাতায়

নতুন ভোরের খোঁজে দুধিয়া

রণজিৎ ঘোষ

দুধিয়া, ৬ অক্টোবর : দুঃস্বপ্নের প্রহর কাটছে ধীরে ধীরে। কিন্তু আতঙ্ক, আশঙ্কা এতটুকু কমেনি দুধিয়ায়। অবশ্য কমবেই বা কীভাবে, এই বিপর্যয় কি সহজে ভোলা যায়? বালাসনের গর্জন এখনও কানে বাজছে বাসিন্দাদের। পাহাড়ি নদীটির ধ্বংসলীলা তাঁদের চোখে ভাসছে। বিপর্যয়ের কবলে পড়ে অনেকে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। বসতভিটে রয়েছে, নাকি নদী গিলেছে, সেটা বারবার এসে দেখে যাচ্ছেন তাঁরা।

প্রায় ৪০ ঘণ্টা পর সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ দুধিয়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে। পূর্ত দপ্তর ভাঙা সেতুর পাশে অস্থায়ীভাবে হিউমপাইপ বসিয়ে রাস্তা নির্মাণ শুরু করেছে এদিন। তবে, অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করে যানবাহন চলাচলে অন্তত এক সপ্তাহ সময় প্রয়োজন বলে জানানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ধস মোকাবিলায় এদিন সকাল থেকে বালাসন নদীর ধার দিয়ে বোল্ডার এবং লোহার জালি বসাতে শুরু করেছে পূর্ত দপ্তর। এদিকে, মঙ্গলবার দুপুরে দুধিয়ার পরিস্থিতি দেখতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এদিন জানিয়েছেন, দুধিয়ায় সেনাবাহিনীর তরফে একটি বেইলি ব্রিজ তৈরির প্রস্তুতি চলছে।

আজ আসছেন মুখ্যমন্ত্রী

রবিবার ভোরে বালাসনে জলস্ফীতির কারণে মিরিকের লাইফলাইন ১২ নম্বর রাজ্য সড়কে থাকা লোহার সেতু ভেঙে বন্ধ হয়ে গিয়েছে যোগাযোগ। নদী লাগোয়া ৬০টি পরিবারের ঘরবাড়ির বেশিরভাগ বালাসনের গর্ভে। চাষের জমি গিলেছে নদী, একাধিক রিসর্টও ভেসে গিয়েছে জলের তোড়ে। শতাধিক পরিবার ঘরবাড়ি ছেড়ে রবিবার দুপুরের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছে।

নতুন করে ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় সোমবার বালাসনে জলস্তর কিছুটা নেমেছে। গর্জনও কমেছে খানিকটা। এই পরিস্থিতিতে এদিন সকাল থেকে পূর্ত দপ্তর ভাঙা সেতুর বাঁদিকে অস্থায়ী রাস্তার কাজ শুরু করেছে। দপ্তরের আধিকারিরা জানিয়েছেন, নদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে রাস্তা তৈরি করা হবে।

অন্যদিকে, বেইলি ব্রিজ নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছে সেনাবাহিনীও। রবিবার বিকেলে ড্রোন উড়িয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর সোমবারও সেনার তরফে এলাকায় মাপজোখ করা হয়েছে। এদিন দুধিয়ায় পৌঁছে রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা জানিয়েছেন, সেনাবাহিনী বেইলি ব্রিজ তৈরির আশ্বাস দিয়েছে।

দুর্যোগে তার ছিঁড়ে রবিবার মধ্যরাত থেকে এখানে বিদ্যুৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফলে অন্ধকারেই থাকতে হয়েছে বাসিন্দাদের।

এরপর দশের পাতায়

বিপর্যয় মোকাবিলায় ‘নিধিরাম সর্দার’

দার্জিলিং ও কালিম্পং ছাড়াও কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি দিয়ে শতাধিক খরস্রোতা পাহাড়ি নদী, ঝোরা বয়ে গিয়েছে। অন্যপ্রান্তে গঙ্গা ও ফুলহর ফুঁসছে। অথচ বিপর্যয় মোকাবিলার যৎসামান্য পরিকাঠামো নেই।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : গোটাকতক স্পিড বোট, হাতে গোনা কয়েকজন ডুবুরি, কিছু লাইফ জ্যাকেট আর ঠিকাশ্রমিকদের মতো প্রয়োজনে ডাকা যায়, সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এমন কয়েকশো স্বেচ্ছাসেবক- উল্লেখ করার মতো পরিকাঠামো বলতে মূলত এটুকুই। উত্তরবঙ্গে বিপর্যয় মোকাবিলায় এমনই নিধিরাম সর্দারের দশা রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের। বারেবারে প্রকৃতির রোষে পড়েছে উত্তরবঙ্গ। বন্যা, হরপা, ধস, ভাঙন লেগেই আছে। তারপরও অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলায় উন্নত পরিকাঠামো আজও তৈরি করেনি রাজ্য। বড় বিপর্যয় হলে কী পরিস্থিতি হতে পারে দুইবছর আগে সিকিমের লোনাক হ্রদ ভেঙে যাওয়ায় তার নমুনা দেখা গিয়েছে। উত্তরবঙ্গমুখী ভুটানের একাধিক নদীও ক্রমেই ভয়াবহ হচ্ছে। বিপজ্জনক হচ্ছে ভুটানের নদীবাঁধগুলি। এই পরিস্থিতিতে বিপর্যয় মোকাবিলায় সরকারি পরিকাঠামোর কঙ্কালসার দশা ভয় বাড়াচ্ছে উত্তরবঙ্গে।

কেন পরিকাঠামো উন্নয়নে পদক্ষেপ করা হচ্ছে না তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। যদিও সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর মেলেনি। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের জেলা স্তরের আধিকারিক বা দায়িত্বে থাকা প্রশাসনিক কর্তাদের অনেকেই পরিকাঠামোগত খামতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে কেউই বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে রাজি হননি। মালদার কথাই ধরা যাক। ভূতনি সহ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা দুই নদীর ভাঙনে বিপর্যস্ত। একের পর এক গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ওই রকম জায়গায় রাজ্য বিপর্যয় মোবাবিলা দপ্তরের কাছে প্রশিক্ষিত ডুবুরি পর্যন্ত নেই। একাধিক পদ কর্মীশূন্য।

রাস্তা গিলেছে গাঠিয়া নদী। বন্ধ যোগাযোগ। ওপারে যাওয়ার অপেক্ষায় বামনডাঙ্গার বাসিন্দারা।

এরপর দশের পাতায়

স্টেশনে ড্রোনে নজরদারি শুরু আরপিএফের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৬ অক্টোবর : স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তায় ড্রোন ক্যামেরার ব্যবহার শুরু করেছে আরপিএফ। স্টেশন চত্বরে সাধারণত সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি চলে। সঙ্গে থাকেন আরপিএফ এবং জিআরপিএফ কর্মীরাও। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময় বেআইনি কাজকর্মের অভিযোগ ওঠে। এমনকি প্ল্যাটফর্ম ও স্টেশন চত্বর সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় থাকলেও সংলগ্ন এলাকা নজরদারির বাইরে থেকে যায়। এবার ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যে সেই সমস্ত এলাকায় নজরদারি চালাবে আরপিএফ। রাতের দৃশ্য দেখা যাওয়ায় নিরাপত্তাজনিত একাধিক বিষয়ে নজরদারি করা যাবে এই ড্রোন ক্যামেরায়।

এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার জংশন আরপিএফের ইনস্পেকটর দামোদর কলিতা বলেন, ‘স্টেশন এলাকার নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করবে এই ড্রোন ক্যামেরা।’

গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতেই এই ড্রোন ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইতিমধ্যেই আলিপুরদুয়ার জংশন, নিউ আলিপুরদুয়ার ও নিউ কোচবিহার স্টেশনে এই ড্রোন ক্যামেরা রয়েছে বলে রেল সূত্রে খবর।

স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস ছাড়াও বিভিন্ন উৎসব মরশুমে রেলে নিরাপত্তায় বাড়তি জোর দেওয়া হয়। সিসিটিভি ক্যামেরায় ভরসা করলেও স্টেশন সংলগ্ন একাংশ জায়গা নজরদারির বাইরে থেকে যায়। বিশেষ করে রাতে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তবে ড্রোন ক্যামেরা থাকলে সহজেই সেই সব জায়গায় কী ঘটছে সহজেই দেখা যাবে। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

এনজেপিতে ট্রেনের অপেক্ষায় পর্যটকরা। সোমবার। ছবি : রাহুল মজুমদার

বাড়ি ফিরতে মরিয়া পর্যটকদের ভিড়

অস্বাভাবিক দেরিতে ট্রেন চলাচল এখনও

রাহুল মজুমদার ও প্রণব সূত্রধর

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ৬ অক্টোবর : একদিকে ডুয়ার্স থেকে কলকাতা কিংবা ভিনরাজ্যের একাধিক ট্রেন বাতিল। অন্যদিকে, ট্রেনের টিকিট না পেয়ে পাহাড় থেকে নামা পর্যটকদের রীতিমতো নাজেহাল হতে হচ্ছে। কেউ কেউ পরিবার নিয়ে নিজেদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে সাধারণ কামরায় উঠে পড়ছেন। কারও কারও পক্ষে সেই সুযোগটুকুও না মেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষায় বাধ্য হচ্ছেন। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত রেল পরিষেবা এখনও স্বাভাবিক হয়নি।

নাগরাকাটা এলাকায় সোমবার গতি নিয়ন্ত্রণ করে ট্রেন চালানো হল। অপরদিকে, আলতাগ্রামে রেইনকাটের সমস্যা মেটেনি। এদিন সকাল থেকে সেই রেইনকাটের সমস্যা মেটানোর কাজ চলে। তবে আলতাগ্রাম ও বেতগ্রামের মাঝখানে রেলব্রিজের ক্ষতি চিন্তা বাড়িয়েছে। রেল ইতিমধ্যেই সেতুটি সংস্কারের কাজ শুরু করেছে। তবে এখনই এখান দিয়ে ট্রেন চলাচলের প্রশ্ন নেই। ডাউন লাইনের ট্রেন এখন মাথাভাঙ্গা ও চ্যাংরাবান্ধা রুট ব্যবহার করে যাতায়াত করবে। এতে যাতায়াতে কিছুটা বেশি সময় লাগবে বলে খবর। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের রেলের এক কর্তার কথায়, ‘বেশিরভাগ ট্রেন চলাচল প্রায় স্বাভাবিক রয়েছে। এদিন নাগরাকাটা রুটের কিছু ট্রেন চালানো হয়নি। মাথাভাঙ্গা রুটের চাপ কমাতে নাগরাকাটা রুটের উপর বিধিনিষেধ মেনে ট্রেন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিছু ট্রেন রুট বদলে চালানো হয়েছে।’

মহানন্দা এক্সপ্রেস এদিন প্রায় তিন ঘণ্টা দেরিতে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে ছাড়ে। অপরদিকে, কাঞ্চনকন্যা ও তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা লেট ছিল। শিলিগুড়ি জংশন-বামনহাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, শিলিগুড়ি জংশন-ধুবড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, শিলিগুড়ির জংশন-বামনহাট ডেমু, শিলিগুড়ি জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস সহ একাধিক ট্রেন বন্ধ থাকায় যাত্রীদের সড়কপথে যাতায়াতের উপর নির্ভর করতে হয়। আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে বললেন, ‘রবিবার ট্রেন দেরি করে চলাচল করায় যাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সোমবারও তাঁদের সমস্যা বজায় ছিল।’

এদিকে, শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনের টিকিট না পেয়ে বাসে করে বাড়ি ফেরার লক্ষ্যে পর্যটকদের অনেকে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের উদ্দেশে রওনা হন। বেলেঘাটা থেকে সৌমক সরকার ও শুভমিতা সরকার দার্জিলিং ঘুরতে এসেছিলেন। শনিবার দুপুরে মিরিক থেকে তাঁরা দার্জিলিং গিয়েছিলেন। সোমবার তাঁরা এনজেপিতে পুলিশের ত্রাণশিবিরে ছিলেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ এদিন সেখানে পর্যটকদের জন্য প্ল্যাটফর্মের বাইরে বিশ্রাম এবং খাবারের ব্যবস্থা করেছিল। কলকাতায় ফিরতে উদগ্রীব স্বামী-স্ত্রীর মুখে আতঙ্ক এখনও স্পষ্ট। তারই মধ্যে শুভমিতা বললেন, ‘মিরিকে যে এলাকায় বিপর্যয় হয়েছে সেখান থেকে কিছুটা দূরেই আমাদের হোমস্টে ছিল। রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমস্ত ছবি দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই আর পাহাড়ে থাকার সাহস দেখায়নি। তড়িঘড়ি শেয়ার গাড়িতে চাপাচাপি করে আমরা নেমে এসেছি। এখন দ্রুত বাড়ি ফিরতে চাই।’

এনএসএসে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার অনুপের

অনিকেত রায়

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : ২০২০ সালে শিলিগুড়ির তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে সূর্য সেন কলেজে ভর্তির সময় থেকেই ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিমের (এনএসএস) সঙ্গে যুক্ত শিলিগুড়ির বিনয় মোড়ের বাসিন্দা অনুপ বিশ্বাস। সমাজের জন্য কিছু করে ওঠার তাঁর সেই তাগিদ বড় স্বীকৃতি পেল সোমবার। এনএসএসের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেলেন তিনি।

দেশে এনএসএস-এর সঙ্গে যুক্ত মোট ৪০ জনের হাতে এদিন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। যাঁদের মধ্যে ৩০ জন ছিলেন ভলান্টিয়ার এবং ১০ জন ছিলেন প্রোগ্রাম অফিসার। এছাড়া সামগ্রিকভাবে দেশের ১০টি ইউনিটকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুপ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই পুরস্কার পেয়েছেন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর কলেজের সৌভিক চট্টোপাধ্যায়। তবে শিলিগুড়ির সূর্য সেন কলেজ এই নিয়ে পরপর তিনবার রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেল। যার মধ্যে দুটি পুরস্কার ভলান্টিয়ারের এবং একটি প্রোগাম অফিসারের।

কেন্দ্রীয় সরকারের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রকের উদ্যোগে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে প্রতি বছর এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। সোমবার পুরস্কার দেওয়া হয় ২০২২-’২৩ মূল্যায়ন বর্ষের জন্য। অনুপ সূর্য সেন কলেজ থেকে ২০২৩ সালে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি সম্পূর্ণ করেছেন। কলেজ জীবনে এনএসএস সদস্য হিসেবে বিভিন্ন রক্তদান শিবিরের আয়োজন, সাতবার নিজে রক্তদান, মানুষের কাছে সহজে আপৎকালীন চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিখরচায় বাইক অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে পৌঁছে যাওয়া, ২০২২ সালে ময়নাগুড়িতে ট্রেন দুর্ঘটনার সময় উদ্ধারকাজে সাহায্য করা, সোনাদা, ইসলামপুর এবং শিলিগুড়িতে বিভিন্ন সময়ে বিপর্যয় মোকাবিলায় এগিয়ে আসা ইত্যাদি কাজের জন্য অনুপকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে।

স্নাতক পাস করে যাওয়ায় অনুপ এখন সরাসরি এনএসএস সদস্য না হলেও সমান উৎসাহ নিয়ে সমাজসেবায় যুক্ত। সাহুডাঙ্গির জলডুমুরপাড়ায় দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য তিনজন মিলে একটি অবৈতনিক স্কুল চালান। বাকিরা হলেন পল্লব বিশ্বাস এবং রিনা রায় বিশ্বাস। অনুপ বলেন, ‘সমাজসেবার কাজে আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন আমারই কলেজের দুই ব্যাচ সিনিয়ার পল্লব বিশ্বাস। যিনি নিজে ২০২২ সালে রাষ্ট্রপতি থেকে এনএসএস ভলান্টিয়ার হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন।’

রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন অনুপ বিশ্বাস।

নদীঘাট সাফাই

রায়গঞ্জ, ৬ অক্টোবর : শ্রী সত্য সাঁই সেবা প্রতিষ্ঠানের তরফে সোমবার রায়গঞ্জের কুলিক নদীর খরমুজাঘাট এবং শ্মশান চত্বর পরিষ্কার করা হয়। গত রবিবার রাতে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জনের পর নদীঘাটের সিঁড়িগুলি এবং শ্মশানের আশপাশের এলাকা ফুল বেলপাতা সহ পুজোয় ব্যবহৃত নানা সরঞ্জাম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অপরিচ্ছন্ন হয়ে ছিল। সোমবার } সকালে সংগঠনের সদস্যরা পুরো এলাকা পরিষ্কার করে দেন।

ঝুলন্ত দেহ

পুরাতন মালদা, ৬ অক্টোবর : সোমবার পুরাতন মালদার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চরকাদিপুর গোয়ালচণ্ডী ঘাটে এক বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। বয়স আনুমানিক ষাট। কুঁড়েঘরে ফাঁস দেওয়া অবস্থায় তাঁর দেহ পাওয়া যায়। এদিন সকালে এলাকার মানুষজন ঘাটে স্নান করতে এসে প্রথম এই দৃশ্য দেখেন।

প্রাথমিকভাবে এলাকার কেউ ওই মহিলাকে শনাক্ত করতে পারেননি। মালদা থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। এটি আত্মহত্যা না কি, কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

SUNRISE CLUB
Debinagar, Maynaguri, Jalpaiguri
Lucky Draw Result 5.10.2025

1st Prize		10281
2nd Prize		41986
3rd Prize		43218
4th Prize		41383
5th Prize		35530
6th Prize	38093	20916
	27620	43498
7th Prize	32663	34364
	40054	21412

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited vide eNIT No.- 01,02,03,04,06,07,08,09,10/ APAS/2025, Date-25.09.2025 of the Block Dev. Officer, Kaliachak-I Dev Block, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. West Bengal. Intending bidders are requested to visit the website **www.wbtenders.gov.in/www.malda.gov.in** for details. **Last date of Tender submission as per Portal.**

BDO,
Kaliachak-I Dev Block
Malda.

কর্মখালি

Gangtok Mall, Hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। (S):- 30,000/- পর্যন্ত। 9434117292.

•

উত্তরবঙ্গবাসীদের বাড়ি/অফিস থেকে পার্ট/ফুলটাইম কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। Call - 9733170439. (K)

•

ঔষধের দোকানে কাজ জানা ম্যানেজার দরকার, (Minimum Experience 10 yrs.) Salary - ১৮,০০০-২০,০০০. Ph- 85091-63832. (C/118325)

•

কার্টন ডেলিভারির জন্য শিলিগুড়ির লোক চাই। স্কুটার/বাইক হতে হবে। বেতন - 10000+ পেট্রোল। 8116743501.

বিক্রয়

মেখলীগঞ্জের চাঙরাবান্ধার 7KM মাথাভাঙ্গা রোডে জাতীয় সড়কের পাশে 25 বিঘা জমি বিক্রয় হবে। ফোন 9547541528. (C/118479)

অ্যাফিডেভিট

My actual name is Minati Singha Mandal and correct date of birth is 01/03/1971. Due to wrong entry in Service Book of my husband as Minati Singha and DOB as 23/05/1975, on 20/09/2025 by affidavit in the Notary. Govt of India Slg. I changed my correct name Minati Singha Mandal & DOB as 01/03/1971 instead of Minati Singha & DOB as 23/05/1975. (K.D)

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/২০/২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৩-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে:

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ১০/২৫/৪৫৪৯ডি/ওটি/১৪৬/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিএলডব্লিউ/পিটি নং. ১৭০৫১৪৭২ এবং ডিআরজি নং. ১০৬০৯৩৭৫ পর্যন্ত এবং আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং.- এমপি ০.৫১.০১.০২ (আরইভি-০২) জুন ২০০৯ (সংশোধনী -১) অনুরূপে ব্যাটারি ৬ ভি, ১৫০এএইচ নিক্যাড ক্যাডমিয়াম স্টোরেজ ইউনিট। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। (১) পরিমাণ- নিউ গুয়াহাটি ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৮০.০০ টি। (২) পরিমাণ- শিলিগুড়ি জংশন ডিজেল ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৮০.০০ টি। পি.এল. সংখ্যা. ১৭০৫১৪৭২।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ৫০/২৫/৫১৭৪এ/ওটি/১৪৭/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৪-১০-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সংশোধনী নং. ৫ অথবা অনন্তিম সহিত স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএসঃ টিসি-৩০/২০০৫ (ভিইআর-১) অনুসারে বৈদ্যুতিকৃত ক্ষেত্রের বিশেষ উদ্দেশ্যে ৬ কোয়াড ০.৯ এমএম জেলি ফিল্ড আন্ডার গ্রাউন্ড স্ক্রীনড আর্মার্ড ক্যাবলের যোগান। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০০৪৭- এসএণ্ডটি ইনস্টলেশনের জন্যে কোয়াড ক্যাবল। সাব আইটেম আইডি:- ৩১০০০৪৭০০১- সিগন্যালিং এবং টেলিকম ইনস্টলেশনের জন্যে আন্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ে জেলি ফিল্ড টেলিকম কোয়াড ক্যাবলস। ১) পরিমাণ- এসএসই.টেলি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৫.০০ কিলোমিটার। পিএল. সংখ্যা. ৫৬১১০০১৯৩৭৩৪।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ৫০/২৫/৫১৭৫এ/ওটি/১৪৮/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৪-১০-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ স্পেয়ার্স. আরডিএসও/এসপিএন/১৬৫/২০২৩ ১ সহিত ভিইআর. ৪.০ অথবা অনন্তিম অনুসারে সরঞ্জাম সহিত আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুরূপে আইপিএস আধারিত এসএমপিএসের যোগান, স্থাপন, পরীক্ষণ এবং কমিশনিং। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম আইডি-৩১০০০৬৫ - এসএমপিএস আধারিত ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই (আইপিএস), সাব আইটেম আইডি: ৩১০০০৬৫০০১ = এসএমপিএস আধারিত ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার সাপ্লাই (আইপিএস)। ১) পরিমাণ- এসএসই/এসআইজি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪.০০ টি। পিএল. সংখ্যা. ৫৩৯৮০১৬৬১০০২।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫৪৮৬/ওটি/১৪৯/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩১-১০-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কার্ভ পিএসসি স্লীপারের উপরে ৬০ কেজি রেইল সহিত শার্প কার্ভের উপরে ব্যবহারের হেতু মেটাল লাইনারের প্রস্তুতকরণ এবং যোগান (আরডিএসও ডিআরজি নং. টি-৪১৮৩থেকে টি-৪১৮৬ এবং টি-৪১৭০ থেকে টি-৪১৭৩) আরডিএসও ৬০ কেজি ডিআরজি নং. টি- ৮৬৯৩ অনুরূপে, যদি আছে অনন্তিম পরিবর্তনের জন্যে আইআরএস স্পেসিফিকেশন। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান), (১) পরিমাণঃ এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙ্গাইগাঁও, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩৫০০০০ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০১৬০০২৪১৩৪২।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫৪৯৬/ওটি/১৫০/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৭-১০-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এসইজে স্লীপার, আরডিএসও ড্রয়িং নং. টি/৪১৪৯। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস], [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- ডিআরএম/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন, এনএফআর, (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৭৪৫ টি। ২) পরিমাণঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/সি/কাটিহার, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে১৫০ টি। (৩) পরিমাণঃ সিএইচ. ওএস/জি/ইএনজিজি./রঙ্গিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৯০২ টি। (৪) পরিমাণঃ এসএসই/পিওয়ে/ফরকাটিং জংশন, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১১২৭ টি। (৫) পরিমাণঃ এসএসই/পিওয়ে/লামডিং, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫৫৮ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০০৫০০৩৬১৪৫৪।

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫৪৯২/ওটি/১৫১/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২২-১০-২০২৫

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (১) পিএসসি ওয়াইডার ব্রীজ গার্ড স্লীপার (টি-৮৯৭০)। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস], [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) ১) পরিমাণ- জ্যেষ্ঠ ডিইএন/সি/কাটিহার, এনএফআর, (বিহার) এর জন্যে ৩৮০০ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০০৪০০১৩১১১। ২) পিএসসি ওয়াইডার ব্রীজ গার্ড স্লীপার (টি-৮৯৭০)। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস], [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) (১) পরিমাণঃ সিএইচ.ওএস/জি/ইএনজিজি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫৫৭১ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০০৪০০১৩১১। ৩) পিএসসি ওয়াইডার ব্রীজ গার্ড স্লীপার (টি-৮৯৭০)। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস], [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) (১) পরিমাণঃ এসএসই/পি.ওয়ে/লামডিং, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২২৯৪ টি। পিএল সংখ্যা.৬০০৪০০১৩১১১৬ ৪) পিএসসি ওয়াইডার ব্রীজ গার্ড স্লীপার (টি-৮৯৭০)। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস], [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউভিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান) (১) পরিমাণঃ ডিআরএম/ডব্লিউ/আলিপুরদুয়ার জংশন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৭৬৫ টি। পিএল. সংখ্যা. ৬০০৪০০১৩।

নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি গুনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
“প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়”

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

কনভেনশনাল কোচগুলির রূপান্তর

টেন্ডার নং. : এম-২৪৯-আরএসপি-২০২৫-২৬-ডিআরজি-১৩। তারিখ : ২৭-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: কাজের নাম : ২০টি কোচের জন্য (নিউ বোঙ্গাইগাঁওয়ে ১৫টি কোচ এবং ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে ০৫টি কোচ) কনভেনশনাল আইসিএফ কোচগুলিকে অটোমোবাইল ক্যারিয়ার ব্রেক ভ্যান এনএমজিএইচএসআর-এ রূপান্তর। কাজের আনুমানিক খরচ : ৪,৪৯,৬০,১০৫.৬০/- টাকা; বায়না মূল্য : ৩,৭৪,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় ১৬-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিওব্লিউএম, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : কেআইআর/ইএনজিজি./৫৯ অফ ২০২৫; তারিখ : ২৬-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং : ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : জোগবানীতে - স্টাবলিং লাইন, শান্টিং নেক নির্মাণ এবং লোকো রিভার্সাল লাইনকে পিএফ লাইনে রূপান্তর। টেন্ডার মূল্য : ২,৫৩,৫৯,৩৫৪.৯২/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ২,৭৬,৮০০/- টাকা; টেন্ডার নং : ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : ডিইএন/লাইন/কাটিহারের আওতাধীন ল্যান্ডস্কেপিং এবং বাগান সহ (ওআরএইচ, এসআরএইচ এবং এরিয়া অফিস) ওআরএইচ এবং এসআরএইচ -এর গিলেন পরিষ্কার, ধোয়া সহ নিউ জলপাইগুড়িতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ওআরএইচ এবং অন্নপূর্ণা এসআরএইচ -এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ (দুই বছরের জন্য)। টেন্ডার মূল্য : ১,১৭,০৬,৯৪৫.৮৬/- টাকা; বিড সিকিউরিটি : ২,০৮,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলি বন্ধের তারিখ এবং সময় ২১-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথিসহ সম্পূর্ণ তথ্য ২১-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

এলসি গেটে রাবারাইজড রোড সারফেস-এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ৮৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখ: ২৬-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ২০-এপি-II-২০২৫। কাজের নাম: “নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ে এডিইএন/ফকিরাগ্রাম জংশনের অধীনে এলসি গেট নং এনএন-১৩৬ আপ, ডাউন এবং এপ্রোচ, এনএন-১৩৯ আপ এবং ডাউন, এনএন-১৪৬ আপ এবং ডাউন, এনএন-১৩৮ আপ এবং ডাউন, এনএন-১৪২ আপ এবং ডাউন, একভি-৮, একভি-২২, একভি-১৮এ, একভি-২৭ এবং একভি-২৬-এ ১০টি রাবারাইজড রোড সারফেসের ব্যবস্থা”। টেন্ডার মূল্য: ১,৯৫,৫৫,০৫১.২০ টাকা; বায়নার ধন: ২,৪৭,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আজ টিভিতে

ওগো দরদিয়া সন্ধে ৭.০০ স্টার জলসা

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ লোফার, দুপুর ১২.০০ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, ২.৩০ মায়ের আশীর্বাদ, বিকেল ৫.০০ স্বার্থপর, রাত ১১.০০ বহুরূপী

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ শুধু একবার বলো, দুপুর ১.৩০ মিস কল, বিকেল ৪.৩০ সিঁথির সিঁদুর, সন্ধে ৭.৪৫ পাওয়ার, রাত ১০.৪৫ অন্যায় অবিচার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জামাইরাজা, দুপুর ১.০০ জোশ, বিকেল ৪.০০ লে হালুয়া লে, সন্ধে ৭.০০ ফাইটার, রাত ১০.৩০ ফিদা।

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সবুজ সাথী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রিয়া

জি ক্লাসিক : দুপুর ১২.১৫ সাস ভি কভি বহু থি, বিকেল ৩.৩৫ অপনে অপনে, সন্ধে ৭.০০ মেরা নাম জোকার, রাত ১০.৩৯ বলিদান

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৪৫ রাউডি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৪.৫৮ কিমত রোটি কি, সন্ধে ৭.২৮ চক্র কা রক্ষক, রাত ১০.২০ নাগাবংশী

স্টার মুভিজ : দুপুর ১.১৫ অজ দ্য গ্রেট অ্যান্ড পাওয়ারফুল, বিকেল ৩.১৫ রাইড অন, ৫.১৫ ডাম্বো, সন্ধে ৭.১৫ স্পিড, রাত ৯.০০ দ্য ইনক্রেডিবল হাল্ক, ১১.০০ ব্রুস অলমাইটি

এমএনএক্স : সন্ধে ৬.০০ সিটি লাইটস, ৭.২৮ দ্য পিঙ্ক প্যান্থার-টু, রাত ৯.০০ কুং ফু যোগা, ১০.৪৫ লিটল মনস্টার্স।

বহুরূপী
রাত ১১.০০ জি বাংলা সোনার

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০
আকাশ আট

ডাম্বো বিকেল ৫.১৫ স্টার মুভিজ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি হলেও ভিনরাজ্যে বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। দুপুরের পর বাড়িতে আত্মীয় সমাগমে আনন্দ। বৃষ : প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলার চেষ্টা করুন। পরিবারে কাউকে আর্থিক সাহায্য করতে হতে পারে। মিথুন : ব্যবসায় গোপন শত্রুরা ক্ষতির চেষ্টা করলেও সফল হবে না। প্রেমের ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তির সম্ভাবনা। কর্কট : খুব সাবধানে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করুন। আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হওয়ায় ঋণ করতে হতে পারে। সিংহ : স্ত্রীর পরামর্শে পারিবারিক সমস্যা মিটে যাবে। সন্তানের পড়াশোনায় খরচ বাড়বে। প্রেমে শুভ। কন্যা : ছেলের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। বাড়িতে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে বড়দের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন। তুলা : বাবার শারীরিক সমস্যায় মানসিক চাপ বাড়বে। বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হতে পারে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। বৃশ্চিক : পেটের কারণে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়া সম্ভব হবে না। নতুন যানবাহন কেনার সুযোগ পাবেন। ধনু : কেউ টাকা ধার চাইলে, না বলার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাপের কারণে শারীরিক সমস্যা হতে পারে। মকর : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যাওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চয়ের চেষ্টা করুন। কুম্ভ : সামান্য কথাকে কেন্দ্র করে সংসারে অশান্তি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে আটকে থাকা কোনও কাজের সমাধান হবে। মীন : অন্যের কথায় কোনও আর্থিক সংস্থায় বিনিয়োগে প্রতারিত হতে পারেন। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি মিটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ১৫ আশ্বিন ৭ অক্টোবর, ২০২৫, ২০ আহিন, সংবৎ ১৫ আশ্বিন সুদি, ১৪ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৪, অঃ ৫।১৭। মঙ্গলবার, পূর্ণিমা দিবা ৯।৩৩। রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ৩।৪১। ধ্রুবযোগ দিবা ১১।৪৩। ববকরণ দিবা ৯।৩৩ গতে বালবকরণ রাত্রি ৮।২৯ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৩।৪১ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, শুভকর্ম- দিবা ৯।৩৩ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩০ মধ্যে ও ৭।১৪ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩০ গতে ৮।২১ মধ্যে ও ৯।১২ গতে ১১।৪৬ মধ্যে ও ১।২৮ গতে ৩।১১ মধ্যে ও ৪।৫৪ গতে ৫।৩৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩০ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সেরে ওঠো 'ভগবানের আঙিনা'

কত সংসার তছনছ হয়েছে প্রকৃতির রোষে পড়ে। কত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। নেতা, মন্ত্রীরা আসছেন। আশ্বাস দিচ্ছেন। প্রশাসন চেষ্টা চালাচ্ছে। জীবন ছন্দে ফিরতে সময় লাগবে অনেকটা। এই সময় মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার। সহমর্মিতার ওষুধে সেরে উঠুক প্রিয় উত্তরবঙ্গ।

(ওপরে) দুধিয়ায় ভাঙা সেতুর পাশে হিউমপাইপ বসিয়ে অস্থায়ী রাস্তা নির্মাণ। (মাঝে) ত্রিপলের ওপর থালা রেখে দাঁড়িয়েই খাচ্ছেন দুর্গতরা। পোড়াঝাড়ে। (নীচে) ময়নাগুড়ির খাটোরবাড়িতে নিশ্চিহ্ন বাড়িঘর। সোমবার। ছবি : রণজিৎ ঘোষ, সূত্রধর ও অভিরূপ দে

ত্রাণসামগ্রী বিলি নিয়ে বিতর্ক

পোড়াঝাড় নিয়ে রিপোর্ট, আশ্বাস রাজ্যপালের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : ঘরের মেঝে, বিছানা, তোষক, বালিশ, জামাকাপড় সব জায়গায় পলি। রবিবার ভোররাতে মহানন্দার জল ঢুকে এমন অবস্থা হয়েছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়ের রাধাকৃষ্ণ কলোনির বাসিন্দাদের বাড়িগুলির। সোমবার সকালে নদীর জল নেমে গেলেও মানুষের দুর্ভোগ কাটেনি। জল ঢুকে যাওয়ায় ঘরের সামগ্রী ছাড়াও অনেকের টোটো, বাইক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ঘরের থেকে পলিমাটি বের করতে কালঘাম ছুটছে স্থানীয়দের। অনেকের বাড়িঘর ভেঙে গিয়েছে।

নদীর জল ঢুকে যাঁদের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁরা সোমবার স্থানীয় ত্রাণশিবিরে ছিলেন। এদিন বিকালে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস পোড়াঝাড়ে পৌঁছালে স্থানীয়রা তাঁর কাছে বাড়িঘর ভেঙে যাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। রাজ্যপাল বলেন, 'নদীর জলে অনেক মানুষের বাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এলাকা নিয়ে রিপোর্ট কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সামনে তুলে ধরা হবে।'

এদিন এলাকায় বালির বস্তা দিয়ে বাঁধ নির্মাণের কাজ করা হয়। কিন্তু যাঁদের বাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাঁরা ফের কীভাবে নতুন বাড়ি তৈরি করবেন, তা নিয়ে অনেকে আশঙ্কায় ভুগছেন। এলাকার অনেকে নিজেদের গবাদিপশু খুঁজে পাচ্ছেন না। স্থানীয় বাসিন্দা পিংকি রায় বলেন, 'আমার টিনের ঘর ছিল। রবিবার ভোররাতে নদীর জলের স্রোতে তা ভেঙে গিয়েছে। সরকারের কাছে আমরা ঘর তৈরি করে দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।' উকিল রায় নামে আরেক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'জল ঢুকে ঘরে মজুত করা চাল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্মীপুজোয় বিক্রি করব ভেবে বেশকিছু পুজোর সামগ্রী কিনেছিলাম। সেগুলি সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এলাকায় অনেকের বাইক, টোটো জলের জন্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে।'

পোড়াঝাড়ে স্থানীয়দের সঙ্গে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ছবি : সূত্রধর

সোমবার রাজগঞ্জ ব্লক প্রশাসনের তরফে পোড়াঝাড়ের বাসিন্দাদের জন্য ৩০০টি সরকারি ত্রিপল পাঠানো হয়। সেই ত্রিপলগুলি শাসকদলের নেতারা বিলি করেন। সরকারি সামগ্রী কেন রাজনৈতিক দলের তরফে বিলি করা হচ্ছে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এছাড়া ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের এই শিবির থেকে দুপুরে ও রাতে রান্না করা খাবার বিলি করা হয়।

বিজেপি উত্তরবঙ্গ জোন মিডিয়া ইনচার্জ প্রীতম সিংহ কটাক্ষের সুরে বলেন, 'তৃণমূল মানে ত্রিপল চোর। পোড়াঝাড়ে সরকারি ত্রিপল সাধারণ মানুষ আদৌ পেয়েছেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ছবি তোলার জন্য দুই-একটি দিয়ে থাকলেও, বাকি ত্রিপল তৃণমূলের নেতারা বিলি করেছেন কি না, প্রশাসনের তা খতিয়ে দেখা উচিত।' অন্যদিকে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি দিলীপ রায় বলেন, 'বিরোধীরা অযৌক্তিক অভিযোগ করছে। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও সদস্যরা এই ত্রিপল বিলি করেছেন। এই পরিস্থিতিতে মানুষ কোন শিবির থেকে সহযোগিতা পাচ্ছেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা ঠিক নয়।'

এছাড়া অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তরফে এদিন এলাকায় শুকনো খাবার, পানীয় জল বিতরণ করা হয়। পোড়াঝাড় মা তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রয় নেওয়া মানুষের জন্য ব্লক প্রশাসনের তরফে ৯ কুইন্টাল চাল ও আলু পাঠানো হয়। গবাদিপশুদের খাবার দেওয়ার জন্য একটি সংগঠন সেখানে উপস্থিত ছিল।

ধূপগুড়ির গড়িয়ালটারি ও গধেয়ারকুঠিতে দুর্গতদের খোঁজ নিচ্ছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার ও স্থানীয় বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়।

মৃত্যু পরিবারের তিনজনের, ফিরল দেহ

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : চারতলা বাড়ি। তেতলার বারান্দায় রংবেরংয়ের বাহারি টবে একাধিক গাছ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বাড়ির মধ্যে এটাই সবচেয়ে পছন্দের জায়গা ছিল অনুজ প্রধানের (৪৩)। ওই বারান্দাতেই অবসরে স্ত্রী অনীতা প্রধান (৪১) ও কন্যা স্নেহা প্রধানের (১৯) সঙ্গে বসে গল্প করে সময় কাটাতেন তিনি। সোমবারও দেখা গেল বেশ কয়েকটি গাছে ফুল ধরেছে। কিন্তু গোটা বাড়িটাকে যেন গ্রাস করেছে নীরবতা, একটা দমবন্ধকর পরিবেশ।

শনিবারের প্রাকৃতিক তাণ্ডবে মিরিকের সৌরিণীতে মৃত্যু হয়েছে অনুজ সহ তাঁর স্ত্রী ও কন্যার। মিরিকে ময়নাতদন্তের পর রবিবার গভীর রাতে পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বৃন্দাবন কলোনির ওই চারতলার বাড়িতে এসে পৌঁছায় তিনজনের নিথর দেহ। আর সোমবার হল শেষকৃত্য। একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যুতে গোটা কলোনি এদিন নিস্তব্ধ হয়ে যায়। দেহ শ্মশানের উদ্দেশে রওনা দিতেই খাঁখাঁ করছে চারতলা বিশাল ওই বাড়িটি, বাতাসে কেবলই বিষণ্ণতা।

দশেরা উপলক্ষ্যে প্রধান পরিবার গিয়েছিল সৌরিণীতে অনীতার দিদির বাড়িতে। একটি ঘরে তাঁরা তিনজন ঘুমোচ্ছিলেন। এমন সময় একটি বড় পাথর ওই বাড়িতে এসে পড়ে। ধসে যায় ঘরটি। পরে দেহ উদ্ধার হলে দেখা যায়, তিনজনই মৃত। অনুজ ও অনীতার এক ছেলেও রয়েছে। তবে তিনি কর্মসূত্রে দুবাইয়ে থাকেন। ফলে প্রধান পরিবারে এখন জীবিত সদস্যের সংখ্যাটা মাত্র এক।

অনীতার দিদির পাশাপাশি অনুজের আদি বাড়িও মিরিকে। কাজের সুবাদে তিনি দীর্ঘদিন ইজরায়েলে থাকতেন। সে দেশেই পরিচয় হয় অনীতার সঙ্গে। পরে তাঁরা বিয়ে করেন। বছর সাতেক আগে দুই সন্তানকে নিয়ে ওই দম্পতি বৃন্দাবন কলোনিতে পাকাপাকিভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁরা খোলেন একটি মাংসের দোকান। সঙ্গে বাড়িতে ভাড়া দেন। দিব্যি সুখেই চলছিল সবকিছু। তার মধ্যেই হয়ে গেল মর্মান্তিক পরিণতি।

মিরিকে ঘুরতে যাওয়া যে কাল হবে, মানতে পারছেন না মৃত অনুজের ভাড়াটিয়া অমল থাপা। তাঁর চোখে জল। দেহ পৌঁছোতেই তিনি ডুকরে কেঁদে ওঠেন। বললেন, 'যাওয়ার সময় ওরা বলেছিল বাড়ির সবকিছু দেখে রাখতে। এভাবে তিনজন ফিরবে আমি ভাবতে পারছি না।'

দেহ তিনটে শেষকৃত্যের জন্য বাড়ি থেকে বের করার সময় ঘরের দেওয়ালজুড়ে থাকা প্রধান পরিবারের সুখী সময়ের ছবি দেখে আত্মীয় মানসী প্রধান কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন, 'ছবিগুলোই স্মৃতি হয়ে থাকল। আর কিছু আমাদের নেই।'

ছেলের বল ছাড়া সব গিলেছে নদী

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৬ অক্টোবর : সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার মুষলধারায় বৃষ্টিতে জলঢাকার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে কার্যত নিশ্চিহ্ন ময়নাগুড়ির আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটোরবাড়ি ও তারারবাড়ি গ্রাম। অবশিষ্ট বলতে দুটি গ্রামে আর তেমন কিছুই নেই। দুটি গ্রাম মিলিয়ে এক হাজারের বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। গ্রামে ঢোকার পথ একাধিক জায়গায় ভেসে গিয়েছে। মূল বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় গ্রামের ওপর দিয়েই বইছে জলঢাকা নদী। গ্রামের মাঝবরাবর তৈরি হওয়া বিশাল গর্তে জল জমে রয়েছে। ভিটেমাটি নদী ভাসিয়ে দেওয়ায় গ্রামবাসীদের কেউ ত্রাণশিবিরে, কেউ আবার রেললাইনের পাশে উঁচু জমিতে ত্রিপলের ছাউনির তলায় আশ্রয় নিয়েছেন। সব হারানোর কান্না আর আগামীদিনের আশঙ্কায় দীর্ঘশ্বাস ভেসে আসছে শিবিরগুলি থেকে।

ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জলঢাকা নদী ঘেঁষা দুটি গ্রাম খাটোরবাড়ি ও তারারবাড়ি। পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গুয়াহাটিগামী রেললাইন। এলাকার সাধারণ মানুষের আয়ের প্রধান উৎস কৃষিকাজ। রবিবার সকালটা তাঁদের কাছে শুরু হয়েছিল আর পাঁচটা দিনের মতোই। সকালের দিকে বৃষ্টি হচ্ছিল মুষলধারায়। সকাল সাতটা নাগাদ হুহু করে জলঢাকার জল বাড়তে শুরু করে। তখনই গ্রামের মানুষ বিপদ আঁচ করে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে পাশের রেললাইনে আশ্রয় নিতে শুরু করেন।

সোমবার ত্রাণশিবিরে অনেকেই জানালেন সেদিনের কথা। তাঁদের কথায়, মিনিট কুড়ির মধ্যে নদীর জল অনেকটা বেড়ে যায়। প্রথমে জলঢাকার মূল বাঁধ উপচে গ্রামে জল ঢুকতে শুরু করে। এরপরই তারারবাড়ি এলাকায় বাঁধ ভেঙে প্রচণ্ড শব্দে গ্রামে জল ঢোকে। নদীর ভয়ংকর চেহারা দেখে সবাই পড়িমরি করে পালাতে থাকেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে খাটোরবাড়ি এলাকাতেও মূল বাঁধ ভেঙে যায়। একসময় এলাকায় প্রায় ২৫ ফুট উচ্চতায় জলের স্তর পৌঁছে যায়। কোথাও কোথাও বাড়ির চালের ওপর দিয়ে জল বইতে থাকে। শুরু হয় ধ্বংসলীলা। দুই গ্রামে প্রবেশের সব রাস্তা ভাঙতে থাকে।

মঙ্গলবার গ্রামে গিয়ে দেখা গেল একের পর এক ঘরের কাঠামোটুকু পড়ে রয়েছে। কোথাও সেটাও নেই। পাঁচ বছরের ছেলে ও আট বছরের মেয়েকে নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সুখের সংসার ছিল দিনমজুর মহেন রায়ের। রবিবার থেকে তাঁদের জীবন একেবারেই বদলে গিয়েছে। মহেনের কথায়, 'ছোট ছেলে বায়না করায় ঘর থেকে বেরোনোর সময় ওর খেলার একটি বল কোনওক্রমে সঙ্গে নিয়েছিল। সেটা ছাড়া আর কিছুই নেই আমাদের। সংসারে যা ছিল সব খেয়েছে নদী। ঘরের চিহ্নটাও আর নেই।' পেশায় কৃষক জিতেন রায়ের বাড়ির অবশিষ্ট অংশটুকুও চেনার উপায় নেই। জলের প্রবল স্রোত আর ঘূর্ণিতে সেখানে বিশাল গর্তে জল জমে রয়েছে।

সোমবার জল নামার পর যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। পুলিশের তরফে এলাকায় চারটি আলাদা কমিউনিটি কিচেন খোলা হয়েছে। ব্লক প্রশাসনের তরফে শুকনো খাবার, ত্রিপল বিলি করা হয়েছে। এলাকায় যাতে জলবাহিত রোগ ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য মেডিকেল টিম রয়েছে।

বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : মঙ্গলবার থেকে ফের বন্ধ থাকছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। জাতীয় সড়ক নির্মাণকারী সংস্থা এনএইচআইডিসিএল (ন্যাশনাল হাইওয়েস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড) একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, প্রতি সপ্তাহের সোম, বুধ ও শুক্রবার ওই রাস্তা দিয়ে শুধুমাত্র যাত্রীবাহী যান চলাচল করবে। সোমবার মধ্যরাত থেকে আগামী চার সপ্তাহ এই নির্দেশিকা বহাল থাকবে। আগামী বেশ কয়েকদিন ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস থাকায় সাধারণ মানুষের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে রাজু

খড়িবাড়ি, ৬ অক্টোবর : খড়িবাড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তে ডাঙ্গুজোতে বিপর্যস্ত এলাকায় শনিবার পরিদর্শনে গিয়েছিলেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট। গত রবিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে মেচি নদীর জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় ডাঙ্গুজোত গ্রাম জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের ৩০০টি বাড়িতে জল ঢুকে যায়। প্রায় ১০০০ মানুষ দুর্ভোগের শিকার হন।

এদিন এলাকায় গিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখে, ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তিনি। খাদ্যসামগ্রী দেওয়ার পাশাপাশি তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করেন। সরকারি নিয়ম মেনে ক্ষতিগ্রস্তদের সমস্ত সহায়তা করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

রাজু বলেন, 'এলাকাবাসী বন্যা রুখতে মেচি নদীতে বাঁধ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। এছাড়াও বাঁধ নির্মাণেও সাধ্যমতো সাহায্য করব।'

এরপর বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলার নিন্দা করে তিনি বলেন, 'সাংসদ ও বিধায়কদের ওপর হামলা এখন পশ্চিমবঙ্গে রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁরা কবলিতদের পাশে দাঁড়াতে চাইছেন, অথচ তৃণমূল আক্রমণ করে বাধা দিচ্ছে।'

কয়েকশো বিঘার সবজি নষ্ট প্লাবনে

শ্রীবাস মণ্ডল

ফুলবাড়ি, ৬ অক্টোবর : জলঢাকা নদীর প্লাবনে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির রাঙ্গাপানি, বালাসি সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার কয়েকশো বিঘা জমির সবজিখেত নষ্ট হয়েছে। চাষিদের কথায়, এলাকায় কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। কার্যত দিশেহারা চাষিরা। এলাকায় কৃষি দপ্তর থেকে এখনও কোনও আধিকারিক না আসায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

চাষিরা জানান, মেখলিগঞ্জ ব্লকের কাওয়ারটারি থেকে ভাটির দিকে শিয়ালের চর পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটারজুড়ে কয়েকশো চাষি এক হাজার বিঘারও বেশি জমিতে শীতকালীন সবজি চাষ করেছিলেন। প্লাবনে সমস্তটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

এই ভয়ানক ক্ষতির মধ্যেও সোমবার বিকেল পর্যন্ত প্রশাসনের কোনও কর্তা বা কৃষি দপ্তরের কোনও আধিকারিককে এলাকায় আসতে দেখা যায়নি। যদিও মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা মলয়কুমার মণ্ডল দাবি করেছেন, 'শুধু ফুলবাড়ির ওই এলাকা নয়, গোটা মাথাভাঙ্গা-২

নষ্ট সবজিখেতে চাষি।

ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত চাষাবাদের তথ্য সংগ্রহ করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হয়েছে।' ফুলবাড়ির রাঙ্গাপানি, বালাসি এলাকায় তথ্য সংগ্রহের জন্য কেপিএস-কে পাঠানো হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির রাঙ্গাপানি, বালাসি এলাকার জলঢাকা নদীর চর সবজি চাষের জন্য পরিচিত। সারা বছর ওই এলাকার চরে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ হয়। এলাকায় শীতকালীন সবজি চাষ হয় সবচেয়ে বেশি। ইতিমধ্যেই চর এলাকা থেকে শীতকালীন বিভিন্ন সবজি তোলার কাজও শুরু করে দিয়েছিলেন চাষিরা। আবার অনেকেই সবজি গাছে সার প্রয়োগের পাশাপাশি চারা রোপণের কাজ শেষ করেছিলেন। লক্ষ্মীলাভের আশায় হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে চলে সবজি গাছের পরিচর্যা।

এলাকার চাষিদের কথায়, 'অসময়ে জলঢাকার প্লাবনে সব শেষ করে দিয়ে গেল। এবছর চরে আর শীতকালীন সবজি চাষ করা যাবে না। কারণ এখন নতুন করে বিভিন্ন সবজির চারা তৈরি করে জমিতে বপন করে তার ফলন পেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

রাজ্যকে তোপ, ত্রাণ সংগ্রহে সিপিএম

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের ক্ষয়ক্ষতির জন্য রাজ্য সরকারকে দোষারোপ করল সিপিএম। তাদের বক্তব্য, আবহাওয়া দপ্তরের আগাম সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। যে কারণে এত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সোমবার অনিল বিশ্বাস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মুন্সি নুরুল ইসলাম একথা বলেন। বন্যায় দুর্গতদের পাশে দাঁড়াতে দলের তরফে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ সংগ্রহের কথাও তিনি জানান।

ইতিমধ্যেই ঘরছাড়াদের সাহায্যের জন্য ময়দানে নেমেছেন সিপিএমের রেড ভলান্টিয়াররা। রবিবার থেকেই পোড়াঝাড়, দুধিয়া, মিরিক সহ ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের শুকনো খাবার, পোশাক দেওয়া শুরু করেছেন তাঁরা। সোমবার দলের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথাও বলেন। এদিন বৈঠকে উপস্থিত জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জয় চক্রবর্তী জানান, গৃহহীনদের সাহায্য করার জন্য মঙ্গলবার হিলকার্ট রোডে ত্রাণ সংগ্রহ করা হবে। বুধবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ সংগ্রহ শুরু হবে।

উত্তরের এই পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল তোলেন প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যও। তাঁর বক্তব্য, 'প্রকৃতিকে ধ্বংস করে বিভিন্ন কাজ করা হচ্ছে কিন্তু সেব্যাপারে কোনও নজরদারি নেই। এছাড়াও এই সময় উত্তরবঙ্গে ধস, বন্যার সম্ভাবনা থাকে। তা আগাম জেনেও কেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হল না?'

খাবার বিলি

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমস্যায় পড়া মানুষদের সহযোগিতায় এগিয়ে এল শিলিগুড়ি ইসকন। সোমবার শহর সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গায় খাবার বিতরণ করা হয় সংস্থার তরফে।

তৃণমূল যুব কংগ্রেসের শিলিগুড়ি টাউন ৩ (এ) নেতৃত্বের উদ্যোগে সংগঠনের ৩৩ ও ৩২ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির সহযোগিতায় জ্যোতির্ময় কলোনিতে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। যুব তৃণমূলের মাটিগাড়া ব্লক ১ নেতৃত্বের উদ্যোগে রাধারঞ্জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আশ্রিতদের মধ্যে কম্বল ও খাবার বিলি করা হয়।

সামনেই পরীক্ষা, মহানন্দায় ভাসল বই

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : আর কয়েকমাস পর কারও মাধ্যমিক পরীক্ষা, কারও উচ্চমাধ্যমিক। কিন্তু পড়াশোনা করবে কী। বইয়ের পাতাই তো খুলতে পারছে না সন্তোষ, শেফালি, অঙ্কিতারা।

কেন? এক্ষেত্রেও দায়ী সেই গত দু'দিনের অতিভারী বৃষ্টিপাত আর মহানন্দার জল। শনিবার রাতের বৃষ্টিতে পোড়াঝাড় রাধাকৃষ্ণপল্লির একাধিক ঘরে নদীর জল ঢুকে গিয়েছিল। জলকাদায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদের বইখাতা। তাই লক্ষ্মীপুজোর সকালে মন খারাপ সেই এলাকার পড়ুয়াদের। শনিবার রাতে পড়াশোনার পর বইগুলি ঘরের ছোট্ট তাকে রেখে ঘুমিয়েছিল শক্তিগড় বিদ্যাপীঠের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সন্তোষ রায়। পাশেই রাখা ছিল সন্তোষের দিদি, সূর্য সেন কলেজের

রোদে বই শুকোনোর চেষ্টা। সোমবার। সূত্রধরের তোলা ছবি।

ছাত্রী শেফালির বইগুলোও। ওইদিন মহানন্দার জল ঢুকে সন্তোষ ও শেফালির সমস্ত বই নষ্ট হয়ে যায়। সোমবার দুপুরে ঘর থেকে সন্তোষ যখন সেই বইগুলি বের করে রোদে শুকোনোর জন্য দিচ্ছিল, কাদায় খোলা যাচ্ছিল না একটি পৃষ্ঠাও। আবার কীভাবে পড়াশোনা করবে ভেবে পাচ্ছে না তারা।

সন্তোষের কথায়, 'সামনে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। নদীর জল ঢুকে পড়ায় তখন মেঝে থেকে বই তুলে বিছানার ওপর রেখেছিলাম। কিন্তু বিছানার ওপরও যখন জল উঠে যায়, সেগুলি কোথাও রাখার জায়গা ছিল না। প্রাণ বাঁচাতে জিনিসপত্র ছেড়ে টিনের চালে ওঠে পড়েছিলাম আমরা। কিন্তু বইগুলিকে আর বাঁচানো যায়নি।'

শুধু সন্তোষ বা শেফালি নয়, ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকার বহু পড়ুয়ার বইও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সকলেরই সামনে পরীক্ষা। পড়াশোনা হবে কী করে, ভেবেই আকুল তারা। শক্তিগড় বালিকা বিদ্যাপীঠের দশম শ্রেণির অঙ্কিতা সাহা, তরাই তারাপাদ আদর্শ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির পীযূষ সাহাদের বইগুলিও আজ জলের তলায়। ওদের বাবা, পেশায় ইলেক্ট্রিকমিস্ত্রি প্রসাদ সাহা বললেন, 'ছেলেমেয়েদের বইখাতা জলকাদায় সব শেষ। এখন কারও কাছ থেকে বইখাতা যদি পাওয়া যায় তাহলে ভালো হয়। এই বইগুলি শুকোলেও আর পড়া যাবে না। এখন নতুন বই কেনারও ক্ষমতা নেই। জানি না কী করব।'

একদিনের বানভাসিতে শক্তিগড় বালিকা বিদ্যাপীঠের দশম শ্রেণির ছাত্রী অপর্ণা রায়ের সমস্ত বইও ভিজে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অপর্ণার কথায়, 'সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা রয়েছে। অনেক টাকার বই ছিল। বইগুলি নতুন করে কেনা ছাড়া উপায় নেই।'

আবর্জনার সমস্যা মাটিগাড়ায়

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : খাতায়-কলমে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট পরিষেবা থাকলেও বাস্তবে নেই কোনও পরিকাঠামো। এমনই পরিস্থিতি মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার। সেখানে একটা বড় অংশের মানুষই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। বিষয়টা নিয়ে ক্ষুব্ধ ওই পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, অনেকসময় সপ্তাহে একদিনও বাড়ির সামনে গাড়ি আসে না। ফলে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট পরিষেবার বেহাল অবস্থার কথা স্বীকার করছেন মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি ঘোষ। তাঁর কথায়, 'আমরা বিভিন্ন এলাকায় বিকল্প পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি। তবে এটা ঠিক, বাড়ি বাড়ি পরিষেবা দেওয়ার জন্য আরও ৩টে গাড়ির প্রয়োজন।'

মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আয়তন বেশ অনেকটাই। কলাবাগান, খোলাই বকতরি থেকে শুরু করে ৩০টি বুথ নিয়ে এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিস্তৃতি রয়েছে একেবারে পালপাড়া পর্যন্ত। গোটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি বাসিন্দা রয়েছেন। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে সংগ্রহ করা আবর্জনা প্রসেসিংয়ের সেন্টার করা হয়েছে তুলসীনগরে। যদিও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের আওতায় বাড়ি বাড়ি আবর্জনা নেওয়ার জন্য কী ব্যবস্থা রয়েছে? গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেল, একটি ই-কার্ট ও একটি টোটো রয়েছে। একটি ট্রাকও রয়েছে। তবে সেই ট্রাক এলাকার বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই নগণ্য সংখ্যক ই-কার্ট ও টোটো দিয়ে কীভাবে পরিষেবা চালানো হচ্ছে? গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকার কিছু অংশে মাঝেমধ্যে বাড়ি বাড়ি আবর্জনা তোলা হলেও, অধিকাংশ অংশেই এখনও সেই ছোঁয়া লাগেনি।

খোলাই বকতরির বাসিন্দা অশোক সিং বলছিলেন, 'আবর্জনা ফেলার কোনও নির্দিষ্ট জায়গা না থাকায় আশপাশের পরিত্যক্ত মাঠগুলোই আবর্জনা ফেলার জায়গা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দিনের পর দিন সেই আবর্জনা জমে থাকায় এলাকায় দুর্গন্ধময় পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।' একই বক্তব্য এলাকার আর এক বাসিন্দা মিহির রায়ের। পালপাড়ার এই বাসিন্দার কথায়, 'এলাকায় বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হয়েছে। বহুতল তৈরি হয়েছে। যদিও বাস্তবে আবর্জনা সাফাইয়ে আদতে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। নামেই শুধু সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট পরিষেবার প্রচার করা হচ্ছে। পঞ্চায়েত প্রধান দীপালির কথায়, 'বিভিন্ন এলাকা থেকে আবর্জনা তোলার জন্য আমরা ট্রাকের ব্যবহার করছি। ই-কার্ট ও টোটোর সংখ্যা বাড়তে আমরা এই পরিষেবা অনেকটাই নিয়মিতভাবে দিতে পারব। এব্যাপারে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি করেছি।' সবমিলিয়ে, আবর্জনার সমস্যায় জর্জরিত মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা।

সাড়ে ৩ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ ধৃত

নকশালবাড়ি, ৬ অক্টোবর : পুলিশের অভিযানে নকশালবাড়িতে উদ্ধার হল সাড়ে ৩ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে মালদা ও নকশালবাড়ির দুই তরুণকে। সোমবার রাতে নকশালবাড়িতে এই অভিযান চালায় পুলিশ। সাক্ষি দিতে এগিয়ে এলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। পুলিশ জানায়, ধৃতরা হল সামিম শেখ ও সুশীল রায়। প্রথমজন মালদার বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা। অপরজন নকশালবাড়ির বাসিন্দা।

এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, নকশালবাড়ির স্টেশনপাড়ায় অভিযান চালায় সাদা পোশাকের পুলিশ। এরপর টোটোস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা সন্দেহজনক দুজনকে জেরা করতেই তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ২ কেজি ২৩২ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। যার বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা।

এদিকে, মাদক দমনে অভিযান চালালেও প্রায়ই সাক্ষী নিয়ে বিপাকে পড়তে হয় পুলিশকে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী, এনডিপিএস মামলায় লাইভ ভিডিওগ্রাফি ও স্থানীয়দের সাক্ষি পুলিশকে নিতে হয়। তবে অনেকক্ষেত্রে আইন ও আদালতের ভয়ে স্থানীয়দের কেউ সাক্ষি দিতে চান না। এজন্য এবার সভাধিপতি খোদ সাক্ষির জন্য এগিয়ে আসেন। এই নিয়ে সভাধিপতি বলেন, 'মাদক দমন করতে সকলের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এই বার্তা তুলে ধরতে চাই।' পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'এই ঘটনায় ধৃত সামিম মাদকের ডিলার। সে মালদা থেকে রেলপথে মাদক এনে নকশালবাড়িতে পাচারের চেষ্টা করছিলেন। অপরজন সুশীল স্থানীয় পেডলার। যার মারফত ওই মাদক রদবদল করা হত।'

এই অভিজ্ঞতা সারাজীবনের... আর্থমুভারে 'ফিরলেন' পর্যটকরা। হলংয়ে সোমবার।

বেলগাছি সেতুতে যানজটে নাকাল

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৬ অক্টোবর : প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভেঙেছে দুধিয়ার লোহার ব্রিজ। ফলে এখন মিরিকে যাওয়ার পথের একমাত্র ভরসা বেলগাছি চা বাগানের দুর্বল সেতু। সেতুটি পারাপার করতে গিয়ে যানজটে নাকাল হতে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। পরিস্থিতি সামাল দিতে একযোগে রাস্তায় নামতে হয়েছে এসএসবি, নকশালবাড়ি ও মিরিক পুলিশকে। মানঝা নদীর ওপর বেলগাছি চা বাগানের সেতুটি দীর্ঘ ছয় বছর ধরে সংস্কার না হয়ে পড়ে রয়েছে। সেতুটি দ্রুত সংস্কারের দাবিও তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আমরা দ্রুত সেতুটি মেরামতের বিষয়টি পূর্ত দপ্তরকে জানাব।'

নকশালবাড়ির বেলগাছি হয়ে পুটুং। এরপর পুটুং থেকে টিংলিং উঠলেই মিরিক রাজ্য সড়ক। সেখানে প্রায় ১২ কিমি গেলেই মিরিক। সেজন্য স্থানীয় বাসিন্দারা এই রাস্তাই বেছে নিয়েছেন। সোমবার সকাল থেকেই বেলগাছি চা বাগানের রাস্তায় অসংখ্য গাড়ির চলাচল শুরু হয়েছে। পাহাড়ি ছোট রাস্তায় যাতে যান চলাচলে সমস্যা না হয়, সেজন্য বেলগাছিতে আধ ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে ছাড়া হচ্ছে যাত্রীবাহী গাড়ি। ফলে সেতুতে যাতায়াত করতে অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কিছু যাত্রীবাহী গাড়ি দ্বিগুণ ভাড়া নিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। শুধু যাত্রীবাহী গাড়ি নয়, এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে রিলিফ ভ্যান সহ বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর গাড়ি। এদিন বিহার সহ একাধিক রাজ্যের

বেলগাছি চা বাগানের রাস্তায় গাড়ির লাইন। সোমবার।

গাড়ি চলাচলও ওই পথে করতে দেখা যায়। সেজন্য ওই রাস্তায় যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে নকশালবাড়ি ট্রাফিক ও পানিঘাটা ফাঁড়ির পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। যদিও পরিস্থিতি সামাল দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পুলিশের এক আধিকারিক জানান, দুধিয়ার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সপ্তাহ তিনেক সময় লাগতে পারে। এজন্য শিলিগুড়ি থেকে মিরিকগামী বিকল্প এই রাস্তায় ট্রাফিক ব্যবস্থা ঠেলে সাজানোর নির্দেশ রয়েছে।

বেলগাছিতে মানঝা নদীর সেতুটি দুর্বল সেতু বলে পূর্ত দপ্তরের তরফ থেকে বোর্ড লাগানো রয়েছে। ৭০ টনের বেশি ওজন সেতুতে তোলা যাবে না বলে দু'পাশে পরিষ্কার বোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ সেই নির্দেশিকা অমান্য করে এখনও ওই সেতু দিয়ে শতাধিক গাড়ির চলাচল করছে। স্বভাবতই আতঙ্কে ভুগছেন বেলগাছি চা বাগানের বাসিন্দারা। দুধিয়ার মতো পরিস্থিতি যাতে বেলগাছিতে না হয়, সেজন্য প্রশাসনের কাছে দ্রুত সেতু মেরামতের দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।

বেলগাছি চা বাগানের পঞ্চায়েত সদস্যা বারাইতি নাগাসিয়া বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে সেতুর ওপর দিয়ে অবৈধভাবে প্রচুর ট্রাক, ডাম্পার চলাচল করছে। রাতের অন্ধকারে আরও বাড়ে। অথচ সেতুটি মেরামতের কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি পূর্ত দপ্তরের। এখন দুধিয়ার সেতু ভেঙে যাওয়ায় পাহাড়ের সমস্ত যানবাহন এদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।' বালাসনের মতো মানঝা নদীও উত্তাল হয়ে পড়লে কয়েকশো বাড়িঘর নদীর জলে তলিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। এলাকার বাসিন্দা প্রেমপ্রকাশ ওঝার মতে, 'মিরিকের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম এখন এই সেতু। দুধিয়ার ঘটনায় আমাদের ঘুম উড়ে গিয়েছে। রাতে বৃষ্টি বেশি হলেই নদীর দিকে তাকিয়ে থাকি।' দীর্ঘদিন ধরে মানঝা নদীতে যেভাবে বালি-পাথর খনন চলছে তাতে যে কোনও সময় সেতুটি ভেঙে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। এই বিষয়ে প্রশাসনের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি জানিয়েছেন।

শিলিগুড়ি শহরে বাড়ছে বিপদ

বাঁধ দখল করে নির্মাণ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : শিলিগুড়ি শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা নদীগুলির বাঁধের অধিকাংশই দখল হয়ে গিয়েছে। কোথাও বাঁধের ওপরেই তৈরি হয়েছে বাড়ি, আবার কোথাও বাঁধের গা ঘেঁষেই তৈরি হয়েছে একের পর এক ঘর। শহরের মধ্যে মহানন্দা, জোড়াপানি, ফুলেশ্বরী সহ শহর সংলগ্ন বালাসন নদীর বাঁধ দেদারে দখল হয়ে গিয়েছে। এই বিপজ্জনক দখলদারির কারণে যখন-তখন শহরের মধ্যে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ শহরের পরিবেশপ্রেমী থেকে শুরু করে সচেতন নাগরিকরা।

অতিভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত গোটা উত্তরবঙ্গ। নদীর গ্রাসে একাধিক বাড়িঘর। এমনই চিত্র কিন্তু যে কোনওদিন শিলিগুড়ি শহরেও দেখা দিতে পারে। এদিন শহরের বিভিন্ন নদী সংলগ্ন এলাকা ঘুরে এমন আশঙ্কা আরও জোরদার হয়েছে। কারণ সেইসব নদীর বাঁধগুলির ওপরে অবাধে নির্মাণ হয়েছে। গড়ে উঠেছে বাড়ি। বাঁধ হয়েছে দুর্বল। নদীর জল বাড়লে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে মনে করছেন হাকিমপাড়ার বাসিন্দা অচিন্ত্য সাহা। সচেতন নাগরিক অচিন্ত্যর কথায়, 'যেভাবে বাঁধগুলি দখল হয়েছে তাতে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রশাসনের উচিত এই ধরনের কর্মকাণ্ডে রাশ টানা।'

৫ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা নদীর ধারে গড়ে ওঠা বাড়িঘর।

পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা নদীর ধারে গড়ে উঠেছে একের পর এক টিনের ঘেরা দেওয়া বাড়িঘর। একইরকম পরিস্থিতি ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নদী সংলগ্ন একাধিক অংশে। বাদ যাচ্ছে না ঝোরাগুলিও। ভুলভুলাইয়াঝোরার একপাশের অংশে গজিয়ে উঠেছে বাড়িঘর। পঞ্চনই, ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি নদীর বাঁধের ওপরেও এমনই অবৈধ নির্মাণের রমরমা। মহানন্দা সংলগ্ন বাঁধের ওপরে বাড়ি বানিয়ে নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছেন অনেকেই। এমনই একজন হলেন রাজু সাহানি। পেশায় কাবাড়ির ব্যবসায়ী রাজু বলছিলেন, 'আমরা এখানে অনেক বছর ধরে আছি। জল বাড়লে সরে যাব।' এমন বেপরোয়া মানসিকতাই আরও বড় বিপদ ডেকে আনছে, বলছেন সুচেতা সাহা। একই কথা বলছেন পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসুও। তিনি বলেন, 'নদীর বাঁধ কিংবা নদীর চরে বাড়িঘর তৈরি করাটা একদম অবৈধ ও বিপজ্জনক। যে কোনও মুহূর্তে তা গোটা শহরের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

এই ধরনের কর্মকাণ্ড রুখতে প্রশাসনকেই শক্ত হাতে রাশ টানতে হবে বলে মনে করছেন শহরবাসী। দিনের পর দিন শহরে নদীবাঁধ দখল নিয়ে চুপ কেন প্রশাসন, সেই প্রশ্নও তুলছেন অনেকেই। যেমন শহরের বাসিন্দা বিপ্লব দে'র কথায়, 'সবাই জানে যে নদীর বাঁধ ও নদী সংলগ্ন এলাকা দখল হচ্ছে। তাও ভোটের রাজনীতির কারণে সবাই চুপ। তবে কোনও বিপদ ঘটলে তার মাশুল সাধারণ মানুষকেই গুনতে হবে।'

যদিও পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'শহরের এমন কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে বিপজ্জনকভাবেই কিছু মানুষ বসবাস করছেন। এগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

যা পরিস্থিতি

- ৫ নম্বর ওয়ার্ডে মহানন্দার ধারে গড়ে উঠেছে টিনের ঘেরা দেওয়া বাড়িঘর
- একই পরিস্থিতি ৪ নম্বর ওয়ার্ডের নদী সংলগ্ন অংশে
- বাদ যাচ্ছে না ঝোরাগুলিও, ভুলভুলাইয়াঝোরার একপাশের অংশে গজিয়ে উঠেছে বাড়িঘর
- পঞ্চনই, ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি নদীর বাঁধের ওপরেও অবৈধ নির্মাণ

বধূ খুন

চোপড়া, ৬ অক্টোবর : দাসপাড়ায় এক মহিলাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠল স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। মৃতার নাম রুকসানা খাতুন (৩৫)। মৃতার দাদা মসিহর রহমান সোমবার বোনের স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে চোপড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

চোপড়া থানার টেটনাপাড়ার বাসিন্দা রুকসানা ও দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মারুগছের আজিজুল হকের ১১ বছর আগে বিয়ে হয়। তাঁদের তিন সন্তানও রয়েছে। মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে পণের দাবিতে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হত রুকসানার ওপর। ২ অক্টোবর তাঁরা জানতে পারেন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে সেই বধূর। রবিবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিক্ষোভ

ইসলামপুর, ৬ অক্টোবর : সোমবার সন্ধ্যায় ইসলামপুর শহরের রাজ্য সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি। নাগরাকাটায় ত্রাণ বিলি করতে গিয়ে সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় বিজেপির ইসলামপুর নগর মণ্ডলের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল।

ভালো হবে।। ছবিটি তুলেছেন ময়নাগুড়ির সারণ ভাদুড়ী।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মাঝিয়ালিতে দুর্গাপুজোর আমেজ ফিরল

চোপড়া, ৬ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর আমেজ ফিরে এসেছে চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের নন্দকিশোরগছে। প্রতিবছরই দশমীর আটদিনের মাথায় এখানে অষ্টমী দুর্গাপুজো হয়। সেই সঙ্গে হয় মেলাও। এবারও পুজো ও মেলা হবে। ইতিমধ্যে গোটা কর্মকাণ্ডকে ঘিরে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। মেলা কমিটির সম্পাদক অজয় পাল বলেন, 'এখানকার পুজো এবার ১৩৭তম বর্ষে পড়ল। আগামী বুধবার সন্ধ্যায় পুজো হবে। বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত তিনদিন ধরে মেলা চলবে।'

এলাকার বাসিন্দারা সারাবছর ধরে অষ্টমী দুর্গাপুজোর অপেক্ষায় থাকেন। একদিনই এই পুজো হয়। পুজো কমিটি সহ সভাপতি গণেশ পাল বলেন, 'স্থায়ী মন্দিরেই সারাবছর প্রতিমা থাকে। পুজোর আগে নতুন প্রতিমা আনা হয়। এখানে এক চালায় সিংহবাহিনী দুর্গার সঙ্গে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহ ২৮ দেবদেবী মন্দিরে সজ্জিত থাকেন। সারাবছর মন্দিরে ভক্তদের আনাগোনা থাকে।'

এই দুর্গাপুজোকে ঘিরে যে মেলা হয়, সেটি জহরামেলা নামে পরিচিত। তিনদিন মেলায় মেতে ওঠেন চা বাগান অধ্যুষিত ওই এলাকার মানুষ। এটি ব্লকের অন্যতম বড় মেলা হিসাবে পরিচিত। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা এই মেলায় আসে। মেলার চার-পাঁচদিন আগে থেকেই স্থানীয় ও দূরদূরান্ত থেকে আসা ব্যবসায়ীরা পসরা সাজাতে শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে বুনিয়াদপুর থেকে মনিহারির দোকান নিয়ে মেলায় পৌঁছে গিয়েছেন প্রদ্যুৎ প্রামাণিক। অন্যদিকে নদিয়া কৃষ্ণনগর থেকে এসেছেন আরেক ব্যবসায়ী স্বপন পাল।

মালদা থেকে শ্যাম দাস ছোটদের খেলনার দোকানের পসরা সাজাতে ব্যস্ত। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে মেলাটি ৫০ হাজার টাকায় নিলাম করা হয়েছে। এখানে দেরিতে দুর্গাপুজো করা হয় বলে মেলা কমিটি রাজ্য সরকারের দেওয়া অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়।

কথিত রয়েছে, এলাকার একসময়কার প্রভাবশালী ব্যক্তি জহরা পাল ও কুতুব পাল নাকি অষ্টমী দুর্গাপুজো আরম্ভ করেছিলেন। জহরা পালের নামানুসারে জহরামেলা নামকরণ হয়েছিল। প্রতিবছর এই মেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম হয়।

বাতাসিতে ২৮ লক্ষ্মীপুজো

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৬ অক্টোবর : থিমের লক্ষ্মীপুজো। সারা শিলিগুড়ি মহকুমায় একমাত্র বিরাটভাবে লক্ষ্মীপুজোর রীতি খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসিতে। জাঁকজমক প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা, টানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এ এক মহা উৎসব। আর তাই তো খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসি ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের কাছে এই কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো প্রাণের পুজো। দুর্গাপুজোর চেয়েও বেশি লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠেন স্থানীয়রা। তবে এবছর লাগাতার বৃষ্টি সর্বজনীন পুজো উদ্যোক্তাদের প্যান্ডেল তৈরিতে সমস্যায় ফেলেছে। সোমবার সকালের পর বৃষ্টি থামায় জোরগতিতে প্যান্ডেল তৈরির কাজ শুরু করেছেন উদ্যোক্তারা।

বাতাসি ইয়ং স্টার ক্লাবের মণ্ডপ।

বাতাসির শ্যামধনজোত, গৌরশাজোত, আন্ধারুজোত, পশ্চিম ও পূর্ব বদরাজোত এলাকায় ২৮টি সর্বজনীন লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বড় মাপের ২০টি পারিবারিক পুজো। লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর শ্যামধনজোত হাইস্কুলের মাঠে অনুষ্ঠিত হয় সান্ধ্য লক্ষ্মী সম্মিলনিমেলা এবং লক্ষ্মী প্রতিমার কার্নিভাল।

সর্বজনীন পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম শ্যামধনজোত জাতীয় যুবক সংঘ, আন্ধারুজোত যুবক সংঘ, পশ্চিম বদরাজোত ইয়াং স্টার, ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব, মিলন সংঘ, গৌরশাজোত স্পোর্টিং ক্লাব। শ্যামধনজোত জাতীয় যুবক সংঘের এবার ৫৫তম বর্ষ। বাতাসির অন্যতম বড় লক্ষ্মীপুজো এটি। সম্পাদক গৌতম রায় জানান, এবার তাদের থিম 'সচেতনতা'। গ্রামবাংলায় চিত্রের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বাতাসিতে তিনদিন ধরে লক্ষ্মীপুজো চলে। শ্যামধনজোত লক্ষ্মীমেলা কমিটির সম্পাদক সত্যবান মণ্ডল জানান, এবছর বাতাসিতে ২৮টি সর্বজনীন পুজো হচ্ছে। কার্নিভাল ও মেলার এবার ৫৪তম বর্ষ। কার্নিভালে ২০টি প্রতিমা প্রদর্শন করা হবে।

বন্ধ বোটিং

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য চালু হয়েছিল বোটিং। বর্তমানে সেই বোট ঢেকেছে আগাছায়। কথা হচ্ছে সূর্য সেন পার্কের। এই পার্কে বোটিংয়ের জন্য প্রায় লাখ টাকা খরচ করে দুটি রাজহাঁস বোট আনা হয়েছিল। পার্কের ভেতরে থাকা লেকে বোটিং চালু করা হয়েছিল। পার্কের জনপ্রিয়তা বাড়াতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। পুরনিগমের উদ্যান ও কানন বিভাগের আওতায় থাকা এই পার্কটিতে পুজোর সময় বোটিং চালু না হওয়ায় পার্কে বেড়াতে আসা পর্যটকদের মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কেন এতদিন ধরে বোটিং বন্ধ রয়েছে সেবিষয়ে প্রশ্ন করলে মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায় জানান, লেকটিতে পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যা রয়েছে। তাই বোটিং চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। পার্কে ঘুরতে এসে মানুষ যাতে বোটিংয়ের আনন্দ নিতে পারেন সেজন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বোটিং বন্ধ থাকায় বোটগুলি যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেবিষয়টি স্বীকার করেছেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'লেকটিতে পর্যাপ্ত জল ধরে রাখতে মুশকিল হচ্ছে। তবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে বোটিং চালু করা যায়।'

২০২৩ সালে পার্কে নতুন এই বোটগুলি আনা হয়েছিল। তবে গত বছর শেষের দিকে কিছু সমস্যার জন্য বোটিং কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখার পর ফের চালু করা হয়েছিল। কিন্তু চলতি বছরের শুরুর দিকে কয়েকমাস চালু থাকার পর বোটিং বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে বোটিং বন্ধ থাকায় এখন লেকটিকে দেখে বোঝা যায় না যে, সেখানে বোটিং হত। পুজোর মাসে স্কুল ছুটি থাকায় স্থানীয়দের পাশাপাশি পর্যটকরাও বিকেলের দিকে এই পার্কে ঘুরতে আসেন। কিন্তু বোটিং বন্ধ থাকার ফলে তাঁরা হতাশ হচ্ছেন।

বদলাচ্ছে পরিবেশ, হারিয়ে যাচ্ছে লক্ষ্মীপ্যাঁচারা

অনিকেত রায়

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী অর্থ ও সমৃদ্ধির দেবী হলেন লক্ষ্মী এবং তাঁর বাহন লক্ষ্মীপ্যাঁচা হল অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রজ্ঞার প্রতীক। পুজোর বাজারে সারি সারি লক্ষ্মী প্রতিমার পাশে তাদের চুপটি করে বসে থাকতে দেখা গেলেও, শিলিগুড়ি শহরে এখন আর রক্তমাংসের লক্ষ্মীপ্যাঁচাদের দেখা মেলে না বললেই চলে। ইংরেজিতে যাদের বলা হয় বার্ন আউল।

কিছু পুরনিগম এবং স্বায়ত্তশাসিত এলাকায় পশু শুমারি সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডার বা পিপলস বায়োডাইভারসিটি রেজিস্টার থাকলেও, শিলিগুড়ি পুরনিগম বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য সেরকম কোনও তথ্যভাণ্ডার পুরনিগমের কাছে নেই। এনিয়ে গবেষণাও বেশ কমই। তাই শেষ কয়েক বছরে শহরে লক্ষ্মীপ্যাঁচাদের উপস্থিতির কথা জানার জন্য প্রবীণ পশুপ্রেমীদের জবানবন্দিই একমাত্র ভরসা।

শহরের প্রবীণ বাসিন্দা ও হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বহুদিন ধরে প্যাঁচা উদ্ধার ও তাদের পুনর্বাসনের সঙ্গে যুক্ত।

তিনি বলেন, 'লক্ষ্মীপ্যাঁচা কখনোই বনে থাকত না। চিরকাল মানুষের সঙ্গেই ওদের বাস। তাই বাড়ির আশপাশে হামেশাই প্যাঁচাদের দেখা যেত। কিন্তু শেষ দশকে এমন মাত্রায় অপরিকল্পিত নগরায়ণ হয়েছে যে, এখন ওদের প্রায় দেখাই যায় না।'

তাঁর সঙ্গে একমত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলজি বিভাগের গবেষক অভিরূপ সাহাও। অভিরূপ পশুপাখি পর্যবেক্ষণ করতে, ছবি তুলতে এবং তাদের ব্যাপারে জানতে ভালোবাসেন। তিনি লক্ষ করেছেন, শহরতলি এলাকায় স্পটেড আউল বা খুঁড়ুলে প্যাঁচার মতো প্যাঁচার অন্যান্য প্রজাতি দেখা গেলেও, শেষ কয়েক বছরে শহরে লক্ষ্মীপ্যাঁচার সংখ্যা ব্যাপক হারে কমেছে।

এখনকার নাগরিক জীবন রাতেও সমান সক্রিয়, পথঘাট আলোয় আলো হয়ে থাকে, যার জেরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে পড়ছে এই নিশাচররা। অলক্ষ্যেই ভেঙে পড়ছে পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্যও। বিড়ালের মতোই প্যাঁচার অন্যতম খাদ্য ইঁদুর।

ইঁদুর নিয়ে শহরবাসীর নাজেহাল অবস্থার দিকে তাকালেই সেকথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্যাঁচারা যে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

অস্তিত্ব সংকটে

> লক্ষ্মীপ্যাঁচা কখনোই বনে থাকত না। চিরকাল মানুষের সঙ্গেই ওদের বাস। তাই বাড়ির আশপাশে হামেশাই প্যাঁচাদের দেখা যেত। কিন্তু শেষ দশকে এমন মাত্রায় অপরিকল্পিত নগরায়ণ হয়েছে যে, এখন ওদের প্রায় দেখাই যায় না।

অনিমেষ বসু কোঅর্ডিনেটর, হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন

আমাইদিঘিতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : ফুলবাড়ির আমাইদিঘি এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক সিটি অটোচালকের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃত রাকেশ অধিকারী চ্যাংরাবান্ধার বাসিন্দা। এদিন তিনি ফুলবাড়িতে সিটি অটো চালানোর জন্য এসেছিলেন। কিন্তু অটোটি চালু না হওয়ায় তিনি টোটোতে করে আমাইদিঘিতে গাড়ির ব্যাটারি আনতে যান। সেই সময় একটি সবজিবোঝাই ট্রাক টোটোতে ধাক্কা মারলে ওই ব্যক্তি ছিটকে পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই রাকেশের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় এনজেপি থানার পুলিশ। এরপর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দগদগে ক্ষতচিহ্ন

'ট্রিপল টি'র মধ্যে ট্যুরিজম বা পর্যটনক্ষেত্র উত্তরবঙ্গে বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি করে। স্থানীয় অর্থনীতি মজবুত হয়। করোনা, লোনাক লেক বিপর্যয়, পহলগাম কাণ্ডের ধাক্কায় ক্ষেত্রটি দুর্বল হয়েছিল আগেই। মরশুমে এমন দুর্যোগের ক্ষতচিহ্ন সারিয়ে ওঠা সত্যিই কঠিন হবে।

ধ্বংসাবশেষ।। জলপাইগুড়ির আমগুড়ি ও (নীচে) দুধিয়ার কাছে তোলা ছবি। - শুভদীপ শর্মা ও পিটিআই

জঙ্গল সাফারি বন্ধ। জয়ন্তী নদীতেই ঘুরছেন পর্যটকরা। সোমবার।

পর্যটকদের অপেক্ষায় ডুয়ার্স

অভিজিৎ ঘোষ ও নীহাররঞ্জন ঘোষ

আলিপুরদুয়ার ও মাদারিহাট, ৬ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রভাব পড়ছে পর্যটনশিল্পেও। পাহাড়ে যখন পর্যটকরা যেতে পারছেন না তখন আশার আলো দেখছিল ডুয়ার্সের পর্যটন। তবে জঙ্গল সাফারি বন্ধ থাকায় সেই পর্যটন বাধা পাচ্ছে। তবুও পর্যটকরা আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্রে আসবে বলে আশা করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। অবশ্য বিভিন্ন লজ, হোমস্টের বুকিং বাতিল কিছুটা চিন্তা বাড়িয়েছে। আরও চিন্তা বাড়িয়েছে জঙ্গল সাফারি নিয়ে বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার সুনির্দিষ্ট উত্তর না দেওয়া।

সোমবার মাদারিহাট পরিদর্শনে এসে বনমন্ত্রী বললেন, 'আমরা আগে গোটা বিষয় সমীক্ষা করব। এরপর সমীক্ষার রিপোর্ট পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেব, কবে থেকে আবার পর্যটকদের জন্য কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইড চালু করা হবে।' হলং নদীর কাঠের সেতুকে কংক্রিটের করা প্রসঙ্গে বনমন্ত্রী জানালেন, সম্পূর্ণটাই নির্ভর করছে সমীক্ষার রিপোর্ট পাওয়ার পর।

বিকেলে বনমন্ত্রী মাদারিহাট এসেই চলে যান হলং নদীর উড়ে যাওয়া কাঠের সেতু দেখতে। সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপাল দেবল রায়, উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল জেভি ভাস্কর, জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা প্রমুখ।

সাফারি বন্ধ থাকায় পর্যটন ব্যবসা অনেকটাই ক্ষতি হবে বলে জানাচ্ছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। বিশেষ করে পর্যটনের ভরা মরশুমে। এদিন আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মানব বক্সী বলছেন, 'এখন সব জায়গায় প্রচুর পর্যটকের বুকিং ছিল। তবে সাফারি বন্ধ থাকায় সেটা বাধা পাচ্ছে। সাফারি কোনওভাবে চালু হলে পর্যটন বাঁচবে।'

আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল দার্জিলিং, সিকিমের বদলে ডুয়ার্স ঘোরার বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছেন অনেক পর্যটক। যাঁদের পাহাড়ে বুকিং ছিল তাঁরা ডুয়ার্স ঘুরতে আসতে চাইছেন। তবে সেক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সাফারি বন্ধ। কেননা ডুয়ার্সের অন্যতম আকর্ষণ হল জঙ্গলে কার ও হাতি সাফারি। এদিন যেমন জয়ন্তীতে ঘুরতে আসা আরামবাগের জয়দেব বিশ্বাস বলেন, 'তিনদিনের জন্য ঘুরতে এসেছিলাম। তবে সাফারি না থাকায় দু'দিন থেকেই চলে যাব আগামীকাল।' বিভিন্ন লজ, হোমস্টের মালিকরা জানাচ্ছেন, তাঁদের কাছে ফোন করে বর্তমান পরিস্থিতি জানতে চাওয়া হচ্ছে।

সোমবার যেমন মুখ্যমন্ত্রী আসবেন বলে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের সামনে ভাঙা ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন মাদারিহাটের কয়েকজন পর্যটন ব্যবসায়ী। ধারণা ছিল মুখ্যমন্ত্রী হয়তো ওই এলাকা পরিদর্শনে আসবেন। জলদাপাড়া লজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জহরলাল সাহা বললেন, 'যতদিন পর্যন্ত না সেতু মেরামত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত মাদারিহাট যুব আবাস বা কর্মতীর্থে অস্থায়ীভাবে কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইডের টিকিট বুকিংয়ের কাউন্টার খোলা হলে ভালো হয়।' একই বক্তব্য ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহারও।

সাধ পূরণ হল না পাহাড়ে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : ঘরির কাঁটা দেড়টা ছুঁয়েছে। বাসে চেপে সমতলে নেমে এসেছেন মহম্মদ নাসিরুদ্দিন। মালদার বাসিন্দা পরিবার নিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলেন সিকিমে। সাত ঘণ্টার লম্বা যাত্রা শেষে সমতলে পৌঁছানোর পর নাসিরুদ্দিনের অভিজ্ঞতা, 'বাস খুব ধীরে ধীরে চলছিল। রাস্তার অনেক জায়গায় যানজটও ছিল। তাই সমতলে ফিরতে সময় লেগে গেল।'

এবারে কি তাহলে বাড়ি? চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও নাসিরুদ্দিন ও তাঁর পরিবারের পরবর্তী প্ল্যানিং, 'এখনও দু'দিন হাতে সময় রয়েছে। তাই আমরা দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষে ডুয়ার্সে চলে যাওয়ার প্ল্যান করেছি। ট্যুর এজেন্সির সঙ্গে ওভাবে আমাদের কথাও হয়ে গিয়েছে।'

জংশনের ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের সামনে মোবাইল অ্যাপ থেকে আসানসোলের বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য টিকিট বুকিং করছিলেন মহিমা দাস। দশ বছরের ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন দার্জিলিং ট্যুরে। বলছিলেন, 'বাড়ির লোক ফোন করে যাচ্ছে। টাইগার হিল সহ আরও কয়েকটি ট্যুরিস্ট স্পট ঘোরার ইচ্ছে ছিল। একাদশীর সকালে দার্জিলিংয়ে গিয়েছিলাম। এবারে কিছুই হল না।'

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জংশন এলাকার বাস টিকিট বুকিং কাউন্টার, খাবারের হোটেল ভরে গিয়েছিল পাহাড় থেকে নামা পর্যটকে। দীর্ঘ যাত্রা শেষে শহরে নামার পর ক্লান্তির মাঝেই কেউ ট্যুর প্ল্যানিং পরিবর্তন করে চলে গেলেন ডুয়ার্সে। কেউ মনমরা হয়ে ফিরলেন নিজেদের শহরে।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দার্জিলিংয়ে ঘুরতে এসে এভাবে ফিরে যেতে হবে, ভেবে উঠতে পারছিলেন না সপ্তমীর দিন দিলারামের একটি হোমস্টেতে ওঠা অরিন্দম দাস। বলছিলেন, 'প্রকৃতির এমন ভয়াল রূপ দেখব, ভাবতেও পারিনি। হঠাৎই রবিবারের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হঠাৎ করে স্তব্ধ হয়ে গেল। হোমস্টের মালিকের সহযোগিতায় এদিন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। ফিরতে অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। কিন্তু হোমস্টেতে আর একটা দিন থাকা হল না। একেবারে লক্ষ্মীপুজো অবধি হোমস্টে বুক করেছিলাম।'

এদিন দার্জিলিং রুটে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের রুটে বাস না গেলেও দার্জিলিং থেকে চারটে ভিড়ে ঠাসা বাস দুপুরের মধ্যে চলে এসেছিলেন। দুপুরের আকাশটা পরিষ্কার থাকায় ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি যাওয়ার চিন্তাভাবনা করছিলেন বন্ধুর সঙ্গে আসা বেহালার বাসিন্দা সতীশ দাস।

তিনি বলছিলেন, 'এখন বাড়ি ফিরতে গেলে প্রচণ্ড হাইরেট দিয়ে ফিরতে হবে। ট্রেনের টিকিট শুক্রবার বুক করা রয়েছে। দু'দিনেই দার্জিলিং ট্যুর শেষ হয়ে যাবে, কে জানবে। এখনও তিনদিন হাতে। তাই ডুয়ার্সের গাড়ি বুকিং করছি। পর্যটকদের একটা অংশের মনোভাব বুঝতে পেরে, এদিন জংশন এলাকার গাড়িচালকরাও ডুয়ার্সে যাওয়ার ভাড়া আড়াই হাজার টাকা থেকে তিন হাজার টাকা মধ্যে করে দিয়েছিল। সিকিম ঘুরে এসএনটি টার্মিনাসে নামার পর দুর্গাপুরের বাসিন্দা ইন্দ্র দে বললেন, 'রবিবার সিকিমে সবকিছু স্বাভাবিকই ছিল। ফেরার সময় বুঝলাম, কতটা ক্ষতি হয়ে গিয়েছে।'

শিলিগুড়ি জংশনের বাইরে হোটেলের খোঁজ। সোমবার।

সাক্ষাৎ মৃত্যুকে সামনে দেখলাম

শাইনুল মহম্মদ

(চ্যাংরাবান্ধার ট্রাকচালক)

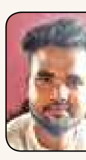

ছয় বছর ধরে ট্রাক চালাচ্ছি। কিন্তু এরকম বীভৎস অভিজ্ঞতা হয়নি। চোখের সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখলাম। এতটা ভয়ংকর হতে পারে তোর্ষা!

আমার বাড়ি চ্যাংরাবান্ধা রেলস্টেশন সংলগ্ন ভোটবাড়ির সর্দারপাড়ায়। ভুটানের এক কোম্পানির পাথর নিয়েই বরাবর বাংলাদেশে যাই আমি। সেইমতো শনিবার ভোর ৫টায় ভুটানে পৌঁছে যাই পাথর আনতে। তখনও তোর্ষা ছিল স্বাভাবিক। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছিল। নদীবক্ষে থাকা কোম্পানির লোডিং পয়েন্টেই ছিলাম ট্রাক নিয়ে। সকাল ৬টা নাগাদ জলস্তর বাড়তে শুরু করে। বিপদ বুঝে ট্রাকের উপর উঠে পড়ি। কিন্তু জলস্তর আরও বাড়তে দেখে বুঝলাম, সেখানে থেকেও লাভ হবে না। দিলাম জলে ঝাঁপ। লোডিং পয়েন্টের ধার ঘেঁষে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক জায়গায় আসার পর দেখি জলস্তর গাড়ির মাথা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। বৃষ্টিও শুরু হয়ে গিয়েছে।

ভেজা মোবাইল থেকে বাড়িতে কোনওরকমে ফোন করি। পরিবারের লোকের সঙ্গে কথা বলার মাঝেই বন্ধ হয়ে যায় ফোন। পাশেই কোম্পানির গার্ড ছিলেন। দুজনে মিলে ফের জলে লাফিয়ে পড়ি। কোনওরকমে একটা ছোট্ট বেডমিশালির ঢিবিতে উঠি। দেখলাম আমার ট্রাকটা প্রবল জলোচ্ছ্বাসে খেলনা গাড়ির মতো ভেসে গেল। দেখলাম আরেকটি বড় লোডিং পয়েন্টে দুজন রয়েছেন। আমরা ছিলাম ছোট পয়েন্টে। এদিকে, চারদিক থেকে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তোর্ষার জল প্রবল গতিতে বইছে। সেইসঙ্গে ঠান্ডা হওয়ার দাপট, সঙ্গে বৃষ্টি তো আছেই। কিছুক্ষণ পর দেখলাম বড় লোডিং পয়েন্ট থেকে দুজন জলে লাফিয়ে পড়লেন, আর পলকের মধ্যেই বড় লোডিং পয়েন্টটা ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেল। অনেক পরে তাঁদের একজন কোনওক্রমে ভাসতে ভাসতে আমাদের লোডিং পয়েন্টের কাছে চলে এলেন। হাত বাড়িয়ে তাঁকে তুললাম আমরা। অপরজনের কথা বলতেই তিনি বললেন, উনি ভেসে গিয়েছেন।

দুপুর ১টার দিকে হেলিকপ্টারকে চক্কর কাটতে দেখলাম। আমরা হাত নাড়াতে শুরু করলাম তিনজন মিলে। হেলিকপ্টার আমাদের দিকে নামতে শুরু করল। তারপর ভারতীয় সেনারা আমাদের তিনজনকেই তুলে নিলেন। হেলিকপ্টার আমাদের নিয়ে কুম্বাতে তাদের হেলিপ্যাডে পৌঁছাল। ওখানে জানতে পারলাম বড় লোডিং পয়েন্টের যে লোকটি ভেসে গিয়েছিলেন, তাঁকেও তাঁরা উদ্ধার করেছেন। সেনার অ্যাম্বুল্যান্সে আমাদের তিনজনকে ফুন্টশোলিং হাসপাতালে পাঠানো হল। রবিবার রাতে ফিরলাম বাড়ি। আমার যে ট্রাকটা ভেসে গেল, সরকার যদি এর ক্ষতিপূরণ দেয়, তাহলে ভালো হয়।

অনুলিখন-শতাব্দী সাহা

দুর্যোগে ঝোপ বুঝে ভাড়ার কোপ

বাগডোগরা-কলকাতা ১৬ হাজার

রাহুল মজুমদার ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : এই মুহূর্তে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি ব্যাংকক যেতে হলে যে ভাড়া গুনতে হবে, তার থেকেও বেশি টাকা লাগবে কলকাতা যাওয়ার টিকিট কাটতে! সাধারণ সময়ে মোটামুটি চার থেকে পাঁচ হাজার টাকায় কলকাতা পৌঁছানো যায়। সোমবার সেই ভাড়া ছিল ১৫ থেকে ১৬ হাজার টাকা। আর বাগডোগরা থেকে দিল্লি বা অন্য কোনও রাজ্য ঘুরে কলকাতা যাওয়ার বিমানের ভাড়া এদিন ছিল প্রায় ৩৯ হাজার টাকা।

উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের জেরে সফর কাটছাঁট করে বাড়ি ফিরতে চাইছেন পর্যটকরা। বিপর্যস্ত এলাকা থেকে দ্রুত বাড়ি ফিরতে ট্রেন-বিমানের ওপরই ভরসা করছেন অনেকে। আর মওকা বুঝে ভাড়া বেড়ে গিয়েছে কয়েকগুণ। শুধু বিমান ভাড়া নয়, বাসের ভাড়াও বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। যে এসি ভলভো বাসের ভাড়া ১৫০০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে সেখানে সোমবার তা বেড়ে হয়েছে ৩০০০ টাকা। উত্তরবঙ্গে আসার আগেই মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিয়েছিলেন, কোনওভাবেই বাড়তি ভাড়া নেওয়া যাবে না। এর পরেও কেন বাসের ভাড়ায় লাগাম টানা যাচ্ছে না? বিমানের ভাড়া কমাতে কেন্দ্র সরকারই বা কেন পদক্ষেপ করছে না? এব্যাপারে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'আমরা সাড়ে চারশো টাকায় সরকারি বাসে কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। বেসরকারি বাসে কী ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, আমার জানা নেই। আর বিমানের ভাড়া নিয়ন্ত্রণ তো আমাদের হাতে নেই। তা সত্ত্বেও আমরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।' অন্যদিকে, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টকে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘেঁটে দেখা গেল, সোমবারের মতো মঙ্গলবারও বিমানের ভাড়া চড়া। বাগডোগরা থেকে সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে যে উড়ান রয়েছে, তাতে ভাড়া প্রায় ১৮,৫০০ টাকা। অন্যদিকে, দুপুর এবং বিকেলের বাগডোগরা থেকে কলকাতা যাওয়ার সমস্ত বিমান ভাড়াই ১১ হাজার টাকার বেশি।

অন্যদিকে, সোমবার সকাল থেকেই পাহাড় থেকে যাত্রীরা একে একে নামতে শুরু করেন। তারপরই ভিড় বাড়তে শুরু করে বিভিন্ন বাসের টিকিট বুকিং কাউন্টারগুলির সামনে। ভাড়ার অঙ্কও বাড়তে থাকে। বিমানের ভাড়া বেশি, এদিকে ট্রেন কম, বাধ্য হয়ে বাড়তি ভাড়া দিয়েই কলকাতা যাওয়ার জন্য বাসের টিকিট কাটলেন অনীশ রায়, বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের মতো অনেকেই।

বাস পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের কথায়, নন এসি বাসের টিকিটের দাম ৮০০ টাকার মধ্যে থাকে। সেই বাসের টিকিটের দামও হাজার টাকা ছুঁয়েছে। এত ভাড়া বাড়ার কারণ কী? তার যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর অবশ্য কেউ দিতে পারেননি। শিলিগুড়ি বাস ওনার্স বুকিং এজেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি সন্তোষ সাহার কথায়, 'আড়াই হাজার টাকা থেকে তিন হাজার টাকা তো মোটামুটি সাধ্যের মধ্যেই রয়েছে।'

অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে খবর, এদিন এসি ও নন এসি মিলিয়ে ৬০টি বেসরকারি বাস কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। প্রতিটি বাসের প্রতিটি সিটই ছিল ভর্তি। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম থেকে সোমবার রাত পর্যন্ত পাঁচটি বাস ছাড়া হয়েছে। নিগমের ডিভিশনাল ম্যানেজার সৌভিক দে বলেন, 'এদিন ২৫০ জন যাত্রীকে গন্তব্যে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। আরও ছয়টি বাস আমরা হাতের কাছে রেখেছি।'

লুপ পুলের রাস্তায় গাড়ির সারি

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ৬ অক্টোবর : পুজোর ছুটি কাটাতে বহু পর্যটকই পাড়ি দিয়েছিলেন দার্জিলিং, কালিম্পং, সিকিমে। ইচ্ছে ছিল পাহাড়ে ক'টা দিন কাটানোর। কিন্তু শনিবার রাত থেকে শুরু হওয়া প্রবল বৃষ্টি হিসেব উলটে দিয়েছে। পাহাড়ে গিয়ে সপরিবার আটকে পড়েছেন অনেকেই। দুর্যোগের প্রহর কাটিয়ে সোমবার পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হতেই দলে দলে সমতলে নেমে আসতে শুরু করেছেন পর্যটকেরা। অতিভারী বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে পড়েছে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের বিস্তীর্ণ অংশ। বিপর্যয়ের কবলে পড়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। আপাতত লাভা-গরুবাথান রুটে গাড়ি চললেও ফের প্রবল বৃষ্টি হলে সেই পথের অবস্থা কেমন থাকে, সেকথা ভেবে ট্যুর বাতিল করে সিকিম থেকেও চলে আসছেন পর্যটকরা।

এদিন সকাল থেকে লুপ পুল ও গরুবাথানের রাস্তায় দেখা গিয়েছে গাড়ির লাইন। পর্যটকদের পাহাড় ছাড়ার হিড়িকে বেড়েছে ভাড়া। অভিযোগ, চালকরা অস্বাভাবিক ভাড়া হাঁকছেন। যদিও তাঁদের যুক্তি, ১০ নম্বর সড়কের অবস্থা ভয়ংকর। ওই রুটে গাড়ি চালানো প্রায় অসম্ভব। অনেকটা ঘুরে কালিম্পং, লোলেগাঁও, বরবট, নিমবং, চুইখিম, বাগ্রাকোট হয়ে অথবা কালিম্পং, লাভা, কুয়াপানি, ডেরাগাও, গরুবাথান হয়ে সমতলে নামতে হচ্ছে গাড়ি নিয়ে।

এই পথ ধরে কালিম্পং, লোলেগাঁও হয়ে সমতলে নামছেন পর্যটকরা।

যার ফলে বেড়েছে তেল খরচ। সেই সূত্রে বেড়েছে ভাড়াও।

দীর্ঘদিন পাহাড়ে পর্যটক নিয়ে যাতায়াত করছেন সুনতালে বস্তির গাড়িচালক রমেশ ছেত্রী। এদিন তিনি বললেন, 'পাহাড় থেকে সমতলে ফেরার গাড়ি এদিন বেশি দেখা গিয়েছে লাভা-গরুবাথান রুটে। সিকিম থেকে অনেকটা ঘুরে আসতে হচ্ছে বলে গাড়িভাড়া বাবদ একটু বেশিই খরচ হচ্ছে পর্যটকদের।'

অন্যদিকে, পর্যটকরা জানালেন, গ্যাংটক-শিলিগুড়ি রুটে ৮ জনের বসার উপযুক্ত গাড়ির ভাড়া সাধারণত ৬৫০০-৭০০০ টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু এদিন ৮০০০-৯০০০ হাজার টাকা ভাড়া গুনতে হয়েছে। শেয়ার গাড়িতেও মাথাপিছু ভাড়া ৬০০-৭০০ টাকার পরিবর্তে ৯০০-১০০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে।

গাড়িচালক বাবলু ওরাওঁয়ের সাফাই, '১০ নম্বর সড়কের অবস্থা এতটাই ভয়ংকর যে ওই রুটে গাড়ি চালানো প্রায় অসম্ভব। এ কারণে বিকল্প পথে পর্যটকদের নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।' চুইখিমের এক হোমস্টে-র পরিচালক হোম খাওয়াস বলেছেন, 'সোমবার সকাল থেকে বহু পর্যটকবোঝাই গাড়ি লুপ পুল হয়ে বাগ্রাকোটে নেমেছে। রাস্তার হাল মাঝে কয়েকটি জায়গায় খারাপ। তবে যাতায়াত চলছে।'

দমদমের বাসিন্দা গৌতম চৌধুরী পরিবার নিয়ে গত শনিবার পাহাড়ে উঠেছিলেন। ইচ্ছেগাঁওতে এক রাত কাটিয়ে পরদিন সিকিম যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় দুর্যোগের ছবি দেখে আর সিকিম যাওয়ার সাহস পাননি গৌতম। ফিরেছেন শিলিগুড়িতে। তাঁর আক্ষেপ, 'গাড়িচালকরা যার কাছে যেমন পারছেন, ভাড়া নিচ্ছেন। প্রশাসনের এদিকেও নজর দেওয়া উচিত।'

বিপর্যয়ে বন্যপ্রাণের মৃত্যুমিছিল

নিউজ ব্যুরো

৬ অক্টোবর : সোমবারও বিপর্যয়ের ছাপ দেখা গেল লাটাগুড়ির প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে। একের পর এক বন্যপ্রাণীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসা হচ্ছে সেখানে। একের পর এক বুনো শুয়োর, হরিণ, বাইসনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এদিকে, জঙ্গলে ফেরার পথ খুঁজে না পেয়ে এখনও লোকালয়ে ঘুরছে বন্যপ্রাণীরা। সোমবার যেমন ময়নাগুড়িতে দাপিয়ে বেড়ায় একটি বাইসন। সেইসঙ্গে অসংখ্য হরিণ উদ্ধার করা হয়েছে।

গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানিয়েছেন, লোকালয়ের ঝোপঝাড়ে এখনও বেশ কিছু বন্যপ্রাণী থাকতে পারে। তবে এলাকায় কোনও হিংস্র প্রাণী নেই।

সোমবার পর্যন্ত জলঢাকা নদী থেকে একটি গন্ডার, দুটি বাইসন, একটি শুয়োর এবং দুটো হরিণের দেহ উদ্ধার হয়েছে। রবিবার আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পুকুরে যে গন্ডারটি পড়ে গিয়েছিল, বনকর্মীরা সেটিকে রাতেই জঙ্গলে ফিরিয়ে দেন। তবে সোমবার সকালে চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙ্গারহাট এলাকায় লোকালয়ের মধ্যে প্রবেশ করে একটি বাইসন। বাইসনটি ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে তাণ্ডব চালায়। যার জেরে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। বাইসনটিকে বাগে আনতে বনকর্মীরা নাজেহাল হন। বিকেলে বাইসনটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করা হয়।

এছাড়া চূড়াভাণ্ডারের ভাঙ্গারহাট থেকে একটি হরিণ উদ্ধার করা হয়। পানবাড়ি এলাকা থেকেও একটি হরিণ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া বেশ কিছু হরিণকে এলাকায় ঘুরতে দেখা গিয়েছে, বলছেন স্থানীয়রা।

বন দপ্তরের এক কর্তা জানালেন, যে সমস্ত বন্যপ্রাণী নদীতে ভেসে গিয়েছে, তাদের একাংশ উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও জঙ্গলের বহু ছোট বন্যপ্রাণী নদীতে ভেসে গিয়েছে যাদের হিসেব পর্যন্ত নেই। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জঙ্গলের বন্যপ্রাণীদের কতটা যে ক্ষতি হয়েছে তার সঠিক হিসেব পাওয়া প্রায় অসম্ভব। যে সমস্ত বুনোর দেহ উদ্ধার হয়েছে, তার মধ্যে হরিণ ও শুয়োরের দেহ ময়নাতদন্তের জন্য লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে আনা হয়েছিল। বাকিগুলির দেহ জঙ্গলেই ময়নাতদন্ত করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের এক বনকর্মীর কথায়, একসঙ্গে এতগুলি বন্যপ্রাণীর দেহ আগে কোনওদিন লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে আনা হয়নি।

এছাড়া, তোর্ষার জলে ভেসে সোমবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের দ্বিতীয় খণ্ড শালমারায় চলে আসে একটি গন্ডার। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে পুলিশ ও বন দপ্তরকে খবর দেন। বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলেও সেই প্রাণীর খোঁজ মেলেনি। গন্ডারের খোঁজে শেষ পর্যন্ত জলদাপাড়া থেকে দুটি কুনকি আনতে হয় বন দপ্তরকে। পরে ঘটনাস্থলে আসেন ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়, এডিএফও বিজনকুমার নাথ, ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ সহ অন্য বনকর্মীরা। বন দপ্তর সূত্রে খবর, সন্ধ্যা পর্যন্ত গন্ডারের খোঁজ পাওয়া যায়নি। স্থানীয়দের সতর্ক করা হয়েছে। পরে ডিএফও বলেন, 'তোর্ষা চরে গন্ডার বেরিয়েছে বলে খবর মিলেছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন বনকর্মীরা।'

তথ্য : শুভদীপ শর্মা, অভিরূপ দে ও জাকির হোসেন

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৩৭ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২০ আশ্বিন ১৪৩২

অসহনশীলতার দুই দিক

সহনশীলতা তলানিতে। প্রকৃতিতে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেও। মাত্রাতিরিক্ত বর্ষণ হয়েছে পাহাড়ে। যার মাটি ভঙ্গুর। যে মাটি বড়জোর ২৪ ঘণ্টায় ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টি সইতে পারে। সেখানে মাত্র ৫ ঘণ্টায় গড় বৃষ্টি ২৬১ মিমি। সহনশীলতার বাঁধ ভেঙে গিয়েছে যেজন্য। হুড়মুড়িয়ে ধস নেমেছে পাহাড়ে। ওই বৃষ্টি যে জলধারা তৈরি করেছিল, তা বহন করার ক্ষমতাও আর নেই পাহাড়ি নদী ও ঝোরাগুলির।

ফলে ধসে চাপা পড়েছেন মানুষ। ভেঙে গিয়েছে বাড়িঘর। জলের তীব্র স্রোত চলার পথে সেতু ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আশপাশের বাড়ি, নির্মাণ টেনে নামিয়েছে নদীগর্ভে। সহ্যক্ষমতার অতিরিক্ত ভার চাপানোর খেসারত দিয়েছে প্রকৃতি। মানুষের অসচেতনতা উত্তরবঙ্গের পাহাড়ে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। মনে করিয়ে দিয়েছে, উত্তরাখণ্ড, হিমাচলপ্রদেশের মতো দুর্যোগ বাংলার এই পাহাড়ি অঞ্চলের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলছে। আগেও একবার সিকিমের লোনাক হ্রদের বিস্ফোরণ এরকম পরিণতির আভাস দিয়ে রেখেছিল।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধও ক্রমশ সহনশীলতা হারাচ্ছে। প্রকৃতির ধ্বংসলীলার পর সেই অসহনীয়তাও ডানা মেলল উত্তরবঙ্গে। বিরোধী শিবিরের দুই জনপ্রতিনিধিকে চরম হেনস্তা করা হল ডুয়ার্সে। একজন সাংসদ, অন্যজন বিধায়ক। দুজনই বিজেপির। দুজনই উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। পাথর ছুড়ে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত করা হল উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মুকে। টানাহ্যাঁচড়া থেকে শুরু করে নানাভাবে হেনস্তার শিকার হলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। মৃত্যুমুখ থেকে ফিরেছেন তাঁরা।

অপরাধ? দুর্যোগে বিধ্বস্ত এলাকা দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন। গণতন্ত্রে বিরোধী দলের সেই অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু নাগরাকাটার কাছে একদল লোক সেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে পদদলিত করলেন। হাতে কোনও পতাকা না থাকলেও স্লোগানে স্পষ্ট তাঁরা শাসক শিবিরের অনুগামী। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এই ধরনের ঘটনা এড়ানোর বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে স্পষ্ট, ওই হামলা পূর্বপরিকল্পিত এবং তাতে স্থানীয় নেতৃত্বের অনুমোদন ছিল।

প্রকৃতির মতো গণতান্ত্রিক পরিবেশের ওপর ভারী বোঝা নামিয়ে দেওয়ার ফল পাওয়া গেল হাতেনাতে। সহনশীলতার মাপকাঠি অগ্রাহ্য করার পরিণাম উভয় ক্ষেত্রেই ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা স্পষ্ট। এই বিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাহাড়ের মিরিক এলাকা। সৌন্দর্যায়ন, নগরায়ণ ও উন্নয়নের নামে যেখানে গত পাঁচ বছরে পাহাড়ি ঢাল কেটে, বৃক্ষনিধন করে বেআইনি নির্মাণের ঢল দেখা গিয়েছে। যে গাছ পাহাড়ের মাটিকে ধারণ করে রাখে, নির্বিচারে তাকে ধ্বংস করা হয়েছে।

ফলে সহনশীলতার অতিরিক্ত ভারী বর্ষণে নেমে আসা জল ধারণ করার মতো গাছ আর ছিল না। সেই বাড়তি জলধারায় মাটি আলগা করে বিপদ ডেকে এনেছিল পাহাড়ে। যে জল ধারণ ও বহন করার ক্ষমতা নদীগুলিরও আর নেই। যা নদীর ওপর বেআইনি নির্মাণ, জলাধার, বাঁধ নির্মাণের পরিণতি। ফলে জলস্ফীতি ঘটে নদীগুলিতে। সেই তীব্র জলধারা কোথাও ভাসিয়ে দিয়েছে সেতু, কোথাও টেনে নদীগর্ভে টেনে নামিয়েছে দু'পাড়ের বাড়িঘর, আবাদ ইত্যাদিকে।

বিজেপির দুই জনপ্রতিনিধির ওপর আক্রমণ তেমনই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করে দিল। একইদিনে উত্তরবঙ্গে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ২৮টি প্রাণ নষ্ট হওয়ার পরেও যাঁর বিরুদ্ধে কলকাতায় জাঁকজমক করে কার্নিভাল পালন করার অভিযোগ উঠেছে। এরপর সেজন্য যদি ক্ষোভ আছড়ে পড়ে, তবে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বা সৌজন্যও যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রে এই অসহনশীলতা তৈরি হলে তা ক্রমশ একনায়কতন্ত্রের দিকে যায়।

এজন্য শুধু তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। বিজেপি শাসিত রাজ্যে একইভাবে অন্য বিরোধীরা শাসকের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। একই ছবি 'ইন্ডিয়া' জোটের ডিএমকে'র শাসনাধীন তামিলনাড়ু ও বাম শাসক কেরলে। সার্বিকভাবে অগণতন্ত্রের পথে হাঁটছে প্রায় সব দলগুলি। শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের অন্ধ বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ধারণাটিকে গলা টিপে মারা হচ্ছে।

অমৃতধারা

'এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলির বেগ এবং কাম ক্রোধের বেগ সহন করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।' এইজন্য এটা বলার তাৎপর্য হচ্ছে প্রকৃত সুখ অন্বেষণকারী ব্যক্তিকে জড়েন্দ্রিয়জাত সুখের পিছনে ধাবিত না হয়ে আত্মানুভূতি লাভ মার্গে মনোনিবেশ করে প্রকৃত চিন্ময় সুখ বা আনন্দ লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করেছেন। আমরা জানি যে, আমাদের শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির ছ'টা বেগ আছে। বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, মনের বেগ, উদরের বেগ, জননেন্দ্রিয়ের বেগ এবং জিহ্বার বেগ- এই ছ'প্রকার বেগ আছে। এইসব বেগ ভগবৎ সেবার মাধ্যমে দমন করতে হবে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

এই ধ্বংস উপত্যকাই আমার দেশ

উৎসবের রেশ ফুরোতেই উত্তরে ভ্রূকুটির ছায়া। প্রকৃতি নিচ্ছে আমাদের অগুনতি ভুলের প্রতিশোধ।

শুভময় সরকার

কে যেন সেই বলেছিলেন, 'দুর্যোগের স্মৃতি ম্লান হয়ে যায়, তাই দুর্যোগের প্রস্তুতি কঠিন হয়।' শারদোৎসবের রঙিন দিনগুলো পেরোতে না পেরোতেই স্মৃতি উসকে দিল দু'বছর আগের এক দশমীর সন্ধে-রাত। স্মৃতিযাপনের প্রসঙ্গ এলেই আমরা অনিবার্যভাবে আবেগের সেই চিরন্তন উচ্চারণে চলে যাই- 'স্মৃতি সততই সুখের'...! তবে প্রশ্নটা এখানেই, আদৌ কি স্মৃতি সর্বদাই বড় সুখের। এই উত্তরেই মালবাজারে প্রতিমা নিরঞ্জনের সেই ভয়াবহ স্মৃতি কি সুখের? আর দশটা ঘটনার মতো সে ঘটনাও তো আমাদের বিস্মৃতিপ্রবণ মন থেকে আস্তে আস্তে 'ডিলিট' হয়ে যাচ্ছিল। সোশ্যাল মিডিয়া ইমোজির সুনামিতে ভেসে গিয়েছিল সেদিন। স্মৃতির হ্যাংওভারও রইল কিছুদিন। কিন্তু চাক্কা জ্যাম হয়ে যাচ্ছিল মুঠোফোনের, সুতরাং চালাও পানসি বেলঘরিয়া, পুরোনো জঞ্জাল ধুয়েমুছে সাফ, 'অল ডিলিটেড'...! হ্যাঁ, আমাদের এই ডিজিটাল ছায়াযাপনে কায়াহীনতাই বড় সমস্যা। শরীরী নয়, সবই ভার্চুয়াল। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় থিতু হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আপাতত 'শান্তি কল্যাণ' হয়ে থাকছে সব। ফলত যা হবার সেটাই হচ্ছে অনিবার্যভাবে।

উৎসবের দিনগুলো পেরোতে না পেরোতেই এই উত্তর-পশ্চিমবঙ্গে ভ্রূকুটির ছায়া। প্রকৃতির রোষানলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। নিউজ চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে উন্মত্ত বয়ে যাওয়া তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, বালাসনের গর্জন। ভেসে যাচ্ছে মানুষ, বাড়ি, বন্যপ্রাণী। নানাবিধ প্রতিক্রিয়ার ঝড় উঠেছে নেটিজেন পাড়ায়। আসন্ন ভোটের প্রাক্কালে খুব স্বাভাবিকভাবেই চলছে দোষারোপের পালা। ভয়ে, আশঙ্কায় শিউরে উঠছি পাহাড়ি ধসের ছবি আর হরপা দেখে। আমার শহরে যে মহানন্দার জলে হাঁটু অবধি ডোবে না, সেখানেও উন্মত্ত জলধারা। 'ইফ উইন্টার কামস, ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড'...! নেভার। সুতরাং এরপর আসবে রিলিফের ঢেউ আর বিস্তর প্রতিশ্রুতি। অসুবিধে নেই, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোটাই দস্তুর- সরকার, প্রশাসন, রাজনৈতিক দল থেকে নানান ওয়েলফেয়ার সংস্থাগুলো দাঁড়াবে এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাস মানুষই বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। তবু কিছু প্রশ্ন রয়ে যাবে এবং এই প্রশ্নগুলোই জরুরি, চিরকালই জরুরি ছিল, হয়তো নানান বাধ্যবাধকতা কিংবা অন্ধত্ব থেকে প্রশ্নগুলো তোলা হয়নি। খুব কঠিন নয় প্রশ্নগুলো, তবে উত্তরে থেকেছি মৌন। নিজের ভেতরে যে কথাগুলো, যে প্রশ্নগুলো উঠে এসেছে বারবার, সেগুলোর উত্তর শুনতেই চাইনি হয়তো-বা।

উত্তরের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রসঙ্গ এলেই ১৯৬৮-এর জলপাইগুড়ির সেই ঐতিহাসিক বন্যার স্মৃতি ফিরে আসে। আমি বা আমার মতো অনেকেরই সেই ভয়াবহ রাতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই কিংবা থাকলেও সে স্মৃতি বিবর্ণ প্রায়। তবু মিথের মতো দশকের পর দশক ধরে সেই বন্যার প্রসঙ্গ ফিরে ফিরে এসেছে। ১৯৬৮-এর ৪ অক্টোবরের সে রাত ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আগের রাত। বাঁধ ভেঙে উন্মত্ত তিস্তা ঢুকে পড়েছিল জলপাইগুড়ি শহরে। একরাতে কয়েক দশক পিছিয়ে গিয়েছিল একটা শহর, একটা ঘরোয়া বনেদি শহর।

প্রকৃতির রোষ।। ১৯৬৮ সালে বন্যাবিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি (উপরে)। ২০২৫ সালে ক্ষতিগ্রস্ত দুধিয়ার লোহার সেতু।

আজ অর্ধশতাব্দী পেরিয়েও বনেদি শহরের আনাচে-কানাচে বিষণ্ণ হাওয়ায় ভেসে আসে হাহাকার আর কান্নার স্মৃতি। প্রশ্নগুলো কি সেদিন ওঠা উচিত ছিল না। তারপর পেরিয়ে যাওয়া অর্ধশতাব্দীর বেশি সময়ে পৃথিবী আধুনিক থেকে অতিআধুনিক এবং উত্তরাধুনিকতায় পৌঁছে গিয়েছে, কিন্তু সহজ প্রশ্নগুলো আমরা তুলতে পারিনি, এড়িয়ে গিয়েছি আর এই প্রশ্নগুলো তুলতে পারিনি বলেই আমাদের প্রস্তুতি গড়েই উঠল না। সুরক্ষার ন্যূনতম ব্যবস্থা, বিপর্যয়ের সামান্যতম প্রতিরোধ আজও গড়ে উঠল না। অভিযোগের আঙুল উঠুক, ওঠাই উচিত কিন্তু সে আঙুল যেন মাঝে মাঝে আমাদের নিজেদের দিকেও ঘোরে, কারণ আমরাও সেই একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছি।

নেহাতই প্রসঙ্গক্রমে সামান্য ব্যক্তিগত কথায় আসা যাক। কিছুদিন আগে একটি সুপরিচিত সাহিত্য পত্রিকা তাদের নদী সংখ্যায় আমায় লেখার আমন্ত্রণ জানায়। যেহেতু নদী আমার এক গভীর আবেগের পরিসর, স্বাভাবিকভাবেই এক কথায় সম্মত হই। আমি লিখেছিলাম দুই যমজ নদী নিয়ে- লিস এবং ঘিস। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস সদ্য ছেড়ে নতুন চাকরিতে ঢুকেছি। গায়ে ক্যাম্পাসের আউল-বাউল জীবনের গন্ধ তখনও যায়নি। শহর শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটের সেই পুরোনো ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড থেকে ব্লু-মাউন্টেন নামের এক নীল রঙের বাসে করে আমরা নিত্যযাত্রীরা সেবক পেরিয়ে প্রতিদিন ঢুকে পড়ি ডুয়ার্সের গভীর সবুজে। প্রাত্যহিক সেই চলার পথে সেবকের তিস্তা, তারপর একে একে লিস, ঘিস, মাল, জলঢাকা নদীগুলো পেরিয়ে যাই। সে এক নদীমাতৃক যাত্রাপথ। গল্পে মেতে ওঠা সেই বাসযাত্রার মাঝেই আমার দৃষ্টিতে কিন্তু এড়াত না পাহাড়ি নদীগুলোর শরীরজুড়ে ক্ষতচিহ্ন। দিনভর অগুন্তি ট্রাকের সারি, রিভারবেড চেঁছে তুলে নেওয়া হচ্ছে বালি-পাথর। মনে আছে, বালাসন নদীতে এরকমই এক দৃশ্য দেখতে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রিয় স্যর তিন দশক আগে বলেছিলেন- 'ফল ভুগতে হবে আগামীদিনে'। স্বল্পবাক সেই মানুষটি আজ নেই কিন্তু সময় যত এগোচ্ছে, অনুভব করছি তাঁর কথাগুলো।

সাম্প্রতিক অতীতে আমি এবং আমার মতো অসংখ্য সাধারণ মানুষ, যারা বিশেষজ্ঞ নই, তথ্য এবং তত্ত্বে তেমন সড়োগড়ো নই, তাদের চোখেও কিন্তু প্রকৃতির এই প্রতিনিয়ত আগ্রাসী হয়ে ওঠার প্রবণতা এড়াচ্ছে না। অতীতে বিপর্যয় ঘটেনি এমনটা নয়। কিন্তু এত ধ্বংসলীলা চোখে পড়েনি। মেনে নিচ্ছি হয়তো সংবাদমাধ্যম এতটা সক্রিয় ছিল না, সোশ্যাল মিডিয়ার আবির্ভাব হয়নি কিন্তু বিপর্যয়ের খবর যে পাওয়া যেত না, তেমনটা তো নয়। আসলে এবার ভাবার সময় হয়েছে। আসমুদ্র হিমাচল, এই উপমহাদেশ, হয়তো-বা সারা বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য নামক আপাতনিরীহ শব্দের আড়ালে সর্বনাশের যে ডিজে বাজছে, সেই শব্দই হয়তো-বা ঘেঁটে দিচ্ছে আমাদের চিন্তাশক্তি, সচেতনতা। 'ইকো ট্যুরিজম'-এর নামে যথেচ্ছাচার চলছে। পর্যটন তো থাকতেই হবে, সত্যিকারের 'ইকো ট্যুরিজম' ভীষণ জরুরি। প্রশাসনকেও কঠোর হতে হবে কিন্তু আঙুল কি নিজেদের দিকেও উঠবে না...! বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে সাহু নদীর পাশ ধরে হাঁটতে হাঁটতে কিংবা জল শুকিয়ে গেলে তিস্তার চরে পিকনিকে উদ্দাম নৃত্য করতে করতে একটিবারও কি মনে হবে না- এই যে বিস্তর প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, বোতল, থার্মোকলগুলো ছড়িয়েছিটিয়ে, সেগুলো বর্জ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা জায়গায় ফেলি কিংবা এগুলোর ব্যবহার বন্ধ করি...! হবে না মনে আমাদের? দশকের পর দশক ধরে নদীর গতিপথ রোধ করা, ডাইভারশন করা, বর্জ্য ফেলা, অরণ্য ধ্বংস করা, যত্রতত্র বেআইনি হোমস্টে বানানো, 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'-র নামে জমি দখল, নদী দখল, জঙ্গল দখল নিয়ে কথা বলব না আমরা...! নাকি বোবাকালা হয়েই থাকব? আসুন আমাদের অসহায় অশক্ত দুটি হাত শূন্যে তুলে চিৎকার করে বলি কবীর সুমনের সেই বিখ্যাত গানের কলি দুটো— 'মাঝ রাত্তিরে, চাঁদের কাস্তে, ধারালো হচ্ছে, আস্তে আস্তে, আস্তে আস্তে'...! প্রকৃতি কিন্তু বদলা নেওয়া শুরু করেছে। সাধু, সাবধান। শেষের সেদিন ভয়ংকর।

(লেখক সাহিত্যিক)

আজ

১৯৮৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য।

১৯৫২

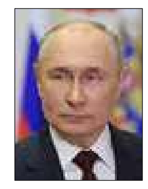

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

আলোচিত

চারপাশের মানুষকে সহযোগিতা করুন। এই সময় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা কাম্য নয়। এমন কঠিন সময়ে আমাদের মনে রাখতে হবে, একতা ও ধৈর্য আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। আমরা একে অপরের পাশে থেকে একসঙ্গে এই সংকটের মোকাবিলা করব। সরকার সবার পাশে আছে।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

রাস্তার ধারে বেদির ওপর পাতা-প্লেটে খাবার খাচ্ছেন সুপারস্টার রজনীকান্ত। অভিনেতা সম্প্রতি হৃষীকেশে স্বামী দয়ানন্দের আশ্রমে গিয়েছিলেন। ছবিটি সেখানকারই বলে মনে করা হচ্ছে। থালাইভার এহেন অবতার আবারও গভীরভাবে সবার হৃদয় ছুঁয়েছে।

ভাইরাল/২

গাজিয়াবাদের তরুণী মিরাটে দিদিমার বাড়ি এসেছিলেন। সেখানে এক তরুণ তাঁর ছবি তুলে শেয়ার করে। তরুণী প্রতিবাদ করায় তাঁকে মারধর করে, গলা টিপে ধরে। ওই তরুণ পালালেও পরে ধৃত।

জনমন

জনমত

বেহাল জ্যোতি বসু রোড, হেলদোল নেই কারও

গঙ্গারামপুর শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রধান রাস্তা জ্যোতি বসু রোডটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। নয়ের দশকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে কৃষকসভার রাজ্য সম্মেলনের জনসভা করতে আসায় রাতারাতি মাটির রাস্তা পাকা করায় ওই এলাকার মানুষ উৎসাহে নিজেরাই মুখে মুখে রাস্তার নাম দিয়েছিলেন, 'জ্যোতি বসু রোড'। এখন এই নামেই রাস্তাটি সকলের কাছে পরিচিত।

আমার ধারণা রাস্তার নামকরণের কারণেই এত অবহেলা! নইলে একটা ওয়ার্ডের প্রধান রাস্তা পুকুরে পরিণত হওয়ার পরেও খবরের পাতায় আসছে না। শুনেছি শাসকদলের তরফে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের ফলে রাস্তা খারাপ হয়েছে। শহর বড় হচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ছে, বহুতল ভবনের সংখ্যা বাড়ছে। ওই এলাকায় ছয়তলা উঁচু নার্সিংহোম হচ্ছে, যার অনুমোদন প্রশাসনের তরফে দেওয়া হয়েছে। পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল না করলে বিল্ডিং তৈরি হবে কী করে? যথেষ্ট প্রশস্ত রাস্তা পণ্যবাহী গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত করা না হলে এলাকার উন্নয়নে বাধা পড়বে।

আমার অভিমত, গঙ্গারামপুর শহরের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রধান রাস্তা এবং ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগ রাস্তা জ্যোতি বসু রোড প্রশাসনের তরফে সরেজমিনে তদন্ত করে অতি দ্রুততার সঙ্গে মেরামত করা হোক।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

সিরিয়ালে নারী নির্যাতন নয়

ইদানীং টিভিতে বিভিন্ন বাংলা সিরিয়ালে কোনও মেয়েকে হেয় করার জন্য নানা ধরনের অত্যাচার করা দেখাচ্ছে। সিরিয়াল বিনোদনের জন্য। কিন্তু বর্তমানে বাংলা সাহিত্যের যা অবনতি হচ্ছে, তাতে নারী নির্যাতনের নানা কায়দা শিশু অবস্থা থেকে শেখা হয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন যদি বিষয়টা দেখে তাহলে নারী নির্যাতনের এই প্রশিক্ষণ বন্ধ হতে পারে। বাণিজ্য করার নামে টিভি চ্যানেলগুলো যা করছে তার সমালোচনা করছি।

রঞ্জন ভৌমিক, ফালাকাটা।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com.

সাহিত্যের জগতে এক বিস্মৃত কান্ডারি

লেখালেখির দুনিয়ায় অবাধ বিচরণ ছিল বিজয়চন্দ্র মজুমদারের। গুণী মানুষটিকে আমরা ভুলে গিয়েছি।

ডঃ রাজর্ষি রায়

বিজয়চন্দ্র মজুমদার। আজকের পাঠক সমাজে নামটি তেমন পরিচিত নয়। একটা সময় অবশ্য বেশ পরিচিত ছিল। তাঁর লেখা নিয়মিত ছাপা হত বাংলার নামজাদা পত্রিকাগুলিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমসাময়িক দ্বিজেন্দ্রলালের সহপাঠী বিজয়চন্দ্র ছিলেন কবি, প্রাবন্ধিক, ভাষাতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ, অনুবাদক, সম্পাদক এবং পেশায় সুদক্ষ আইনজীবী ও অধ্যাপক। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিজয়চন্দ্র মজুমদারের জন্ম ১৮৬১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর। তিনি ছিলেন সেকালের ফরিদপুরের বালিয়াকান্দি থানার খালকুলা গ্রামে 'মজুমদার' উপাধিধারী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার বংশের উত্তরাধিকার। উচ্চশিক্ষার জন্য বিজয়চন্দ্র একসময়ে কৃষ্ণনগরের কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। কলকাতার মেট্রোপলিটান কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। এরপর বিজয়চন্দ্র ওডিশায় যান। ওডিশার বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে তিনি কর্মজীবন কাটিয়েছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই মৌলিক সাহিত্য রচনায় বিজয়চন্দ্র মনোনিবেশ করেছিলেন। 'নব্যভারত', 'দাসী', 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন', 'ভাণ্ডার', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় বিজয়চন্দ্রের লেখালেখি নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম কাব্য 'কবিতা'(১২৯৬ বঙ্গাব্দ)। একে একে প্রকাশিত হয় 'যুগপূজা', 'যজ্ঞভস্ম', 'ফুলশর', 'পঞ্চকমালা', 'রুচিরা' প্রভৃতি কাব্য। বিজয়চন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় যেমন কবিতা লিখেছেন তেমনি আবার শার্দূলবিক্রীড়িত, মালিনী, তৃণক প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতাও লিখেছেন। বাংলা শব্দের সঠিক উচ্চারণ বজায় রেখেই তিনি সংস্কৃত ছন্দ স্পন্দনকে ধরেছিলেন। বিজয়চন্দ্রের বিশেষ আগ্রহের বিষয় ছিল নৃতত্ত্ব, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ভারতের আদিম জনজাতি, ভাষার ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২) : কবি, ভাষাতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ ও সম্পাদক।

'ভারত বিদ্যাসাধক' বিজয়চন্দ্র এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে ১৫০-এরও বেশি প্রবন্ধ বাংলায় লিখেছিলেন। এছাড়াও ইংরেজিতে লিখেছেন 'Orissa in the Making', 'The Aborigines of the Highlands of Central India'। বিজয়চন্দ্র ছিলেন বহু ভাষাবিদ। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, ওডিয়া পালি, তামিল, উর্দু তাঁর আয়ত্তে ছিল। ফলে ভারতীয় ভাষাগুলির তুলনামূলক আলোচনা তিনি সহজেই করতে পারতেন। 'বুদ্ধচরিত', 'গীতগোবিন্দ', 'থেরীগাথা', ওডিয়া ভাষায় রচিত সচ্চিদানন্দ দেবের রচনার বঙ্গানুবাদ তিনি করেছেন। বিজয়চন্দ্র ইতিহাস ভালোবাসতেন। কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প লেখার ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছিলেন।

বহু পরিশ্রমে বিজয়চন্দ্রের শরীর ক্ষয় হতে থাকে, দৃষ্টিশক্তি কমে আসে। তাঁর দুটি চোখ নষ্ট হয়ে যায়, তিনি অন্ধ হয়ে যান। দীর্ঘ আঠাশ বছর বিজয়চন্দ্র অন্ধ অবস্থায় জীবন কাটিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি প্রবাস জীবন ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯১৯ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। ১৯২৮ সাল থেকে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রকাশিত 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিজয়চন্দ্র। কর্মবীর এই মানুষটির জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ৮১ বছর বয়সে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৪২ সালে কলকাতায়।

(লেখক অধ্যাপক। বালুরঘাটের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৫৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। পুরো পাকেনি, আধপাকা ফল ৩। যে বেত দিয়ে আসবাব তৈরি হয়, তার গাছ ৫। ম্যাড়ম্যাড়ে নয়, ভীষণ জমকালো ব্যাপার ৬। আসল নয়, দু' নম্বরি জিনিস ৭। নিজের জমি নেই, জমিদারের জমিতে বসবাস করে যে ৯। ঝেড়ে পাঁচমিশালি জিনিস থেকে ভালো জিনিস পৃথক করা ১২। উৎপীড়িত বা অপমানিত ১৩। বাল্মীকি মুনির আসল নাম।

উপর-নীচ : ১। দশ মাথাওয়ালা রামায়ণের এক বিখ্যাত চরিত্র ২। হঠাৎ উদ্যম বা উত্তেজনা ৩। যার চাকরি বা কাজ নেই ৪। অর্ধেক নয়, পুরোপুরি বা সবটুকু ৫। ধানের খেতের সীমানা ৭। কৃষ্ণের সখী ৮। যত্নবান বা কাজে উদ্যোগ ৯। ঝঞ্ঝাট বা দিগদারি ১০। সম্ভ্রম বা আব্রু ১১। কাঁচা বাড়ির চাল।

সমাধান ■ ৪২৫৮

পাশাপাশি : ১। আরবি ৪। পড়ুয়া ৫। বিবি ৭। নবান্ন ৮। নিদর্শন ৯। বকবক ১১। আদিম ১৩। ঠাট ১৪। নির্মম ১৫। লাটাই

উপর-নীচ : ১। আমন ২। বিপন্ন ৩। দেয়াসিনি ৬। বিজন

বিন্দুবিসর্গ

অনুপ্রবেশ

বেআইনি অনুপ্রবেশের অভিযোগে বারুইপুর থেকে এক বাংলাদেশি ও তাঁর আশ্রয়দাতাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ভুয়ো পরিচয়ে এখানে থাকছিলেন তিনি। ভুয়ো নথিও তৈরি করেন।।

মমতার গান

লক্ষ্মী পুজোয় নতুন গান প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লেখা ও সুরে গান গেয়েছেন শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে ওই গানটি তিনি শেয়ার করেন।

দক্ষিণে আশঙ্কা

উত্তরবঙ্গের পর দক্ষিণবঙ্গের পাঁচ জেলাতেও বন্যার আশঙ্কা করছে নবান্ন। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী ও গাঙ্গেয় এলাকায় হালকা থেকে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। জল ছেড়েছে ডিভিসিও।

প্রতিবাদ মিছিল

বিজেপি সাংসদ খগেন মূর্মু ও বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের ওপর হামলার প্রতিবাদে কলকাতায় বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল করে। মিছিলের পর মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল পুড়িয়ে রাস্তা অবরোধ করে তারা।

হামলা নিয়ে ভিন্ন মত

শুভেন্দুর নিশানায় ‘বিশেষ’ সম্প্রদায়

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কের ওপর হামলায় সংখ্যালঘু মুসলিমদেরই নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার উত্তরবঙ্গের নাগরাকাটার প্লাবিত এলাকায় গিয়ে আক্রান্ত হন মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। এই হামলাকে তৃণমূলের বিশেষ সম্প্রদায়ের সন্ত্রাসবাদ মডেল বলে দাবি করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশানা করেছেন শুভেন্দু। যদিও শুভেন্দুর দাবি খারিজ করেছে তৃণমূল। হামলা নিয়ে সিপিএমের মন্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ। মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খগেন মুর্মুকে দেখে মিরিক সহ দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করার কথা তাঁর।

সোমবার প্লাবিত নাগরাকাটায় গিয়ে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর জখম হন মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। হেনস্তা করা হয় শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকেও। এদিনের ঘটনার সঙ্গে কয়েক মাস আগে কোচবিহারের খাগড়াগড়ের ঘটনার মিল খুঁজে পাচ্ছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে করা বার্তার সঙ্গে হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগ করে যাদের ছবি দিয়েছেন (রমজান আলি আইনুল আনসারি ও পিঙ্কি খাতুন),

> কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে আমার ওপর হামলায় যে মডেল ছিল নাগরাকাটাতেও একইভাবে সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের কিছু উচ্ছৃঙ্খল আইন অমান্যকারীদের পরিকল্পিতভাবে জড়ো করা হয়েছিল অরাজকতা ঘটাতে।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

ঘটনাচক্রে তাঁরা সবাই সংখ্যালঘু মুসলিম। অভিযোগ, কোচবিহারের খাগড়াবাড়িতে তার ওপর হামলায় যে মডেল ছিল নাগরাকাটাতেও একইভাবে সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের কিছু উচ্ছৃঙ্খল আইন অমান্যকারীদের পরিকল্পিতভাবে জড়ো করা হয়েছিল ঘৃণ্য এই অরাজকতা ঘটাতে।

৫ অগাস্ট কোচবিহারে বিজেপির তিন বিধায়কের ওপর তৃণমূলি হামলার ঘটনায় এসপির কাছে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে খাগড়াবাড়িতে আক্রান্ত হয়েছিলেন শুভেন্দু। এদিনের হামলার পিছনেও ভোটব্যাংকের স্বার্থে তৃণমূলের সংখ্যালঘু তোষণকেই দুষেছেন শুভেন্দু। তাঁর মতে, এরা নিজেরাই আতঙ্কিত, কারণ সরকার চলে গেলে সব বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আতঙ্কিত, ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে এদের ছাড় দিতেই হবে। ক্ষমতায় টিকে থাকতে তৃণমূলের এই সংখ্যালঘু নির্ভরতার কারণেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বিপন্ন হতে বসেছে। সেই কারণেই তৃণমূলের মদতে তারা সাংসদ, বিধায়কদের ওপরেও হামলা করতে পিছপা হচ্ছে না।

তবে ঘটনায় তৃণমূলি মদতের অভিযোগ খারিজ করেছে তৃণমূল। মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, কোনও হিংসাত্মক ঘটনাকেই দল সমর্থন করে না। কেউ অন্যায় করলে আইন আইনের পথে চলবে। তবে একই সঙ্গে বিষয়টিকে স্থানীয়দের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে মন্তব্য তাঁর। সিপিএম আবার একে বিজেপির ওপর হামলা বলে মানতে চাননি। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের দাবি, ‘আক্রান্ত খগেন ও শংকর দুজনেই এক সময়ে বামপন্থী ছিলেন। তাই ওদের মধ্যে ত্রাণের ব্যাপারটা রয়ে গিয়েছে। যেমন দুর্যোগ হলে আমাদের লোকেরা নেমে পড়েছে।’ যদিও সেলিমের মন্তব্যকে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিজেপি। বিজেপির মতে, খগেন মুর্মু তিনবারের সাংসদ। এখনও খগেনকে ওরা হয়তো ভুলতে পারছে না।

উদ্বিগ্ন নয় আরএসএস

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : নাগরাকাটায় বিজেপি আক্রান্ত হলেও নাগরাকাটা সহ দুর্যোগ কবলিত উত্তরবঙ্গে ত্রাণ কাজে তাদের ওপর কোনও হামলার আশঙ্কা করছে না উত্তরবঙ্গ আরএসএস। উত্তরবঙ্গ আরএসএস-এর এক নেতা বলেন, ‘আমরা সামাজিক ভাবে কাজ করি। তাই রাজনৈতিক এই হানাহানিতে আমরা শঙ্কিত নই।’ যদিও এদিন নাগরাকাটায় বিজেপির সাংসদ ও বিধায়কের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করেছে আরএসএস।সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে উত্তরবঙ্গের মিরিক, মাল, নাগরাকাটা, বানারহাটের মতো এলাকা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। বিজেপির পাশাপাশি আরএসএস-এর উত্তরবঙ্গ সেবাভারতী স্থানীয় ভিত্তিতে এইসব এলাকায় ইতিমধ্যেই ত্রাণের কাজ শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গ আরএসএস সূত্রের দাবি, সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্তত ৫০টি জায়গায় হাজার তিনেক দুর্গত মানুষের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিলি করেছেন সংঘের স্বয়ংসেবকরা।

সোমবার নাগরাকাটার হাজিপাড়ায় দুর্গত এলাকায় গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন বিজেপির সাংসদ ও বিধায়ক। কিন্তু এদিনই নাগরাকাটার টুন্ডু, বামনডাঙা ও ভগতপুর বাগানের দুর্গত এলাকায় অন্তত ৫০০ মানুষের মধ্যে শিশু খাদ্য ও প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বিলি করেছে আরএসএস।

রীতিমতো গণবেশ পরে স্বয়ংসেবকদের ত্রাণ বিলি করতে দেখা গিয়েছে সেখানে। উত্তরবঙ্গ আরএসএস-এর এক শীর্ষ নেতা বলেন, ‘দুর্যোগের পরেই আমরা যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে ত্রাণের কাজ শুরু করেছি। ৩৬৫ দিন সংঘ সামাজিকভাবে কাজ করে। এক্ষেত্রেও সেই সামাজিক দায়িত্ব আমরা পালন করেছি। আমাদের কাজে সব সময় মানুষের সমর্থন থাকে।’

নাগরাকাটার মতো আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বিজেপি বিধায়ক ও সাংসদদের ওপর হামলায় উদ্বিগ্ন বিজেপি। দলের একাংশের মতে দুর্গত মানুষের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে স্থানীয় সংগঠন ও জনপ্রতিনিধিদের ওপর ক্ষোভ তৈরি হলে আগামী বিধানসভা ভোটে তার প্রভাব পড়তে পারে। যদিও বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের মতে, সাংগঠনিক দুর্বলতা নয়, দুর্গত এলাকায় ত্রাণ দিতে গিয়ে যে আক্রান্ত হতে হবে একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি।

আমার এই ঘরে থাকো আলো করে... অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্যর বাড়ির লক্ষ্মী পুজোয়। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

বেআইনি নির্মাণ, দখলে শঙ্কা দক্ষিণেও

সতর্কবার্তা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কর্তার

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : বিপদ বলে কয়ে আসে না। এই কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিস্থিতিকে ‘মনুষ্যসৃষ্ট’ বলে দাগিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য রাজনৈতিক টানাপোড়েন সরিয়ে রেখে পরিবেশবিদদের মত, এই প্রবল বন্যা পরিস্থিতির জন্য আসলেই দায়ী মানুষ নিজে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র জানিয়েছেন, বৃষ্টির ধরন বদলানোর পাশাপাশি অবৈজ্ঞানিকভাবে নদীবক্ষ দখল করে ঘরবাড়ি, হোটেল ও রিসর্ট তৈরির প্রবণতার কারণেই এই ধ্বংসলীলা। ঠিক একই কারণে বিপদের ছায়া ঘনিয়ে আসতে পারে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক পর্যটন কেন্দ্রের ওপরেও।

বনাঞ্চল ধ্বংস, অবৈধ নির্মাণ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় ক্ষয় সহ একাধিক কারণে যথেষ্ট সংকটজনক পরিস্থিতিতে রয়েছে দিঘা, মন্দারমণি, শান্তিপুর ও সুন্দরবন সহ দক্ষিণবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলগুলি। যদিও পাঁশকুড়া, ঘাটাল, চন্দ্রকোণা, খানাকুলের মতো অঞ্চলগুলির চিত্র বহু বছর ধরেই দুশ্চিন্তা বাড়াচ্ছে। পর্ষদ সূত্রে খবর, বিপদ এড়াতে সীমানা লাগোয়া এলাকায় সবুজ প্রাচীর গড়ার কাজ চলছে।

সম্প্রতি দিঘায় জগন্নাথধাম তৈরির ফলে যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে প্রকৃতিকে, জানালেন পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত। বললেন, ‘যেখানে মন্দির তৈরি হয়েছে, সেখানে একসময় বালির স্তূপ ছিল। এই বালির স্তূপ ভরাট করা হয়েছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী আইনকে মান্যতা দিয়ে মন্দির তৈরি হলেও এর কারণে মাটির তলায় জল একেবারেই যাচ্ছে না। যখন তখন দিঘা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমুদ্রের তলায় চলে যেতে পারে।’ ১৯৭৫-২০১৭ সাল পর্যন্ত উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, দিঘা-মন্দারমণির সৈকত বছরে প্রায় ০.৫৪ মিটার পিছিয়ে যাচ্ছে। প্রতি বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে গড়ে প্রায় ৩.৪ মিলিমিটার। সমুদ্র সৈকতে গাড়ি ও মোটরবাইক চালানোর কারণে প্রভাব পড়ছে লাল কাঁকড়ার বাসস্থানের ওপরেও।

বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার কথায়, ‘প্রাকৃতিক বিপর্যয় এড়াতে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাতেও আমরা ম্যানগ্রোভের মতো উপকূলীয় উদ্ভিদ রোপণের পরিকল্পনা করছি।’

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের উত্তর ও মধ্য চাচন্ড গ্রামের ৫০ মিটারও নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্রের জলস্তর বাড়ায় গোসাবা, সাগরদ্বীপের মতো সুন্দরবনের নীচু দ্বীপগুলির ভূমি প্রতি বছর গড়ে ২ থেকে ৩ মিলিমিটার পরিমাণে জলের তলায় চলে যাচ্ছে। ফলে সুন্দরবন ‘কালো বনে’ পরিণত হয়েছে।

১৯৫১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সেখানের লোকসংখ্যাও বেড়েছে ৩৭৩ শতাংশ, জানিয়েছেন সুভাষ। এভাবে জনবসতি বৃদ্ধি, মাছ চাষের জন্য জমি দখল ও বেআইনি নির্মাণের ফলে ম্যানগ্রোভ উচ্ছেদও বাড়ছে। ফলে প্রকৃতি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ধাক্কা সামলানোর ক্ষমতা হারাচ্ছে বলেই মনে করছেন পরিবেশবিদরা। তাঁদের আশঙ্কা, প্রকৃতিমাতা রুষ্ট হতে ছাড়বেন না দক্ষিণবঙ্গের ওপরও। তাই হুঁশ ও সচেতনতার লক্ষ্মণরেখা টেনে শীঘ্রই সাধারণ মানুষকে প্রকৃতির নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে হবে।

বিপর্যয়ে দূরেই বাম, কংগ্রেস

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : আকাশভাঙা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলা। সোমবার উত্তরবঙ্গে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এদিন সকালে বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন। কিন্তু সিপিএমের রাজ্যস্তরের শীর্ষ নেতাদের শুধুমাত্র সামাজিক মাধ্যমে আবদ্ধ থাকতে দেখা গিয়েছে। এর আগে কয়েকটি বিপর্যয়ের মতোই বাম নেতারা রাস্তায় নেমে মানুষের পাশে দাঁড়াতে কেন কুণ্ঠাবোধ করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, শুধুমাত্র রেড ভলান্টিয়ার দিয়ে সর্বত্র সক্রিয় থাকার বার্তা আওড়ে দায় সেরেছে সিপিএম। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও প্রথমে সমাজমাধ্যমে কালো পোশাক পরে বার্তা দিয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ সেরেছিলেন। তবে রাতের দিকে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, মঙ্গলবার সম্ভবত সেখানে যাচ্ছেন দলের নেতারা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ যাওয়ার প্রসঙ্গ কার্যত এড়িয়ে যাচ্ছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

ফলে এই ‘ঘরে বসে থাকা’র প্রবণতা আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনেও যে শূন্য গেরো কাটাতে পারবে না তা এক প্রকার নিশ্চিত করে দিচ্ছেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, মাঠে নেমে কাজ করার বদলে বরং সামাজিক মাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমের সামনে তাঁদের উপস্থিতি তুলে ধরাই যেন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রবিবার উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ চলাকালীন দক্ষিণবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভালে উপস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করেছিল বিরোধীরা। তবে শাসক দল ও প্রধান বিরোধী দলের তরফে বন্যা কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করতে দেখা গেলেও দায় এড়িয়ে গিয়েছে বাম-কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এদিন বলেন, ‘আমাদের ছাত্র-যুবরা গিয়েছে, মেডিকেল টিম যাচ্ছে, রেড ভলান্টিয়াররা কাজ করছে।’

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, ‘আমাদের জেলা ইউনিটগুলি সক্রিয় রয়েছে। রেড ভলান্টিয়াররা কাজ করছে। শুধুমাত্র সেলিম গেলে খবর কেন হবে?’ বিহার নির্বাচনে দলের তরফে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পেয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। ফলে তিনি উত্তরবঙ্গে যাবেন কি না তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বাম-কংগ্রেস দু’পক্ষেরই উত্তরবঙ্গের সাংগঠনিক পরিস্থিতি বেহাল। বার বার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের অন্দরেও প্রশ্ন উঠেছে, দলীয় নেতারা সমাজমাধ্যমে দায়সারা বক্তব্য ও পুরোনো শাসক মনোভাব এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই অযথা তৃণমূল বিজেপিকে সমাজমাধ্যমে না দুষে বরং শীর্ষ নেতাদের পরিস্থিতি পরিদর্শনে যাওয়াই শ্রেয় ছিল।

পাহাড় ছেড়ে গন্তব্য বদল পর্যটকদের

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : ঘন ঘন আসছে ফোন। কেউ বুকিং বাতিল করছেন, আবার কেউ পর্যটনের দিন বদল করে নিচ্ছেন। অনেকে আবার পর্যটনের ঠিকানা বদল করছেন। পুজোর মরশুমে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকাগুলি ও হোম স্টেগুলি পর্যটকদের অন্যতম প্রিয় ডেস্টিনেশন। কিন্তু বিপর্যয়ের জেরে রাতারাতি সেই ছবি বদলেছে। তবে পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতির খোঁজখবর নেওয়া ও পর্যটনস্থল পরিবর্তনের চেষ্টা করে ক্ষতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে পর্যটন সংস্থাগুলি।

মেঘভাঙা বৃষ্টি ও নদীগুলিতে জলস্তর বিপদসীমায় পৌঁছোনোয় বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলা। এমনিতেই পুজোর সময় থেকে কালীপুজো পর্যন্ত পাহাড়ে বুকিং সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকে। কিন্তু এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাহাড়ে নিরাপদ মনে করছেন না পর্যটকরা। প্রকৃতির এই বিপর্যয়ে পর্যটনের স্বাভাবিক ছন্দ ফিরিয়ে আনতে বিকল্প চেষ্টায় মরিয়া পর্যটন সংস্থাগুলি।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ টুর অপারেটরসের রাজ্য সভাপতি দেবজিৎ দত্ত বলেন, ‘বুকিং বাতিল হবে এটাই স্বাভাবিক। যাঁদের এই সপ্তাহে যাওয়ার কথা, তাঁরা বুকিং বাতিল করেছেন। পরের সপ্তাহে যাঁরা যাবেন, তাঁরা পরিস্থিতি দেখে তারপরে এগোবেন। অনেকে পর্যটনস্থল পরিবর্তন করছেন। যাঁরা পাহাড় পছন্দ করেন তাঁরা উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে যাচ্ছেন।’

একই কথা জানালেন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের রাজ্য সম্পাদক সম্রাট সান্যাল। বললেন, ‘রাস্তাঘাট ধীরে ধীরে খুলছে। শুধু মিরিকের রাস্তাটা বন্ধ রয়েছে। মানুষ উদ্বিগ্ন, তাই খোঁজখবর নিচ্ছে। পর্যটন দপ্তরে তারা জানতে চাইছেন। এমনিতেই পর্যটকের সংখ্যা এবছর কম ছিল। জলদাপাড়া, ডুয়ার্স, লাটাগুড়ি, চালসা, কালিম্পং, দার্জিলিংয়ে বুকিং ছিল। সব রাস্তা তো বন্ধ নয়। তাই বিকল্প পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।’

> রাস্তাঘাট ধীরে ধীরে খুলছে। শুধু মিরিকের রাস্তাটা বন্ধ রয়েছে। মানুষ উদ্বিগ্ন, তাই খোঁজখবর নিচ্ছে। এমনিতেই পর্যটকের সংখ্যা এবছর কম। জলদাপাড়া, ডুয়ার্স, লাটাগুড়ি, চালসা, কালিম্পং, দার্জিলিংয়ে বুকিং ছিল। সব রাস্তা তো বন্ধ নয়। তাই বিকল্প পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।
>
> **সম্রাট সান্যাল**

রাজ্য ইকো টুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজা বসু বলেন, ‘পাহাড়ি এলাকাগুলিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরকে আমরা নিরাপদ স্থানে নামিয়েছি। বুকিং বাতিল না হলেও দিন পরিবর্তন করছেন। অনেকে খোঁজখবর নিচ্ছেন।’

এই সপ্তাহেই ২৫ জনের টিম নিয়ে উত্তরবঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল টুরগাইড সন্দীপন পারিয়ালের। বললেন, ‘প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো মানুষের হাতে থাকে না। অধিকাংশই বুকিং বাতিল করেছেন। পর্যটকদের যাতে আর্থিক ক্ষতি না হয়, তাই অনেককে পুরো টাকাই ফেরত দেওয়া হয়েছে। যাঁরা বুকিং বাতিল করছেন তাঁরা অন্যত্র যাওয়ার কথা ভাবছেন। অনেকে দক্ষিণবঙ্গের পর্যটন স্থানগুলি বা উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি বেছে নিচ্ছেন।’

অনুগামীদের জোটবদ্ধ করতে মরিয়া দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : দলে তাঁর অনুগামীদের একজোট করতে জেলায় জেলায় ঘুরছেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি প্রবীণ দিলীপ ঘোষ। নিজেই জানালেন, দলে সাংগঠনিক ব্যাপারে নেই। পুজো মিটেছে। বিজয়া সম্মিলনি করতে জেলায় জেলায় যাচ্ছেন। দলের কর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে কথা বলছেন। আলোচনা করছেন। বিধানসভার ভোট তো এসে গেল। তাই কথা বলছেন সবার সঙ্গে। আসলে বেশ কিছুদিন ধরে বঙ্গ বিজেপিতে প্রায় ব্রাত্য তিনি। দিন দিন আগামী বিধানসভা ভোটের কারণে রাজ্য বিজেপিতে কর্ম তৎপরতা বাড়ছে। দলের কেন্দ্রীয় নেতা ও পর্যবেক্ষকদের পশ্চিমবঙ্গে আসা-যাওয়া বাড়ছে। তাঁরা রাজ্যে এসে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে ভোট প্রস্তুতির ব্যাপারে কথাবার্তা বলছেন। শোনা যাচ্ছে, এমনকি ভোটে দলের প্রার্থী তালিকা নিয়েও তাঁদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। এত কিছুর মধ্যে দক্ষ সংগঠক দিলীপ ঘোষ কোনও ‘পিকচারেই’ নেই। তা নিয়ে দলের অন্দরে চাপা কৌতূহল থাকলেও তার কোনও প্রকাশ নেই। রাজ্য দলের সঙ্গে তাঁর যে কোনও যোগাযোগ নেই সে কথা অকপটে সহজ সাবলীলভাবে স্বীকার করেছেন দিলীপ।

এসএসসি’র ফল নভেম্বরের গোড়াতেই

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হতে পারে স্কুল সার্ভিস কমিশনের নতুন নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল। এই ঘোষণা আগেই করেছিলেন এসএসসির চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। পুজো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফের ফল প্রকাশের কথা মনে করিয়ে দিলেন সিদ্ধার্থ। চলতি মাসের শেষের দিকে পরীক্ষার চূড়ান্ত উত্তরপত্রও প্রকাশ করা হবে ওয়েবসাইটে।

পূর্ব প্রকাশিত নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের মডেল উত্তরপত্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন একাধিক পরীক্ষার্থী। প্রতিটি বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞরা সেই চ্যালেঞ্জগুলিকে যাচাই করার পর চূড়ান্ত উত্তরপত্র তৈরি করছেন বলেই জানিয়েছে এসএসসি। সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন করা হবে। লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হবে নভেম্বরে। নবম-দশমের জন্য শূন্যপদের সংখ্যা ২৫,৫১২টি ও একাদশ-দ্বাদশের ক্ষেত্রে শূন্যপদের সংখ্যা ১২,৫১৪টি। এসএসসি সূত্রে খবর, মডেল উত্তরপত্রগুলির সঙ্গে ওএমআর শিটের কার্বন কপি যাচাই করার পর পরীক্ষার্থীরা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তর মিলিয়ে যে ৪৭টি বিষয়ের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, সেই বিষয়গুলির ক্ষেত্রে উত্তরপত্র যাচাইকরণের প্রক্রিয়া প্রায় শেষের পথে। লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও অ্যাকাডেমিক স্কোরের ওপর ভিত্তি করেই প্রস্তুত করা হবে মেধাতালিকা। যদিও সমগ্র প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান চাকরিহারারা। ইতিমধ্যেই কিউরেটিভ পিটিশন সহ একাধিক আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তাঁরা। চাকরিহারাদের একাংশ জানিয়েছেন, ফলাফল প্রকাশের জন্য তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছেন। যদি একজনও ‘যোগ্য’ চাকরিহারা বঞ্চিত হন, তাহলে ফের আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা।

খোঁজ নেই হিমাদ্রির

কলকাতা, ৬ অক্টোবর : দার্জিলিংয়ের সুখিয়াপোখরি থানার অন্তর্গত সোনাদায় গিয়েছিলেন ডায়মন্ড হারবারের পারুলিয়া উপকূল থানার দক্ষিণ কামারপোল গ্রামের বাসিন্দা হিমাদ্রি পুরকাইত। প্রায় ৪৮ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও খোঁজ মেলেনি তাঁর। শনিবার রাতের পর থেকে তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করতে পারেনি পরিবার। এই পরিস্থিতিতে উৎকণ্ঠায় রয়েছেন তাঁরা। বার বার দাদা প্রিয়ব্রত পুরকাইত তাঁর নম্বরে যোগাযোগ করেই চলেছেন। কিন্তু ‘নট রিচেবল’।

হিমাদ্রির দাদা জানালেন, শনিবার রাত ১০টায় মায়ের কাছে শেষবার ফোন করেছিল। তারপর আর যোগাযোগ করা যায়নি। প্রশাসনের তরফে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। সুখিয়াপোখরি থানার ওসি বার বার ফোন করে আপডেট জানাচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত উদ্ধারকাজ চলছে বলেই জানতে পেরেছি।

হিমাদ্রি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। পাহাড়ে ভ্রমণ ছিল তাঁর একপ্রকার নেশা। কিন্তু এভাবে বিপদের মুখে পড়তে হবে তা কেউ জানত না। এবারও টুর গাইড হিসেবে গিয়ে একটি হোম স্টে-তে উঠেছিলেন। শেষবার তাঁকে লোয়ার সোনাদা এলাকার বালাশ্বর নদী উপত্যকা অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল। কান্নায় বিহ্বল তাঁর বাবা প্রশান্ত পুরকাইত। বললেন, ‘শেষবার যখন কথা হল, তখন জানিয়েছিল খুব বৃষ্টি হচ্ছে। তার পর আর ফোনে পাওয়া যায়নি।’

‘ভূতের গ্রামে’ শুধু লক্ষ্মীপুজোয় ভিড়

রাজা বন্দোপাধ্যায়

কুলটি, ৬ অক্টোবর : রাজস্থানের কুলধরা গ্রামের কথা আমরা কম-বেশি সকলেই শুনেছি। জেনেছি কীভাবে এক রাতে জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল একটি গ্রাম। সেখানে বাস করা মানুষজনের পরবর্তীতে আর কোনও খোঁজই পাওয়া যায়নি। এক রাতের মধ্যে গ্রামটির এইভাবে জনশূন্য হয়ে যাওয়ার পিছনে নানা গল্প ছড়িয়ে রয়েছে। কেউ বলেন, জলের সমস্যার কারণে সেখানকার মানুষ অন্যত্র বাস খুঁজেছিলেন। কেউ আবার বলেন, মহারাজা সালেম সিংয়ের কারণে তাঁরা পালিয়ে বেঁচেছিলেন। তবে কারণ যাইহোক, ইতিহাসের পাতায় গ্রামটি স্থান পেয়েছে ভূতুড়ে গ্রাম হিসেবে।

এরকমই এক গ্রাম রয়েছে পশ্চিমবঙ্গেও। অনেকে তাকে ভূতুড়ে গ্রাম বলে দাগিয়ে দিলেও সেখানকার মানুষ অবশ্য জল কষ্টের কারণে গ্রামটি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

এখন সেখানে গেলে দেখা যাবে চারিদিক একেবারে জনশূন্য। লোকে বলে ভূতের আস্তানা। আর সেখানেই ধুমধাম করে আয়োজন হয়েছে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর। এই একটা মাত্র দিনেই পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের কুলটির ‘বেনাগ্রামে’ একত্রিত হন গ্রামের সব বয়সের মানুষ।

একটা সময় এই গ্রামেও ছিল মানুষের বসবাস। পাকা ঘরবাড়ি ছিল। ছিল লক্ষ্মী মন্দিরও। সেই ঘরবাড়ি, মন্দির এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে বটে। শুধু তার পরিস্থিতি একেবারেই ভগ্নপ্রায়। কারণ, জনবসতি হারিয়েছে। দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর ধরে এই গ্রামে আর বাস করেননা কেউ। সম্প্রতি ভূত রয়েছে বলেও গুজব ছড়িয়েছিল গ্রামে। ভূতের ভয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় গ্রামের মানুষরাও। বেনাগ্রাম তখন পরিচিতি পায় ‘ভূতের গ্রাম’ হিসেবে। তারপরেই এখানের মানুষরা এখন নিজেদের মতো করে বিভিন্ন জায়গায় বাড়িঘর তৈরি করে বাস করছেন।

বেনাগ্রামের লক্ষ্মী প্রতিমা। পুজোর দিনে একত্রিত হন এই গ্রামের সকলে।

তবে ঠিকানা অন্য হলেও প্রতি বছর কোজাগরী পূর্ণিমায় বেনাগ্রামের বাসিন্দারা ফিরে আসেন এখানে। সবাই মিলে হইহই করে লক্ষ্মীপুজো করেন। দেখা হয় একে অপরের সঙ্গে। গল্প আদান প্রদান করেন। তারপরেই পুজো শেষে ভোগ প্রসাদ খেয়ে তাঁরা আবার ফিরে যান নিজেদের ঠিকানায়। সোমবার সকালে বেনাগ্রামে ঢুঁ মারতেই দেখা গেল, বাসিন্দারা পুজোর আয়োজনে ব্যস্ত। মন্দির সহ গোটা গ্রামকে সাজানো হয়েছে।

গ্রামের বাসিন্দা অশোক মাঝি বলেন, ‘ভূতের উপদ্রবের কথা পুরোটাই একটা গুজব। ভূত বলে কিছুই নেই। তখন এতটাই পানীয় জল, বিদ্যুৎ, বাসস্ট্যান্ড, রাস্তাঘাটের অভাব ছিল যে গ্রামের মানুষ এই বেনাগ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করতে শুরু করেন।’ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিনই গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়া বাসিন্দাদের ফের দেখা হয় একে অপরের সঙ্গে। সুখদুঃখের গল্প করার সুযোগ মেলে। ফের পুরোনো দিনের স্মৃতি ফেরানো যায়। আর সেই টানেই ধুমধাম করে এখনও পুজোর চল জারি রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অশোক।

গাভাইয়ের দিকে 'জুতো'

সুপ্রিম কোর্টের এজলাসে ধুন্ধুমার, সাসপেন্ড এক আইনজীবী

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : সোমবার সকালে সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির এজলাসে শুনানি চলাকালীন হঠাৎই প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়ার চেষ্টা করা হয়। সোমবার সকালে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এজলাসে তালিকাভুক্ত মামলাগুলির শুনানি চলছিল। ঠিক সেই সময়ই আইনজীবীর পোশাক পরা এক ব্যক্তি হঠাৎ সামনের দিকে এগিয়ে আসেন এবং প্রধান বিচারপতির দিকে কিছু ছোড়ার চেষ্টা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে দাবি করেছেন, তিনি প্রধান বিচারপতির দিকে জুতো ছোড়ার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও অনেকের মতে, তিনি আসলে একটি কাগজের বান্ডিল ছুড়ে মারার চেষ্টা করেছিলেন। ফলে ঠিক কী ছোড়া হয়েছিল, তা নিয়ে আদালত কক্ষে উপস্থিতদের মধ্যেই দ্বিমত রয়েছে। জানা গিয়েছে, রাকেশ কিশোর নামে ওই আইনজীবীকে সাসপেন্ড করেছে বার কাউন্সিল।

সুপ্রিম কোর্টের নিরাপত্তা বিভাগ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আদালত প্রশাসন ঘটনাটির সম্পূর্ণ ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখছে, যাতে অভিযুক্তের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায়। আদালতে উপস্থিত নিরাপত্তাকর্মীরা দ্রুত হস্তক্ষেপ করে ওই ব্যক্তিকে আটক করেন এবং আদালত কক্ষ থেকে বাইরে নিয়ে যান। বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে চিৎকার করে বলতে শোনা যায়, 'সনাতনের অপমান ভারত সহ্য করবে না।'

যদিও পুরো ঘটনার পর প্রধান বিচারপতি গাভাই নির্বিকার থেকে উপস্থিত আইনজীবীদের উদ্দেশে বলেন, 'এইসব ঘটনায় মনোযোগ হারাবেন না। এসব আমার ওপর কোনও প্রভাব ফেলে না। শুনানি চলবে।' এরপর তিনি সচিব জেনারেল ও নিরাপত্তা ইন-চার্জের সঙ্গে বৈঠক করে আদালতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার নির্দেশ দেন। অভিযুক্ত আইনজীবীকে আটক ও জেরার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি প্রধান বিচারপতির দপ্তর।

ঘটনার সূত্রপাত, কয়েক সপ্তাহ আগের এক বিতর্কিত মন্তব্যকে ঘিরে। মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোর জাভারি মন্দিরে ৭ ফুট উচ্চতার ভাঙা বিষ্ণু মূর্তি পুনঃস্থাপনা সংক্রান্ত মামলায় আবেদন খারিজ করার সময় প্রধান বিচারপতি গাভাই আবেদনকারীকে বলেছিলেন, 'যাও, দেবতার কাছেই জিজ্ঞেস করো এখন কিছু করা যায় কি না। তুমি তো বলছো তুমি বিষ্ণুভক্ত, তাহলে প্রার্থনা করো। এটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, যেখানে এএসআই-এর অনুমতি প্রয়োজন।'

এই মন্তব্য ঘিরেই পরে সমাজমাধ্যমে বিতর্ক ছড়ায়। অনেকেই অভিযোগ করেন, মন্তব্যটি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে। পরবর্তীতে প্রধান বিচারপতি নিজে

> এইসব ঘটনায় মনোযোগ হারাবেন না। এসব আমার ওপর কোনও প্রভাব ফেলে না। শুনানি চলবে।
>
> **বিআর গাভাই**
> প্রধান বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট

আদালতে বলেন, তাঁর বক্তব্য 'ভুলভাবে উপস্থাপন' করা হয়েছে এবং তিনি 'সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।'

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা প্রধান বিচারপতির সমর্থনে বলেন, 'আজকাল প্রতিটি ঘটনার বিপরীতে সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরঞ্জিত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। নিউটনের সূত্র বলে প্রতিটি ক্রিয়ার সমান প্রতিক্রিয়া হয়, কিন্তু এখন প্রতিটি ক্রিয়ার বিপরীতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সোশ্যাল মিডিয়া প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।'

ঘটনার পরপরই দেশের রাজনৈতিক মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষও ঘটনার নিন্দা করে বলেন, 'প্রধান বিচারপতির ওপর আক্রমণ হিংসাত্মক দক্ষিণপন্থীদের নির্লজ্জ জাতিগত হিংসার উদাহরণ। ওই আইনজীবীকে অবিলম্বে শাস্তি দেওয়া উচিত।' সোনিয়া গান্ধি বলেন, 'এই ঘটনা নিন্দনীয়। এটা কোনও ব্যক্তিকে নয়, আমাদের সংবিধানের মূল ভাবনার ওপর আঘাত। সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির ওপর আক্রমণের চেষ্টা ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অপমান করার শামিল।'

আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিং মন্তব্য করেন, 'ঘৃণ্য ও সংকীর্ণমনা মানসিকতার মানুষরা একজন দলিত প্রধান বিচারপতিকে সহ্য করতে পারছে না। মোদির শাসনকালে ঘৃণার রাজনীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, দেশের প্রধান বিচারপতির দিকেও জুতো ছোড়ার সাহস দেখানো হচ্ছে।'

মহারাজা, রাজকন্যা উপাধিতে না হাইকোর্টের

জয়পুর, ৬ অক্টোবর : ভারতে রাজতন্ত্র বলে কিছু না থাকলেও কথাবার্তায় এখনও তার লক্ষণগুলি রয়ে গিয়েছে। ফের এই নিয়ে একাধারে আপত্তি ও প্রশ্ন তুলল রাজস্থান হাইকোর্টের একক বেঞ্চ। বিচারপতি মহেন্দ্রকুমার গয়ালের বক্তব্য, এখনও কেন কেউ নিজের নামে 'মহারাজা' বা 'রাজকন্যা' লিখছেন? আদালতের প্রশ্ন, সংবিধানের ৩৬৩(এ) অনুচ্ছেদে রাজপরিবারের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বাতিল হয়েছে অনেককাল আগেই। তাই এসব উপাধি ব্যবহার এখন বেআইনি বলেই গণ্য হবে।

২০০১ সালে প্রয়াত জগৎ সিং ও পৃথ্বীরাজ সিংয়ের উত্তরাধিকারীরা বাড়ি বিষয়ক করের বকেয়া নিয়ে যে মামলা করেছিলেন, সেখানে নিজেদের নামের আগে রাজকীয় উপাধি ব্যবহার করেছিলেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে বিচারপতি গয়ালের স্পষ্ট নির্দেশ, 'নথি থেকে এসব উপাধি বাদ দিয়ে নতুন করে মামলা দাখিল করতে হবে। অন্যথায় মামলাটি খারিজ করা হবে।' ১৩ অক্টোবর এই মামলার শুনানি হবে। আদালত মনে করিয়ে দিয়েছে, সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে সবার সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই রাজকীয় উপাধি ব্যবহার করে বিশেষ মর্যাদা আদায়ের চেষ্টা চলবে না।

হাসপাতালে আগুন, জয়পুরে মৃত ৮

বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি কংগ্রেসের

জয়পুর, ৬ অক্টোবর : ভয়াবহ আগুনের কবলে রাজস্থানের জয়পুরের সোয়াই মান সিং হাসপাতাল। রবিবার মাঝরাতে আগুন লাগে হাসপাতালের তৃতীয় তলে ট্রমা কেয়ার সেন্টারে। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৮ জন রোগীর। আহত বেশ কয়েকজন। ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ট্রমা কেয়ারের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক অনুরাগ ধাকড় জানান, আগুন প্রথম লাগে বিভাগের চিকিৎসা সরঞ্জাম রাখার ঘরে। সেই সময় ট্রমা কেয়ারের আইসিইউ-তে ১১ জন রোগী ভর্তি ছিলেন। আগুন দ্রুত আইসিইউ-তে ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মারা যান ৬ রোগী। বাকিদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন চিকিৎসক-নার্সরা। কিন্তু আগুন, ধোঁয়ায় একাধিক রোগীর অবস্থার অবনতি ঘটে। ট্রমা কেয়ার থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর গুরুতর অসুস্থ আরও ২ রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার মন্ত্রীসভার একাধিক সদস্যকে নিয়ে হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। হাসপাতালের আধিকারিক, চিকিৎসক ও রোগীদের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। মৃতদের পরিবারের প্রতি শোকপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'খুব দুঃখজনক ঘটনা। আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রয়েছি।' শর্ট সার্কিট থেকে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জওহর সিং বেধাম।

আহতদের দেখতে হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। সোমবার জয়পুরে।

দুর্ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন রোগীদের আত্মীয়রা। রোগীদের নিরাপত্তা ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ হয়। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ করেছেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের অশোক গেহলট। অগ্নিকাণ্ডের কারণ খতিয়ে দেখতে বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছেন তিনি। গেহলট বলেন, 'সোয়াই মান সিং একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। এমন একটি প্রতিষ্ঠানের আইসিইউতে কীভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা উচিত। কাদের গাফিলতিতে এটা হয়েছে তা জানার অধিকার রাজ্যের মানুষের রয়েছে।'

রবিবার রাতে মৃতদের তালিকায় রয়েছেন কুষ্মা দেবী। তাঁর ছেলে নরেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, রাতে খাবার খেতে ট্রমা সেন্টারের বাইরে গিয়েছিলেন তিনি। খাওয়া সেরে ফিরে এসে দেখেন গোটা ওয়ার্ড আগুন আর ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছে। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে কুষ্মা দেবীর। আগুন লাগার পর পরিজনদের ঠেকাতে হাসপাতালের কর্মীরা ওয়ার্ডে ঢোকা-বেরোনোর দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। যদিও এ ব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানা যায়নি।

জগিন্দর সিং নামে এক রোগীর আত্মীয় বলেন, 'আমরা ছাদের প্লাস্টিক গলে যেতে দেখে ছিলাম। ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে যাচ্ছিল। ভবনে ঢোকার চেষ্টা করলে কর্মীরা গেট বন্ধ করে দেন।'

মণিপুরে সরকার গড়ার তোড়জোড়

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : চলতি সপ্তাহেই মণিপুরে সরকার গঠনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে কেন্দ্র। ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতি শাসনে থাকা মণিপুরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক করতে এই পদক্ষেপ করা হতে পারে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং সহ কয়েকজন বিজেপি নেতা বর্তমানে দিল্লিতে রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন বিধায়ক এইচ ডিংগো, টিএইচ রবীন্দ্র, সি রঞ্জন, প্রাক্তন মন্ত্রী গোবিন্দাস কন্থৌজাম এবং হিল এরিয়া কমিটির চেয়ারম্যান ডিংগাংলুং গাংমেই। এছাড়া মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় ভাল্লাও রয়েছেন দিল্লিতে। সোমবার তাঁদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বৈঠক হয়েছে বলে খবর।

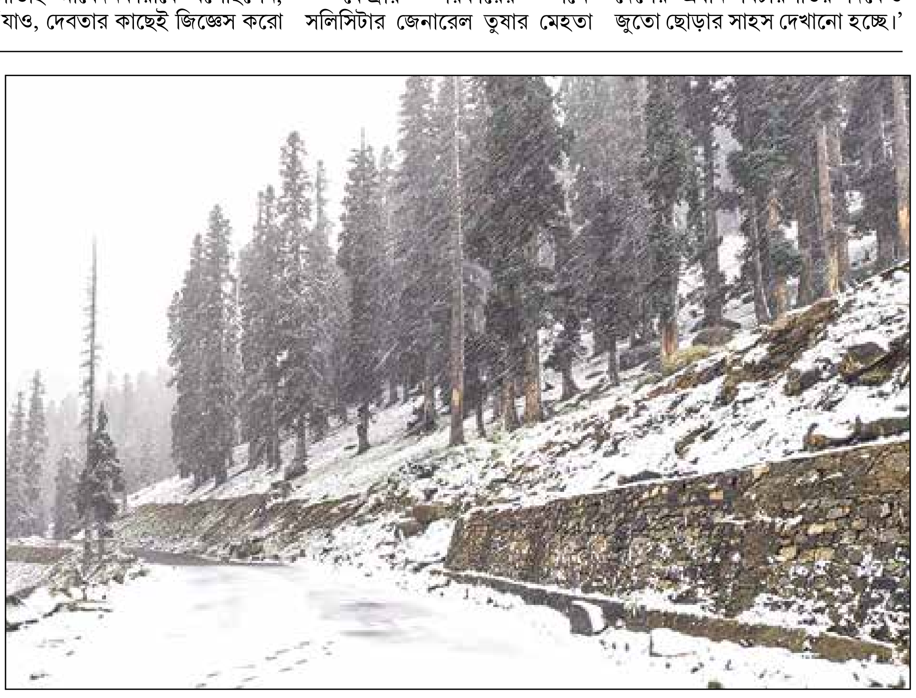

নৈসর্গিক... *সোমবার বরফের চাদরে ঢাকা কাশ্মীরের অনন্তনাগ।*

কটক হিংসায় গ্রেপ্তার ৮

কটক, ৬ অক্টোবর : ওড়িশার কটকে শনিবার রাতে প্রতিমা ভাসান দেওয়ার সময় তারস্বরে গান বাজানো নিয়ে দু'পক্ষের সংঘর্ষের পর পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় সোমবার আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সংঘর্ষে আহত হন ২৫ জন, যাঁদের মধ্যে দুই সিনিয়র পুলিশ অফিসারও রয়েছেন। বিশৃঙ্খলা রুখতে শহরে ৩৬ ঘণ্টার কার্ফিউ ও ২৪ ঘণ্টার ইন্টারনেট নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। পুলিশের দাবি, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে এবং চিহ্নিত দুষ্কৃতীদের ধরতে অভিযান চলছে।

ফ্রান্সে ইস্তফা প্রধানমন্ত্রীর

প্যারিস, ৬ অক্টোবর : দায়িত্ব গ্রহণের পর এক মাসও গেল না। ইস্তফা দিলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিয়ান লেকর্নু। সোমবার প্রেসিডেন্ট ইমান্যুয়েল ম্যাক্রঁর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন সেবাস্তিয়ান। তার কিছুক্ষণের মধ্যে সরকারিভাবে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের কথা ঘোষণা করা হয়। চলতি সপ্তাহেই সেবাস্তিয়ানের মন্ত্রীসভা গঠনের কথা ছিল। তাঁর পদত্যাগে ফ্রান্সের রাজনীতিতে জল্পনা শুরু হয়েছে। পদত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা না করলেও সেবাস্তিয়ান বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আমার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা হয়নি।'

পিকে-র চ্যালেঞ্জ

পাটনা, ৬ অক্টোবর : জন সুরজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর (পিকে) পাটনায় সাংবাদিক বৈঠক করে উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী এবং মন্ত্রী অশোক চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন। এই দুই হেভিওয়েট নেতার অবিলম্বে অপসারণ এবং গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়ে তিনি রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছেন। পালটা বিজেপির পক্ষ থেকে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

তবে চমক এখানেই শেষ নয়। নিজের দলের ফান্ডিং নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাবে পিকে জানান, গত তিন বছরে পরামর্শদাতা পরিষেবা থেকে তাঁর আয় হয়েছে ২৪১ কোটি টাকা, যার সবটাই বৈধ এবং যথাযথ আয়কর দেওয়া হয়েছে। এই বিপুল আয়ের ৯৮.৭৫ কোটি টাকা তিনি জন সুরজ পার্টিকে দান করেছেন বলেও দাবি করেন।

ভারতকে যুদ্ধবিমানের ধ্বংসস্তূপে চাপা দেব

হুঁশিয়ারি পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর

ইসলামাবাদ, ৬ অক্টোবর : সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়া বন্ধ না করলে পাকিস্তানের ইতিহাস, ভূগোল বদলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। এবার পালটা সুর চড়ালেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ।

সোমবার তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের রাজনৈতিক এবং সামরিক নেতৃত্বের সাম্প্রতিক মন্তব্য নিজেদের হারানো বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। অপারেশন সিঁদুরের ফল পাকিস্তানের অনুকূলে ০-৬। ওই ধাক্কা খাওয়ার পর ওরা ফের হামলা চালানোর চেষ্টা করলে আরও বড় বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।' মন্ত্রী আরও বলেন, 'আমাদের রক্ষাকারীরা ঈশ্বরের সৈনিক। ভারতকে এবার ওদের যুদ্ধবিমানের ধ্বংসস্তূপের নীচেই কবর দেওয়া হবে।'

গত শুক্রবার রাজস্থানের অনুপগড়ে সেনার এক অনুষ্ঠানে পাকিস্তানকে সতর্ক করে ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের উচিত সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে রাশ টানা। নয়তো ভূগোলে আপনাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানচিত্রে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া বন্ধ করুন।' সেনাপ্রধানের পাশাপাশি পাকিস্তানকে সতর্ক করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও। ভারতের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের কঠোর অবস্থান স্পষ্ট হতেই পালটা চাপের কৌশল নিল ইসলামাবাদ।

এভারেস্টে আটকে ২০০ পর্বতারোহী

বেজিং, ৬ অক্টোবর : পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর ছুঁতে গিয়ে 'পপাত ধরণীতল' অবস্থায় পড়তে হল দুঃসাহসী পর্বতারোহীদের। চিনের তিব্বতি ঢালে ভয়াবহ তুষারঝড়ে এভারেস্টের খাঁজে আটকে পড়েছেন শয়ে শয়ে পর্বতারোহী। ইতিমধ্যে প্রায় ৩৫০ জনকে স্থানীয় গ্রামবাসী ও উদ্ধারকর্মীরা নিরাপদে নামিয়ে এনেছেন বলে খবর। কিন্তু এখনও সেখানে আটকে রয়েছেন দু'শোরও বেশি পর্বতারোহী। শুক্রবার থেকে টানা তুষারপাত চলায় রবিবার পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। কামা উপত্যকায় আটকে পড়া পর্যটকদের মধ্যে কেউ কেউ ভিডিও দিয়ে জানিয়েছেন, প্রবল ঝোড়ো হাওয়া, বজ্রপাত আর তুষারধসের চাপে পথ পুরোপুরি ঢেকে গিয়েছে। এদিকে জাতীয় দিবস এবং মধ্য-শরৎ উৎসব উদযাপনের জন্য চিনের বিভিন্ন দপ্তর ১ অক্টোবর থেকে আট দিনের ছুটিতে বন্ধ থাকায় উদ্ধারকাজ ব্যাহত হচ্ছে।

উপাচার্য নিয়োগে জট কাটার ইঙ্গিত

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : কলকাতা, যাদবপুর সহ পশ্চিমবঙ্গের ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা কাটার ইঙ্গিত মিলল। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে উপাচার্য নিয়োগ মামলার শুনানি হয়। সেখানে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ইউইউ ললিতের নেতৃত্বাধীন বাছাই কমিটি সম্ভাব্য উপাচার্যদের নামের তালিকা জমা দেয়। এই তালিকায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্য উপাচার্যদের নামও রয়েছে।

সূত্রের খবর, তালিকায় থাকা কয়েকটি নাম নিয়ে রাজ্যপাল এবং রাজ্য সরকারের তরফে আপত্তি জানানো হয়েছে। তবে যেসব নাম নিয়ে কোনও পক্ষের আপত্তি নেই, তাঁদের মধ্যে থেকে ৮ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্য-রাজ্যপাল মতবিরোধের জেরে পশ্চিমবঙ্গের ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়েছে। এবার বাকি ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টিতেও উপাচার্য নিয়োগের পথ মসৃণ হল।

'মরে প্রমাণ করতে হবে'

ঢাকা, ৬ অক্টোবর : খুনের অভিযোগ উঠেছে আওয়ামি লিগের প্রবীণ নেত্রী তথা প্রাক্তন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী দীপু মণির বিরুদ্ধে। সোমবার ঢাকার আদালতে পেশ করা হলে নিজের দুরবস্থা নিয়ে সরব হন প্রবীণ নেত্রী। দীপু মণি জানান, তিনি অসুস্থ। জেলে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এভাবে চলতে থাকলে তাঁকে মরে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি অসুস্থ। প্রাক্তন মন্ত্রী বলেন, 'সম্প্রতি আওয়ামি লিগ নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী নূরুল মজিদ হুমায়ুন মারা গিয়েছেন। আমি জানতে পেরেছি, তাঁকে চারবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, পরে তিনি ঢাকা মেডিকেলে মারা যান। আমিও অসুস্থ। আমার ব্রেন পরীক্ষার প্রয়োজন। আমার চিকিৎসা দরকার। আমাদের কি মরে প্রমাণ করতে হবে যে আমরা অসুস্থ।'

নেতানিয়াহু'র কথায় ক্ষিপ্ত ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৬ অক্টোবর : শেষ হয়েও যেন শেষ হচ্ছে না গাজা সংকট। স্থায়ী সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে হামাস। শুধু তাই নয়, তাদের হেপাজতে থাকা ইজরায়েলি যুদ্ধবন্দিদের ফেরত দিতেও রাজি হয়েছে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠনটি। কিন্তু তারপরেও গাজার ওপর দফায় দফায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। ঘটনাপ্রবাহে ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, গাজায় ইজরায়েলের হামলা বন্ধ করতে শুক্রবার সেদেশের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ফোন করে ছিলেন ট্রাম্প। ইজরায়েলি নেতাকে হামলা বন্ধের অনুরোধ করেন তিনি। সেই প্রস্তাবে রাজি হননি নেতানিয়াহু। তাঁর বক্তব্য, 'হামাসের সঙ্গে শান্তিচুক্তি অর্থহীন। এতে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু নেই।' হামাসের পক্ষে ট্রাম্পের বয়ান জারি করা নিয়েও আপত্তি করেন নেতানিয়াহু। এ কথা শুনে ক্ষিপ্ত ট্রাম্প পালটা বলেন, 'আমি জানি না আপনি কেন সবসময় এত নেতিবাচক কথা বলেন। এটাকে একটা জয় বলে মনে করুন।'

তিনি আরও বলেন, 'বিবি (নেতানিয়াহুকে এই নামে ডাকেন ট্রাম্প) এটা আপনার জয়ের সুযোগ। ওরা (হামাস) রাজি হয়েছে। আর কোনও বিকল্প নেই। আমার সঙ্গে আপনাকেও রাজি হতে হবে।' তবে দীর্ঘ ফোনালাপ, অনুরোধের পরেও মার্কিন প্রেসিডেন্টের সুরে সুর মেলাতে রাজি হননি ইজরায়েলের শীর্ষ নেতা। হোয়াইট হাউস সূত্রে এমনটাই জানানো হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে, সংঘর্ষ বিরতি নিয়ে ইজরায়েলের প্রাথমিক আপত্তি সত্ত্বেও ট্রাম্প সরকারের তরফে দিনকয়েকের মধ্যেই গাজা শান্তি

শান্তি নিয়ে সংশয়

চুক্তির দিন ঘোষণা করা হতে পারে। তারপর দু'পক্ষের মধ্যে বন্দি বিনিময় হবে। ৪৭ জন ইজরায়েলি বন্দিকে ছেড়ে দেবে হামাস। বিনিময়ে ইজরায়েলের বিভিন্ন জেলে বন্দি কয়েকশো প্যালেস্তিনীয় মুক্তি পাবেন।

গত সপ্তাহে গাজায় সংঘর্ষবিরতির সমর্থনে বিবৃতি জারি করেছিল হামাস। তার কিছুক্ষণের মধ্যে হামাসের সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বয়ান দেন ট্রাম্প। তবে কয়েকদিন কেটে গেলেও এখনও সরকারিভাবে হামাসের সঙ্গে সমঝোতার প্রস্তাবে সায় দেয়নি ইজরায়েল।

শারদ পূর্ণিমায় গঙ্গায় প্রার্থনা। সোমবার প্রয়াগরাজে।

বিহারে ভোট নভেম্বরেই

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : বেজে গেল বিহারে ভোটের ঘণ্টা। নির্বাচন কমিশন সোমবার বিকেল সাড়ে চারটেয় এক সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে ঘোষণা করল বিহার ভোটের নির্ঘণ্ট। বিহারে আগামী বিধানসভা নির্বাচন হবে দুই দফায়, যা শুরু হবে ৬ নভেম্বর এবং শেষ হবে ১১ নভেম্বর। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ১৪ নভেম্বর, পুরো নির্বাচনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে ১৬ নভেম্বর। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এদিন বলেন, 'পোস্টাল ব্যালটের গণনা অবশ্যই ভোট গণনার শেষ দুই দফার আগে সম্পন্ন করতে হবে।' বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ শেষ হবে ২২ নভেম্বর ২০২৫-এ।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিহারে প্রথম দফা নির্বাচন হবে ৬ নভেম্বর (১২১ আসনে) এবং দ্বিতীয় দফা হবে ১১ নভেম্বর (১২২ আসনে)। ফলাফল ঘোষণা হবে ১৪ নভেম্বর। মনোনয়ন জমা ও প্রত্যাহারের সময়সূচি যথাক্রমে, প্রথম দফা জমা ১০ থেকে ১৭ অক্টোবর এবং প্রত্যাহার ২০ অক্টোবর। দ্বিতীয় দফা ভোটের জন্য মনোনয়ন জমা ১৩ থেকে ২০ অক্টোবর এবং প্রত্যাহার হবে ২৩ অক্টোবর।

জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, এই প্রথম ২২ বছর পর যে ধরনের সংশোধনী চালানো হয়েছে, তা ভোটার তালিকাকে 'শুদ্ধ' করার ক্ষেত্রে এক বিরাট পদক্ষেপ। তিনি বলেন, 'এসআইআর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা এখন আরও নির্ভুল হয়েছে। ২৪ জুন শুরু হওয়া এই প্রক্রিয়ায় ১ অগাস্ট খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়।' নতুন ভোটার তালিকা অনুযায়ী, বিহারে মোট ৭.৪২ কোটি ভোটার রয়েছে। যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩.৯২ কোটি এবং মহিলা ভোটার ৩.৫ কোটি। এছাড়া প্রথমবার ভোটদানের সুযোগ পাবে প্রায় ১৪ লাখ ভোটার। নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা বাড়াতে নতুন ভোটারদের জন্য এপিক ভোটার পরিচয়পত্র জারি করা হবে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এবার ভোট গ্রহণের স্বচ্ছতা বাড়াতে ১০০ শতাংশ বুথে ওয়েবকাস্টিং চালু করা হবে, যা পূর্বে ছিল ৫০ শতাংশ। ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে প্রার্থীদের ছবি রঙিন ও বড় ফন্টে প্রদর্শিত হবে। এর পাশাপাশি মোবাইল ডিপোজিট সুবিধা, ভোটারের তথ্যপত্রে পরিষ্কার সংখ্যা প্রদর্শন, ভোটারদের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ভোটিং স্টেশনে ভোটার সংখ্যা সীমিত (১২০০ ভোটার) করার ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

টি-সেল আবিষ্কারে বাজিমাত তিন বিজ্ঞানীর

চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল ২০২৫

স্টকহোম, ৬ অক্টোবর : ২০২৫ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মেরি ব্রাঙ্কো, ফ্রেড র‍্যামসডেল ও শিমোন সাকাগুচিকে। এই পুরস্কার তিন বিজ্ঞানীকে দেওয়া হয়েছে 'পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স' সংক্রান্ত তাঁদের গবেষণাকে স্বীকৃতি দিতে।

মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং কেন তা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে আক্রমণ করে না—সেই বিষয়েই মৌলিক গবেষণা করেছেন তিন বিজ্ঞানী। সোমবার রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি তাঁদের নাম ঘোষণা করে বলেছে, 'এই আবিষ্কার নতুন গবেষণার ক্ষেত্র গড়ে তুলেছে শুধু তা-ই নয়, একই সঙ্গে ক্যানসার ও অটোইমিউন রোগের মতো বিভিন্ন ব্যাধির নতুন চিকিৎসার সম্ভাবনা বাড়িয়েছে।'

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কাজ মূলত দেহকে ভাইরাস, ব্যাকটিরিয়া ও জীবাণুর হাত থেকে রক্ষা করা। কিন্তু সেই ব্যবস্থাই যদি উলটে নিজের

বাঁদিক থেকে মেরি ব্রাঙ্কো, ফ্রেড র‍্যামসডেল ও শিমোন সাকাগুচি।

শরীরের কোষগুলির ওপর আক্রমণ করে, তা হলে তৈরি হয় ভয়াবহ 'অটোইমিউন' ব্যাধি। কীভাবে এই অটোইমিউন রোগ থেকে শরীরকে সুরক্ষিত রাখা যায়, সেই জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মেরি, ফ্রেড ও শিমোন আবিষ্কার করেন এক বিশেষ ধরনের কোষ, যার পোশাকি নাম 'রেগুলেটরি টি সেল'। এই কোষ শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে।

১৯৯৫ সালে প্রথম এই কোষ চিহ্নিত করেন সাকাগুচি। পরে ব্রাঙ্কো ও র‍্যামসডেল 'ফক্সপি৩' জিন আবিষ্কার করেন, যা এই কোষের বিকাশ ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। এই আবিষ্কার অটোইমিউন রোগ, ক্যানসার চিকিৎসা ও অঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রযুক্তিতে নতুন দিগন্ত খুলে দেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

হওয়ার আগেই ধরা যাবে ক্যানসার

বোস্টন, ৬ অক্টোবর : ক্যানসার চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন হার্ভার্ডের গবেষকরা। একটি নতুন রক্তপরীক্ষা উদ্ভাবন করেছেন তাঁরা, যাতে অন্তত ১০ বছর আগেই ধরা যাবে মাথা ও ঘাড়ে ক্যানসারের থাবা পড়তে পারে কি না।

রোগ নির্ণায়ক এই পরীক্ষার নাম 'এইচপিভি-ডিপসিক'। এই পরীক্ষায় মানব পাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) সম্পর্কিত ক্যানসার ধরা যাবে রোগীর শরীরে উপসর্গ প্রকাশের অনেক আগেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথা ও ঘাড়ের ক্যানসারের প্রায় ৭০ শতাংশ এইচপিভি সংক্রান্ত। এখনও পর্যন্ত এই ধরনের ক্যানসারের জন্য কোনও স্ক্রিনিং পরীক্ষা কোথাও নেই।

এই গবেষণায় ইতিমধ্যে ৫৬টি নমুনা পরীক্ষা করেছেন হার্ভার্ডের গবেষকরা। ২৮টি নমুনা সেই ব্যক্তিদের যাঁরা পরবর্তীতে ক্যানসারে আক্রান্ত হন। অবশিষ্ট ২৮টি ছিল নিরোগ ও স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিদের।

ক্যানসার গবেষণায় মেশিন লার্নিং মডেল ব্যবহার করে পরীক্ষার কার্যকারিতা বাড়িয়েছেন গবেষকরা। এতে ক্যানসারের ২৮টি ঘটনার মধ্যে ২৭টি নির্ভুলভাবে

শনাক্ত হয়েছে, এমনকি ১০ বছর আগের নমুনা থেকেও। গবেষক দলের প্রধান ড্যানিয়েল ফাডেন জানিয়েছেন, এই পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যানসার ধীরে ধীরে শুরু হওয়ার সময়েই ধরা পড়বে, যা চিকিৎসার সাফল্য বাড়াবে এবং রোগীর জীবনকে দীর্ঘায়িত ও উন্নত করবে।

ফাডেনের কথায়, 'এই পরীক্ষা কেবল ক্যানসার নির্ণয় নয়, ভবিষ্যতে মাথা ও ঘাড়ের কর্কট গ্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক উদ্যোগেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।'

KOSMODEN
Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

বিপর্যয়ের ধাক্কা বাজারে

পাহাড় ও ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে একরাতের ব্যবধানেই শিলিগুড়িতে বেড়ে গেল সবজির দাম। বেশিরভাগ সবজিরই পাইকারি বাজারে দাম বেড়েছে প্রতি কেজিতে দু'টাকা থেকে পাঁচ টাকা। খুচরো বাজারে সেই বৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে পাঁচ টাকা থেকে দশ টাকায়। কিছু কিছু সবজি কেজিপ্রতি কুড়ি টাকা পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছে, আলোকপাত করলেন **শমিদীপ দত্ত**

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : সোমবার সকালে বাজার করতে গিয়ে অনেকেই ব্যবসায়ীদের কাছে অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, 'বেগুন, পটলের দাম এভাবে বেড়ে গেলে আমরা কী করে সংসার চালাব?' যদিও বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতি থাকলে এই মরশুমেই ভবিষ্যতে আরও দাম বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন পাইকারি ও খুচরো ফল ও সবজি সংগঠনের কর্তারা।

শিলিগুড়ি ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল এজেন্ট কমিশন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিব কুমার আশঙ্কার সুরে বলেন, 'রেগুলেটেড মার্কেটেই আজ স্কোয়াশ ৩০ থেকে ৩৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। শনিবার রাতের তাণ্ডবের রেশ কতদিন থাকবে জানা নেই।' আশঙ্কার কথা শোনা যাচ্ছিল বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরির গলায়ও। তিনি বলেন, 'মরশুমের শুরুতেই এই ধরনের প্রভাব গোটা মরশুমকেই ভোগাবে। তাই দাম বাড়ার আরও আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।'

রেগুলেটেড মার্কেটে দরদাম করে জানা গেল, রবিবার ও সোমবারের সবজির বাজারে দামের অনেকটাই হেরফের হয়ে গিয়েছে। বোঝা গেল, পাহাড় সহ উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ জায়গায় প্রার্কৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব বাজারে এসে পড়েছে অনেকটাই। পাইকারি বাজারে বেগুনের (গোল) কেজি প্রতি দাম রবিবার ৪০ টাকা থাকলেও সোমবার সেটা হয় ৪৫ টাকা। গাজর রবিবারের দাম ২০ টাকা থাকলেও সোমবার কেজি প্রতি ছিল ৩৫ টাকা। কুমড়ো ১৫ টাকা থেকে বেড়ে হয় ১৮ টাকা কেজি। রসুন কেজি প্রতি ৮০ টাকা থেকে বেড়ে হয় ১০০ টাকা। পটলের পাইকারি হিসেবে কেজি প্রতি এদিন দাম ছিল ৩০ টাকা।

খুচরো বাজারে এদিন সবজির দাম কেমন ছিল? বিভিন্ন বাজার ঘুরে পাওয়া তথ্যে দেখা গেল, রবিবারের বাজারে আলু ২০ টাকা থেকে ৩৫ টাকার মধ্যে থাকলেও এদিন ওই আলুর দাম ছিল কেজি প্রতি ২০ থেকে ৪০ টাকা কেজি। বেগুনের দাম কেজি দরে ৫০ টাকা থেকে ৬০ টাকার মধ্যে থাকলেও সোমবার ৬০ থেকে ৭০ টাকার মধ্যে রয়েছে। পটলের দাম রবিবার কেজি প্রতি ৬০ থেকে ৭০ টাকার মধ্যে থাকলেও এদিন ছিল ৬৫ টাকা থেকে ৮০ টাকার মধ্যে। ঢ্যাঁড়সের দাম রবিবার ৬০ থেকে ৭০ টাকা কেজির মধ্যে থাকলেও এদিন সেই দাম ছিল ৭০ থেকে ৮০ টাকার মধ্যে। কুমড়ো রবিবার কেজি প্রতি ৩০ টাকা ছিল। এদিন ৩৫ থেকে ৪০ টাকার মধ্যে ছিল। টমেটোর কেজি প্রতি দাম রবিবার ৩৫ থেকে ৪০ টাকা থাকলেও এদিন কেজি প্রতি দাম ছিল ৪৫ টাকা।

শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল এজেন্ট কমিশন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বলেন, 'পাহাড় থেকে প্রচুর পরিমাণে গাজর, স্কোয়াশ, ভেন্ডি আসে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি সহ কোচবিহারের একটা বড় অংশে চাষ হওয়া সবজির ওপর নির্ভর করে উত্তরবঙ্গের বাজার। সেখানে এই ধরনের বিপর্যয় প্রচুর সবজি নষ্ট করেছে। আমদানি কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।' আর এসবের মধ্যেই রীতিমতো কপালে ঘাম জমল বাজার করতে আসা অসীম রায়, ইন্দ্রজিৎ বিশ্বাসদের। ইন্দ্রজিৎ বললেন, 'এভাবে দাম বাড়তে থাকলে কী করে সংসার চলবে জানা নেই।'

কী ফারাক

শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটে

কেজিপ্রতি পাইকারি দর

- বেগুন (গোল) রবিবার ছিল ৪০ টাকা, সোমবার হয় ৪৫ টাকা
- গাজর ছিল ২০ টাকা, সোমবার বিক্রি হয় ৩৫ টাকা দরে
- রসুন ৮০ টাকা থেকে বেড়ে বিক্রি হয়েছে ১০০ টাকা দরে
- সাধারণ বেগুন ৫০-৬০ টাকা থেকে বেড়ে হয় ৬০-৭০ টাকা
- পটলের দাম রবিবারের তুলনায় বেড়েছে প্রায় ১০ টাকা
- ঢ্যাঁড়শের দামে বাজারে ফারাক ছিল প্রায় ২০ টাকার
- কুমড়ো রবিবার ৩০ থাকলেও এদিন ছিল ৩৫ থেকে ৪০ টাকা
- টমেটো ছিল রবিবার ৪০ টাকা, এদিন বিকোয় ৪৫ টাকা দরে

চুরির অপবাদে মহিলার ছবি দিয়ে পোস্ট

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : কার্নিভালে দুই পরিবারের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। সেই ঝামেলাকে কেন্দ্র করে পার্স চুরির অপবাদে এক মহিলার ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়াকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। যিনি ওই পোস্ট করেছিলেন, সংশ্লিষ্ট ওই তরুণের বিরুদ্ধে ওই মহিলা সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। মহিলার দাবি, ওই তরুণের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হয়েছিল। সেই সময় ওই তরুণ তাঁর ছবি তুলে নেন। পরে সেই ছবিই সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়ে পার্স চুরির অপবাদ দেওয়া হয়। এনিয়ে তিনি ক্ষোভ জানিয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অভিযোগকারী মহিলা জানিয়েছেন, পরিচিত একজনের সঙ্গে তিনি শনিবার কার্নিভাল দেখতে গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর মোবাইল ফোনে সমস্যা হচ্ছিল। যে পরিবারের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগে সরব হয়েছেন, ফোন করার জন্য তিনি সেই পরিবারের মহিলার কাছে মোবাইল চেয়েছিলেন। কিন্তু চেয়েও তিনি মোবাইল ফোন পাননি। উলটে, তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ করা হয় বলে অভিযোগ। দু'পক্ষে ঝামেলা বেধে যায়। যাঁর কাছে মোবাইল চাওয়া হয়েছিল তাঁর স্বামী ওই মহিলার ছবি তুলে পরে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন বলে অভিযোগ।

সেই পোস্টে অভিযোগকারী মহিলার ছবি দিয়ে লেখা রয়েছে 'এই মহিলা প্রথমে আমার স্ত্রীর কাছে মোবাইল চেয়েছিলেন। পরবর্তীতে আমরা খেতে চলে যাই। তখন খেয়াল হয় আমাদের পার্স নেই। মোবাইল চাওয়ার অছিলায় ওই মহিলা ও তাঁর সঙ্গে থাকা আর একজন পার্স চুরি করেছেন।' অভিযোগকারী মহিলার ক্ষোভ, 'সামান্য এক ঝগড়াকে কেন্দ্র করে এভাবে ছবি দিয়ে কেউ চোর অপবাদ দিয়ে বদনাম করতে পারে, সেটা কোনওদিন ভাবিনি। মিথ্যা অপবাদের জন্য ওই পরিবারের শাস্তি চাই।'

লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে কলার খোলের নৌকার পসরা। ছবি : সুশান্ত পাল

মন ভরল না ব্যবসায়ীদের

শিলিগুড়ি, ৬ অক্টোবর : সোমবার লক্ষ্মীপুজোর সকালে গোটা আকাশ ছিল কালো মেঘে ঢাকা। কোনওভাবে মাথায় প্লাস্টিক দিয়ে আকাশের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন অজয় দাস। বৃষ্টিতে তখন বিক্রির জন্য নিয়ে আসা মাটির ভাঁড়গুলি ভিজে গিয়েছে।

শনিবারের রাতে আচমকা মুষলধারে বৃষ্টিপাতের পর সমস্তকিছু বদলে যায়। রবিবার দিনজুড়ে বিষাদময় পরিস্থিতি থাকার পর সোমবার ভোররাত থেকে টানা বৃষ্টিতে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় শহরের জনজীবন। সকাল থেকেই অঝোরে বৃষ্টির কারণে রাস্তায় গাড়ি-বাইক চলাচল ছিল অনেকটাই কম। লক্ষ্মীপুজোর শেষ বাজারে কিছু মুনাফা লাভের আশায় বিধান রোডে পসরা নিয়ে বসেছিলেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু অঝোরে বৃষ্টি ধীরে ধীরে সেই আশায় জল ঢালতে শুরু করে। বৃষ্টির মধ্যেই লক্ষ্মীপুজোর বাজার করতে এসেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা পরেশ দাস। তাঁর কথাতেও উঠে এল, 'সত্যি আমরা এক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি।' পুজোর সামগ্রী নিয়ে বসা ব্যবসায়ী যখন হাল ছাড়তে শুরু করেছেন, তখনই প্রকৃতি কিছুটা হলেও আশার আলো জুগিয়েছিল। দুপুরের দিকে মেঘ সরিয়ে রোদের দেখা মিলতেই অনেকেই পুজোর শেষমুহূর্তের কেনাকাটা করতে বেরিয়ে পড়েন। ভিড় জমতেও শুরু করে। কিন্তু ততক্ষণে অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। অনেকটা ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। তাই শেষমুহূর্তের কেনাকাটাতে মন ভরল না ফুল ব্যবসায়ী বিলাশ সরকারের। হতাশার সুরে বললেন, 'লাভের তুলনায় সারাদিনটা লোকসানের মধ্যেই কেটে গেল।'

এদিন দুপুরের দিকে লক্ষ্মীপুজোর শেষমুহূর্তের কেনাকাটার জন্য কিছুটা ভিড় জমতেই কিছুটা বিকিকিনি হয়। ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপুজো নির্বিঘ্নেই হয়েছে। কিন্তু কোথাও যেন একটা অতৃপ্তির ছাপই ফুটে উঠল ব্যবসায়ীদের মধ্যে। এদিকে, বৃষ্টির মধ্যেই এদিন শহরের বিভিন্ন রাস্তায় লাগানো তোরণগুলোর কাপড় ছিঁড়ে যাওয়ায় বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়। গুরুংবস্তি দুর্গাপুজো কমিটির সদস্য সন্তোষ সাহা বলেন, 'আসলে দশমীর পরেই একাদশীর সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টির কারণে তোরণগুলো খুলতে পারছি না।'

DELHI PUBLIC SCHOOL
SILIGURI & FULBARI
+91 7829920209
+91 8695609514
CBSE AFFILIATION NO. 2430083 | CBSE AFFILIATION NO. 2430269
ANNOUNCES ADMISSION FOR ACADEMIC SESSION 2026-27
FROM 8th to 18th OCTOBER, 2025
DPS SILIGURI
CLASS 10 TOPPERS (2024-25)
LIMITED SEATS AVAILABLE
AISHANI DATTA 98.8%
NEER RANDER 98.4%
UTKARSH SHANDILYA 98.2%
SRITANU MANDAL 98%
DPS FULBARI
CLASS 10 & 12 TOPPERS (2024-25)
SURYA DEY 10th 97.8%
MANNAT SINGHANIA 10th 97.6%
MUDIT GOLCHHA 12th (COMMERCE) 97.8%
RIMI DAS 12th (HUMANITIES) 95.8%
CLASS 12 TOPPERS (2024-25)
RISHITA DUTTA (COMMERCE) 98.6%
MEENAKSHI KARMAKAR (HUMANITIES) 97.2%
SUJAL AGARWAL (SCIENCE) 96.8%
FORMS AVAILABLE
AT SCHOOL CAMPUS FOR ADMISSION IN PRE-NURSERY TO CLASS 9 & CLASS 11 FROM 9 A.M TO 4 P.M ON ALL DAYS, INCLUDING SATURDAYS & SUNDAYS
FORMS ARE ALSO AVAILABLE IN DPS SILIGURI & DPS FULBARI OFFICIAL WEBSITES
EducationWorld
THE HUMAN DEVELOPMENT MAGAZINE
DPS SILIGURI Ranked No.1 in West Bengal & 9th in India in the category of Best Co-Ed Day Cum Boarding School
DPS FULBARI Ranked No.1 in West Bengal & 2nd in India in the category of Emerging High Potential School
★ PREMIUM HOSTEL FACILITIES ★
WITH AC ROOMS
STATE - OF - THE - ART CLASSROOMS
HOSTEL RECEPTION
PREMIUM ROOMS
CLASSROOM
READING GARDEN
CLASSROOM
BUS FACILITY AVAILABLE
DELHI PUBLIC SCHOOL, SILIGURI
+91 7797866887
+91 7829920209
info@dpssiliguri.com
www.dpssiliguri.com
DELHI PUBLIC SCHOOL, FULBARI
+91 8695609514
+(91) 9734725745, 9734303675
info@dpsfulbarisiliguri.com
www.dpsfulbarisiliguri.com
SUBJECT COMBINATIONS FOR CLASSES 11 & 12
SCIENCE STREAM
English, Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, Mathematics, Informatics Practices, Hindi, Bengali, Economics, Physical Education, Entrepreneurship, Applied Mathematics, Psychology, Kathak, Painting
COMMERCE STREAM
English, Business Studies, Accountancy, Economics, Mathematics, Informatics Practices, Physical Education, Hindi, Bengali, Entrepreneurship, Applied Mathematics, Kathak, Painting, Legal Studies
HUMANITIES STREAM
English, Political Science, History, Geography, Economics, Informatics Practices, Physical Education, Hindi, Bengali, Entrepreneurship, Applied Mathematics, Psychology, Kathak, Painting, Legal Studies, Sociology

আরও ৮ দেহ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি হওয়া সব এলাকায় পৌঁছাতে পারেননি তাঁরা। রাস্তাঘাট বিপর্যস্ত। কোনও কোনও এলাকা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। ফলে সব জায়গায় এখনও ত্রাণ পৌঁছায়নি। দুধিয়ার ঐতিহ্যবাহী লোহার সেতু ভেঙে যাওয়ায় মিরিকের লাইফলাইন পুরোপুরি বন্ধ।

মিরিক পুরসভার প্রশাসক এলবি রাই জানান, মিরিকের ন'টি ওয়ার্ডই ক্ষতিগ্রস্ত। ১০২টি পরিবারের বাড়ি পুরোপুরি ধসে গিয়েছে। গ্রামাঞ্চলেও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে আসায় তিনি আশাবাদী রাজ্য সরকার পরিবারগুলির ঘর নির্মাণ থেকে শুরু করে ক্ষতিপূরণ বাবদ সহযোগিতা করবে।

আলিপুরদুয়ার-ফালাকাটা সড়কে চরতোর্ষা ডাইভারশন তড়িঘড়ি মেরামত করায় সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়। পাহাড়ে ধসে চাপা পড়ে গুরুতর জখমদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জখম প্রায় ৩০ জনের দার্জিলিং, সুখিয়াপোখরি, মিরিক এবং শিলিগুড়ির বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। মিরিক হাসপাতালে গিয়ে সোমবার চিকিৎসাধীনদের সঙ্গে দেখা করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট।

জিটিএ প্রধান অনীত থাপা বলেন, 'জিটিএ আধিকারিকরা ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিচ্ছেন। পুরো হিসাব পেলে রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে।' দিল্লি থেকে বাগডোগরায় নেমে এদিনই পাহাড়ের বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় যান রাজ্যসভা সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। কেন্দ্রীয় সরকার সমস্তরকম সহযোগিতা করছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

জলপাইগুড়ির ৮টি ব্লকই কমবেশি বন্যা পরিস্থিতির শিকার। নাগরাকাটা ছাড়াও ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ও ক্রান্তি ব্লকে বন্যাদুর্গতদের সংখ্যা অন্তত ৩০ হাজার বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। গাঠিয়া নদীর তাণ্ডবে নাগরাকাটায় কার্যত ধ্বংসস্তূপের চেহারা নিয়েছে টন্ডু বস্তি, হাজিপাড়ার মতো গ্রামগুলি। একই পরিস্থিতি ময়নাগুড়ির আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তারারবাড়ি, খাটোরবাড়ি ও খড়িবাড়িতে। ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি চা বাগানের সাহেববাড়ি ও দোলাইগাঁওয়ে সোমবারও জলবন্দি ৭৮টি পরিবার।

কোচবিহারে তোর্ষা সোমবার অনেকটাই শান্ত। রবিবারের দুর্যোগে মাথাভাঙ্গার ছাট খাটেরবাড়িতে মানসাইয়ের চর থেকে বহু গোরু ভেসে যায়। এতগুলো গোরু হারিয়ে জীবিকা সংকটে গোপালকরা। আলিপুরদুয়ার জেলাতেও সোমবার সব নদীর জল কমেছে। তবে বিশেষ করে কালচিনি, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাট এবং কুমারগ্রামের বিত্তিবাড়ি এলাকায় ঘরবাড়ির অবস্থা শোচনীয়।

কালচিনির সুভাষিণী চা বাগানের নদী লাইনে ৩৫টি বাড়িতে নদীর জল ঢুকেছিল বলে ঘর, বারান্দায় সোমবারও প্রায় ২-৩ ফুট কাদা রয়েছে। জল এখনও বইছে শ্রমিক লাইনের মধ্যে দিয়ে। রবিবার রাতেই শিসামারার জলস্তর কমে যাওয়ায় দুশ্চিন্তা দূর হয় শালকুমারহাট, নেপালিবস্তি, নতুনপাড়া, মুন্সিপাড়া, প্রধানপাড়া, সিধাবাড়ি ইত্যাদি গ্রামগুলিতে। তবে অনেকের বাড়িতে ডলোমাইটমিশ্রিত পলি জমে আছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

ছোটদের আবেগ, বড়দের ছায়া

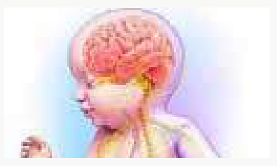

একটি শিশু যখন জন্ম নেয়, তখন তার স্নায়ুতন্ত্র পুরোপুরি বিকশিত হয় না। সে তার অভিভাবকের স্নায়ুতন্ত্র থেকে সাহায্য নেয়। তাই আপনার আবেগ আপনার শিশুর জন্য একটি কম্পাসের মতো কাজ করে। যখন আপনি শান্ত থাকেন, আপনার শিশুও নিরাপদ অনুভব করে। তার হার্ট রেট কমে এবং সে আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে কৌতূহলী হয়। যখন আপনি উদ্বিগ্ন বা রেগে থাকেন, তখন সেও তা অনুভব করে। তার হার্ট রেট বেড়ে যায় এবং সে অস্থির হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়াকে 'কো-রেগুলেশন' বলে। এর মাধ্যমে শিশু শেখে কীভাবে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আপনার স্নায়ুতন্ত্রই তার জন্য একটি মডেল তৈরি করে। সুতরাং, যখন আপনার শিশু অস্থির হয়, তখন বুঝবেন সে আপনার ভেতরের ঝড়টা অনুভব করছে। তখন নিজেকে শান্ত করুন এবং আপনার শিশুকে শান্ত করার মাধ্যমে তাকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করুন।

সবুজ বর্জ্য-শিকারি

সূর্যমুখী ফুল শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, এর রয়েছে আরও এক দারুণ ক্ষমতা। এই ফুল দূষিত মাটি থেকে ক্ষতিকর ভারী ধাতু শোষণ করতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'ফাইটোরেমিডিয়েশন'। গবেষণা অনুযায়ী, সূর্যমুখী ফুল শিকড়ের মাধ্যমে সিসা, ক্যাডমিয়াম, আর্সেনিক, ক্রোমিয়াম, তামা ও জিঙ্কের মতো বিষাক্ত পদার্থ শোষণ করে নিজের টিস্যুতে জমা করতে পারে। এই কারণে একে 'হাইপার অ্যাকিউমুলেটর' বলা হয়। পরিবেশ পুনরুদ্ধারের কাজে বিভিন্ন দেশে এটি ব্যবহার করা হয়। যেমন, শিল্পাঞ্চল বা নির্মাণ পরবর্তী সাইটগুলো পরিষ্কার করার জন্য সূর্যমুখী লাগানো হয়। এই পদ্ধতিটি প্রকৃতিকে দূষণমুক্ত রাখার এক সুন্দর উপায়।

ফোনে বিপদ শিশুদের

শিশুদের মাথার খুলি পাতলা। তাই মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন তাদের মস্তিষ্কে গভীরভাবে প্রবেশ করতে পারে। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শিশুরা বড়দের তুলনায় তাদের মস্তিষ্কের টিস্যুতে প্রায় দ্বিগুণ এবং অস্থিমজ্জায় ১০ গুণ বেশি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি শোষণ করে। আরেকটি গবেষণায় নিশ্চিত করা হয়েছে, শিশুরা একই অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় ৫০-৬০ শতাংশ বেশি শক্তি শোষণ করে। এই তথ্যগুলো বলছে যে, শিশুদের ফোন ব্যবহারে ঝুঁকি থাকতে পারে। যদিও দীর্ঘমেয়াদি গবেষণায় মোবাইল ফোন ব্যবহারের সঙ্গে ব্রেন ক্যানসারের কোনও সরাসরি যোগসূত্র পাওয়া যায়নি। তবু গবেষকরা সতর্কতামূলক কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন। যেমন- স্পিকার মোড ব্যবহার করা, কম কথা বলা এবং ফোন সরাসরি মাথা থেকে দূরে রাখা।

বয়স হলেও নতুন সুর

বয়স বাড়লেও আপনি যদি নতুন করে কোনও বাদ্যযন্ত্র বাজানো শেখেন, তাহলে ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি ৬৪ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারেন। সংগীত শেখার ফলে মস্তিষ্কে নতুন স্নায়ু সংযোগ তৈরি হয় এবং পুরোনো সংযোগগুলো আবার সাজানো যায়, যাকে 'প্লাস্টিসিটি' বলা হয়। এটি মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটার বাড়াতে সাহায্য করে, যা উচ্চতর জ্ঞানীয় দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত। বাদ্যযন্ত্র বাজানোর মতো জটিল কাজ স্মৃতিশক্তি, গতি এবং মনোযোগের মতো ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সংগীতচর্চা মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা কমাতেও সাহায্য করে, যা ডিমেনশিয়ার ঝুঁকির সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই বয়স যাই হোক না কেন, নতুন করে সংগীত শেখা কেবল একটি শখ নয়, বরং এটি আপনার মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য একটি চমৎকার উপায়।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে অভিযোগ জানাবেন খগেনের ছেলে

কান্নায় ভেঙে পড়লেন সাংসদের স্ত্রী

হরষিত সিংহ ও কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৬ অক্টোবর : টিভির পর্দায় স্বামীর রক্তাক্ত হওয়ার দৃশ্য তখন বারবারই দেখাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর স্ত্রী মঞ্জু কিসকু কান্নায় ভেঙে পড়েন। সেই অবস্থাতেই কোনওমতে বললেন, 'আমি একবার ফোন করে ওঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু উনি কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে নেই। আমি গোটা বিষয়টি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে জানাব।'

গোটা ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে মঞ্জুর দাবি, 'আমার স্বামী তো আর ওখানে লড়াই করতে যাননি। সাধারণ মানুষকে দেখতে গিয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা ওঁকে খুনের চেষ্টা করেন।'

ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত বলে অভিযোগ করেন সাংসদের ছেলে অনিমেষ। তিনি জানিয়েছেন, সবকিছু জানিয়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানাবেন। ঘটনার বিষয়ে দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরীও সরব হয়েছেন। বলেন, 'আমরা এ ধরনের হামলার ঘটনা কখনই সমর্থন করি না। তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? রাজ্যকে এই ঘটনার দায় নিতে হবে।'

শিলিগুড়ির নার্সিংহোমে খগেন মুর্মুর স্ত্রী মঞ্জু কিসকু। সোমবার।

> আমার স্বামী তো আর ওখানে লড়াই করতে যাননি। সাধারণ মানুষকে দেখতে গিয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা ওঁকে খুনের চেষ্টা করেন।
>
> **মঞ্জু কিসকু**
> খগেন মুর্মুর স্ত্রী

একজন সাংসদ আক্রান্ত হচ্ছেন।

খগেন সোমবার দলের নেতাদের সঙ্গে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় বন্যা পরিস্থিতি দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। সেই দৃশ্য মুহূর্তেই টিভি, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। তা দেখে সাংসদের পরিবারের সদস্যরাও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। খগেন মুর্মু পরিবার নিয়ে মালদা শহরের বাঁধ রোড সংলগ্ন বাড়িতে থাকেন। উত্তর মালদার বিভিন্ন কার্যক্রমে সফরসঙ্গী হিসেবে প্রায়ই তাঁর সঙ্গে স্ত্রীকে দেখা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের খবর নিতে গিয়ে স্বামীকে যে এই পরিস্থিতিতে পড়তে হতে পারে, তা মঞ্জু কোনওমতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। মোবাইল ফোনে বারবার স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু পারেননি। পরে অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার বিষয়ে যাবতীয় খোঁজখবর নেন। স্বামীর মঙ্গলকামনায় ঠাকুরঘরের সামনে হাতজোড় করে বসে পড়েন। হামলার ঘটনার পর চিকিৎসার জন্য সাংসদকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। সেই খবর পাওয়ার পর মঞ্জু ছেলে অনিমেষকে নিয়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা হন। রাতেই শিলিগুড়ি পৌঁছে নার্সিংহোমে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে যান।

মায়ের মতো ছেলেও ঘাসফুল শিবিরকে দুষে বলেন, 'গোটা ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত। এর পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসের মদত রয়েছে। সবকিছু জানিয়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানাব।'

ইশার বক্তব্য, 'কে বা কারা খগেন মুর্মুর উপর আক্রমণ করেছে তা বের করতে হবে। কোনও রাজনৈতিক রং দেখা চলবে না। আসলে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-নেত্রীরা হিংসাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তাঁদের জন্য গোটা দেশে বাংলার বদনাম হচ্ছে।'

মাদক সহ ধৃত ৬

কিশনগঞ্জ, ৬ অক্টোবর : দুটি পৃথক অভিযানে মাদক ও বিদেশি মদ সহ একটি গাড়ি ও দুটি বাইক বাজেয়াপ্ত করল কিশনগঞ্জের পোঠিয়া ও পাঠামারি থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে মোট ৬ জনকে। সোমবার ধৃতদের কিশনগঞ্জ আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন।

রবিবার রাতে পোঠিয়া থানার পুলিশ ইসলামপুর-পোঠিয়া সড়ক থেকে প্রায় ৬২ হাজার টাকার মাদক বাজেয়াপ্ত করে। গ্রেপ্তার করা হয় পানাসী গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ শাহরুল ও আম বাগান কলোনির বাসিন্দা অভয় সিংহ নামে দুই তরুণকে। ওই রাতেই আবার পাঠামারি থানার পুলিশ অমলঝাড়ি গ্রামের কাছে ৩২৭ই জাতীয় সড়কে একটি গাড়ি থেকে ৩৮২.৩৫০ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করে। গ্রেপ্তার করা হয় মহম্মদ দিলকাসাব, দুর্গানন্দ মাজি, সাগরকুমার যাদব ও সুভাষ পোদ্দারকে। ধৃতরা বিহারের আরারিয়া জেলার বাসিন্দা। দুটি ঘটনার তদন্ত চলছে।

কিশনগঞ্জে স্বস্তি

কিশনগঞ্জ, ৬ অক্টোবর : কিশনগঞ্জ জেলার নেপাল সীমান্তের দিঘলব্যাংক, টেরাগছ, গলগলিয়ার বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। কনকই, মেচি ও অন্য নদীগুলির জলস্ফীতি কমেছে। সোমবার সকাল থেকে সূর্যের দেখা মিলেছে। কিশনগঞ্জ ও নেপালে বৃষ্টি থেমেছে। গত রবিবার রাত থেকে যাঁরা আশ্রয় শিবিরে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই সপরিবারে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন। তবে দিঘলব্যাংক ও গলগলিয়ার আশ্রয় শিবিরে এখনও কিছু মানুষ রয়েছেন।

ডুয়ার্সে বাতিল বুকিং

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৬ অক্টোবর : জঙ্গলের রাস্তায় কোথাও হাঁটুসমান জল জমে রয়েছে। আবার কোথাও রাস্তাই আর নেই। বেহাল বেশ কয়েকটি কালভার্টের অবস্থাও। হাতির পিঠে করে পর্যটকদের যে এলাকায় ঘোরানো হয় সেখানেও জমে রয়েছে পলি। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ গরুমারার বেশিরভাগ নজরমিনার। জঙ্গল সাফারিও বন্ধ। এদিকে একের পর এক বুকিং বাতিল করছেন পর্যটকরা।

গত বছর দুয়েক থেকে পুজোর মরশুমে তেমন ভিড় হচ্ছে না ডুয়ার্স ও পাহাড়জুড়ে। তবে চলতি বছর পুজোর পর বুকিং জমে উঠতে শুরু করেছিল এই সমস্ত এলাকায়। তবে প্রকৃতির কোপে সে সবই ভেস্তে যেতে বসেছে। শনিবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টিতে ডুয়ার্সের অনেক জায়গায় জলে আটকে পড়েছিলেন পর্যটকরাও। সবথেকে বেহাল অবস্থা ডুয়ার্সের পর্যটনের প্রাণকেন্দ্র গরুমারায়। পলিতে ঢাকা পড়েছে মেদলা নজরমিনারে যাওয়ার রাস্তা। লাটাগুড়ি জঙ্গল সাফারির বিভিন্ন রাস্তায় হাঁটুসমান জল। কোথাও গাছ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে রয়েছে। জঙ্গল সাফারির কালামাটি যাওয়ার রাস্তায় একাধিক কালভার্টের অবস্থা বেহাল। রাস্তায় এতটাই কাদা যে সেখান দিয়ে পর্যটকদের ঘোরানো অসম্ভব।

একই অবস্থা হাতি সাফারির। জঙ্গলের যে অংশ দিয়ে হাতি সাফারি হয় সেই জায়গা ভরে গিয়েছে পাহাড়প্রমাণ পলিতে। বাধ্য হয়েই পর্যটকদের জন্য অনির্দিষ্টকাল বন্ধ মেদলা নজরমিনার ও জঙ্গল সাফারি। গরুমারা আর যাত্রাপ্রসাদ নজরমিনার ও চাপড়ামারিতে পর্যটকদের প্রবেশে অবশ্য বাধা নেই। তবে পর্যটকেরই তো দেখা নেই। লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত জানালেন, পরিস্থিতি বিবেচনা করে তারপর জঙ্গল খোলা হবে। প্রথমে পর্যটকদের নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। একই বক্তব্য গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে'রও।

এদিকে পরিস্থিতির জেরে একের পর এক বুকিং বাতিল হচ্ছে ডুয়ার্স ও ডুয়ার্স সংলগ্ন পাহাড়জুড়ে। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরাম এর যুগ্ম সম্পাদক বিপ্লব দে জানান, পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হয় সেদিকে আমাদের সবার নজর রয়েছে।

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'ডুয়ার্স এবং কালিম্পংয়ে যাওয়ার রাস্তায় কোনও সমস্যা নেই, একথা পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে হবে। কিছু বুকিং বাতিল হচ্ছে ঠিকই। তবে পর্যটকদের সঠিক তথ্য দিয়ে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।' একই কথা বলেছেন কালিম্পং জেলা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিজয়কুমার থাপাও।

'নিধিরাম সর্দার'

প্রথম পাতার পর

তিনটি কুইক রেসপন্স টিম থাকলেও তাদের কাছে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম নেই বললেই চলে।

দুই পাহাড়ি জেলা দার্জিলিং ও কালিম্পং ছাড়াও কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির মধ্য দিয়ে শতাধিক খরস্রোতা পাহাড়ি নদী, ঝোরা বয়ে গিয়েছে। উত্তরের অন্যপ্রান্তে গঙ্গা ও ফুলহর ফুঁসছে। এসবের মধ্যেই বিপর্যয় মোকাবিলার যৎসামান্য পরিকাঠামো নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। যা নিয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমিক ভট্টাচার্যের গলাতেও কটাক্ষের সুর। তাঁর কথায়, 'মেলা, খেলা, নাচ-গানে কোটি কোটি টাকা ওড়াচ্ছে রাজ্য সরকার। সেই টাকা ঘুরিয়ে কাটমানি হিসাবে তৃণমূলের নেতাদের পকেটে ঢুকছে। বিপর্যয় মোকাবিলা নিয়ে ভাবার সময় নেই মন্ত্রীসভার। বিপর্যয় হলে ত্রাণের টাকা লুট করতেই মজা পায় ওঁরা। তাই ওঁরা চায় বারেবারে বিপর্যয় নেমে আসুক।'

একাধিকবার ফোন করলেও সাড়া মেলেনি রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের মন্ত্রী জাভেদ খানের। সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া অবশ্য দাবি করেন বিপর্যয় মোকাবিলায় জেলায় জেলায় রাজ্য সরকারের যথেষ্ট পরিকাঠামো রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিপর্যয় মোকাবিলা, সেচ, দমকল, পুলিশ, অসামরিক প্রতিরক্ষা সব দপ্তর মিলিতভাবে পদক্ষেপ করে। দপ্তরগুলির মধ্যে সমন্বয় রেখেই বিপর্যয় রুখতে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। পাহারের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে।'

সেচমন্ত্রী বলছেন ঠিকই তবে বিপর্যয় মোকাবিলায় তাদের কাছে যে কোনওরকম পরিকাঠামোই নেই সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন জিটিএ'র জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মা। তাঁর কথা, 'দুর্যোগ মোকাবিলায় আমরা রাজ্য বা কেন্দ্রীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দলের উপরই নির্ভরশীল। আমাদের সেভাবে কোনও নিজস্ব পরিকাঠামো নেই।' উন্নয়ন খাতে শত শত কোটি টাকা মিললেও কেন ধসপ্রবণ জিটিএ এলাকায় দুর্যোগ মোকাবিলায় পরিকাঠামো হল না? জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার কথা, 'আমরা চেষ্টা করছি অত্যাধুনিক পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো তৈরি করার। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেইমতো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ হচ্ছে।' বিপর্যয় মোকাবিলার প্রশিক্ষণে উত্তরবঙ্গের জন্য শিলিগুড়ির কাছে হাতিঘিসায় একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র তৈরি করেছিল রাজ্য সরকার। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার সহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। পরিকাঠামোর অভাবে সেই কেন্দ্রটি ধুঁকছে। বেশিরভাগ সময়ই তালাবন্ধ থাকছে সেটি। এতসবের পরেও দুর্যোগ মোকাবিলায় হাল আদৌ ফিরবে কি না সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

নাগরাকাটায় মুখ্যমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সাহায্যের কথাও ঘোষণা করেন। রাজ্যপালের বক্তব্য, 'এখন রাজনীতির সময় নয়। সবাই মিলেই একজোট হয়ে এই দুর্যোগ মোকাবিলায় রাস্তায় নামতে হবে।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠন নিয়েও সরব হয়েছেন। তিনি বলেন, 'এব্যাপারে কেন্দ্রকে আগেই চিঠি দিয়েছি। কোনও সাড়া পাইনি। এটা হওয়া অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে উত্তরবঙ্গ আর কত ভুগবে। ভুটান থেকে ডুয়ার্সে ৫৬টি ছোট-বড় নদী নেমে এসেছে। একদিকে ওই নদীগুলি, অন্যদিকে সিকিমে ১৪টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। ঠিক যেভাবে দক্ষিণবঙ্গকে ভাসাচ্ছে ডিভিসি-মাইথন-পাঞ্চেত-ফরাক্কা। নাগরাকাটা সহ ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মিরিক, কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ের বিপর্যয়ের পেছনে ১২ ঘণ্টায় ৩০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত ও সেইসঙ্গে জল ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি কাজ করেছে বলে জানান মমতা। আগামী ৭ ও ৮ তারিখ হাই টাইড বা উঁচু জোয়ার আসার আশঙ্কা থাকায় বিশেষ করে কোচবিহার জেলাকে সতর্ক থাকার কথা বলেন তিনি।

ডুয়ার্স থেকে ফিরেই রাতে উত্তরকন্যায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি, উত্তরবঙ্গের আইজি সহ অন্যান্য দপ্তরের সচিব, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা ছিলেন। সূত্রের খবর, বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, নীচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনকে দ্রুত অন্য জায়গায় সরিয়ে নিতে হবে। ধসের জেরে এত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, এতগুলি মানুষ মারা গিয়েছেন। এই ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষজনকে এখনই নিরাপদ আশ্রয়ে অথবা ত্রাণশিবিরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যসচিব এবং পূর্ত দপ্তরের কর্তাদের গোটা উত্তরবঙ্গে ক্ষয়ক্ষতির একটা হিসেব করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সীমান্তের দিকেও কড়া নজর রাখার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন নিজে বামনডাঙ্গা চা বাগানে না গেলেও সকালে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারকে সেখানে পাঠিয়ে ছিলেন। ওই বাগানে ঢোকার একমাত্র রাস্তায় গাঠিয়া নদীর ওপর টানাটানি সেতুর অ্যাপ্রোচ রোডের একাংশ ভেসে যাওয়ায় ডিজি বোটে করে ওপারে গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখে আসেন। পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদের বেশ কিছু নির্দেশও দিয়ে যান।

মঙ্গলবার হাসিমারা থেকে মুখ্যমন্ত্রী কালিখোলায় আসেন। তিনি আর্তদের হাতে সরকারিভাবে বেশ কিছু সাহায্য তুলে দেন। যাঁরা বন্যায় বাড়িঘর হারিয়েছেন সমীক্ষার পর তা করে দেওয়া হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দুর্গতদের কারও কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, তা জানতে চান। লুকসানের আসমা খাতুন নামে এক মহিলা বলেন, '৪ অক্টোবর রাতের সেই ঘটনার পর থেকে মা আমিনা খাতুন নিখোঁজ। এদিকে কুজি ডায়না নদীর আগ্রাসনে আমরা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছি।' মুখ্যমন্ত্রী জেলা প্রশাসনকে বিষয়টি দেখার নির্দেশ দিয়ে যান।

দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলার পর ভেঙে যাওয়া কালিখোলা সেতু সংস্কারের কাজ দেখতে যান। তিনি বলেন, 'এখানে আরও দুটি সেতু ভেঙেছে। তিনটি সেতুর কাজই নতুন করে করা হবে। পাশাপাশি মিরিক যাওয়ার পথে যে সেতুটি ভেঙেছে পাহাড়ের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওই সেতু নির্মাণের কাজে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য এক বছর লাগবে।' তার আগে যাতায়াত যাতে বন্ধ না থাকে সেজন্য অস্থায়ীভাবে একটি সেতু দ্রুত করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিবকে। মঙ্গলবার তিনি মিরিকের রাস্তায় যতটা যাওয়া সম্ভব গিয়ে পরিস্থিতি দেখবেন বলেও জানিয়ে যান।

ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ির বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে ওখানে পাঠানো হয়েছিল। প্রশাসন পরিস্থিতি মোকাবিলায় দিনরাত এক করে কাজ করছে।'

কালিখোলার সেতু ভেঙে যাওয়ায় এদিন মুখ্যমন্ত্রী বানারহাট-গয়েরকাটা-জলপাইগুড়ি হয়ে উত্তরকন্যায় আসেন। পথে গয়েরকাটায় সাঁকোয়াঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে জ্যোতির্ময় কলোনির বাসিন্দারা ভিড় করেছিলেন। তাঁদের দেখে কনভয় থামাতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। জ্যোতির্ময় কলোনির বাসিন্দারা আংরাভাসা নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ সহ একাধিক দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। ফেরার সময় জলপাইগুড়ির ঢোকার আগে তিস্তা সেতুতে দাঁড়িয়ে জলস্তর কতটা বেড়েছে তা সরেজমিনে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন দুপুর ৩টা নাগাদ রাজ্যপালের কনভয় দুধিয়ায় পৌঁছায়। কবে এই পথে আবার যোগাযোগ স্বাভাবিক হতে পারে সেই বিষয়ে পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেন। এখান থেকে তিনি মিরিক বাজারের কমিউনিটি হলের ত্রাণশিবিরে যান। এখানকার দুটি ত্রাণশিবিরে ৫৫টি পরিবারকে রাখা হয়েছে। পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। প্রতিটি পরিবারকে ত্রিপল, কম্বল, রান্নার সরঞ্জাম, বালতি, শুকনো খাবার তুলে দেন।

পাশাপাশি তিনি ব্যক্তিগতভাবে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া প্রতিটি পরিবারকে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন। পাশাপাশি যাঁদের বাড়ি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁদেরও পরিবারপিছু ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা রাজ্যপাল জানিয়েছেন।

এখান থেকে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড়ে যান রাজ্যপাল। পোড়াঝাড়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে তিনি রিপোর্ট দেবেন বলে জানিয়েছেন। এলাকার বাসিন্দারা রাজ্যপালকে ঘিরে ধরে নিজেদের সমস্যার কথা জানান। রাজ্যপাল বেশ কয়েকজনের কথা শোনার পাশাপাশি শিশুদের হাতে চকোলেট তুলে দেন।

তথ্যসূত্র- শুভজিৎ দত্ত, রণজিৎ ঘোষ ও সাগর বাগচী

বামনডাঙ্গায় রক্ত ঝরল

প্রথম পাতার পর

বিধায়ক সহ বাকি নেতারা প্রায় ৮০০ মিটার দূরে গাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় আচমকা হামলা করেন বিক্ষোভকারীদের কয়েকজন। শংকরকে পিছন থেকে ধাক্কা মারা হয়। বড় পাথরের আঘাতে খগেনের গাড়ির কাচ ফেটে যায়। একটি বড় পাথরের টুকরো খগেনের চোখের তলায় এসে লাগে। রক্ত ঝরতে থাকে সেখান থেকে। তাঁরা গাড়িতে উঠলে সেখানে থাকা জনাকয়েক পুলিশকর্মী বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আহত সাংসদ ও বিধায়কদের মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে এনে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত দুজনকেই অবজার্ভেশনে রেখেছেন চিকিৎসকরা।

নাগরাকাটা থেকে কলকাতায় ফেরার পথে মাটিগাড়ার ওই হাসপাতালে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সাংসদ এবং বিধায়কের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। ফেরার পথে বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের শমীক বলেন, 'গোটা ঘটনায় সরাসরি তৃণমূল জড়িত। উত্তরের এই বন্যা পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই দায়ী।' শমীকের বক্তব্য, 'এটা মমতা মেড বন্যা। বাঁধের টাকা খেয়ে নিলে কি আর উন্নতমানের বাঁধ তৈরি করা সম্ভব? নাগরাকাটায় একজন আদিবাসীদের প্রতিনিধি সাংসদ, বিধানসভায় চিফ হুইপকে মারধর করা হল। কারা মারল সব ভিডিও আছে। আমরা পৌঁছানোর কিছুক্ষণ আগেই তো ডিজি ঘুরে গেলেন। কেন এলাকায় পুলিশ ছিল না? কেন পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করল না? সবটাই অর্গানাইজড ছিল।' তার আগে মঙ্গলবাড়িতেও শমীক বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে তালিবানি শাসন চলছে। সাংসদ বিধায়কদের নিরাপত্তা দিতে যেখানে পুলিশ ব্যর্থ সেক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণ কার কাছে অভিযোগ জানাবে?' শংকর ঘোষ বলেন, 'তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আমাদের খুন করার চেষ্টা করেছে। সেটা সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত।'

এদিকে, সাংসদকে মাটিগাড়ার হাসপাতালে আনতেই সেন্ট্রাল আইবি সহ সিআইএসএফের পদস্থ কর্তারা হাসপাতালে উপস্থিত হন। সাংসদের নিরাপত্তারক্ষীকেও হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। তাঁরও আঘাত লেগেছে। সমস্ত রিপোর্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে পাঠানো হয়েছে বলে দাবি রাজ্য বিজেপির সভাপতির।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানেও হামলার কথা পৌঁছায়। লুকসান এসে তিনি সবাইকে সংযত থাকার নির্দেশ দিয়ে যান। মমতা বলেন, 'কথা বলতে যাওয়ার অধিকার সবার আছে। তবে, এসময় যাঁরা সবকিছু হারিয়েছেন তাঁরা তাঁদের ক্ষোভের কথা বলবেই। সেটা সংযত হয়ে সবাইকে শুনতে হবে। একসঙ্গে ২৫-৩০টি গাড়ি নিয়ে এসে বন্যাদুর্গত এলাকায় কারও যাওয়া উচিত নয়। ফোটোশুট নয়, এসময় উচিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো।' এদিন শমীকের নেতৃত্বে আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়, নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা, ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মন এনডিআরএফ-এর বোটে গাঠিয়া নদী পেরিয়ে টন্ডু হয়ে বামনডাঙ্গায় যান। তাঁরা মডেল ভিলেজে গিয়ে কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। দুর্গতদের জন্য চালু করা একটি ত্রাণশিবিরে যান।

এদিকে, সাংসদ-বিধায়কের ওপর হামলার প্রতিবাদে এদিন সন্ধ্যায় নাগরাকাটা থানায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। ৮ জনের নামে এফআইআর দায়ের করা হয়। বিজেপির চা শ্রমিক নেতা অমরনাথ ঝা বলেন, '২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার না করা হলে জোরদার আন্দোলন হবে।'

তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, 'আমাদের দলের সবাই এখন ব্যস্ত বানভাসির পাশে দাঁড়াতে। কারও হাতে এত সময় নেই বিজেপির ওপর হামলা করার। ওঁদের জনপ্রতিনিধিদের কাজকর্মে ক্ষিপ্ত হয়ে কেউ এই ধরনের কাজ করেছে কি না তা বলতে পারব না।'

তথ্যসূত্র- শুভজিৎ দত্ত, রাহুল মজুমদার, রহিদুল ইসলাম, অভিষেক ঘোষ

নতুন ভোরের

প্রথম পাতার পর

এমনকি মোবাইলও চার্জ দিতে পারেননি তাঁরা। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ দুধিয়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সন্তোষ তামাং বলেছেন, 'রাজ্য সরকার যেভাবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কাজ করছে তাতে আমরা খুশি। আশা করছি, দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে।'

মঙ্গলবার বেলা ১২টায় মুখ্যমন্ত্রী দুধিয়ায় আসবেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। এদিন বিকেলে পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখেন।

মহিলাদের একদিনের বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের পর উচ্ছ্বাস হরমনপ্রীত কাউর, রিচা ঘোষ, জেমিমা রডরিগেজ, দীপ্তি শর্মা, রেণুকা সিং ঠাকুরদের। কলম্বোয়।

নাম না করে পাকিস্তানকে কটাক্ষ ইরফানের

আরও একটা রবিবার...

কলম্বো, ৬ অক্টোবর : এশিয়া কাপে টানা তিন রবিবার পাকিস্তানকে দুরমুশ করেছিল সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেড। যার মধ্যে ছিল ফাইনালের জয়ও। ৫ অক্টোবর ছিল আরও একটা রবিবার। মঞ্চটা শুধু বদলে গিয়েছিল। এশিয়া কাপের বদলে মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপ। কিন্তু পাকিস্তানকে হারানোর 'অভ্যাসে' কোনও পরিবর্তন হয়নি ভারতের। সূর্যদের বদলে এবার হরমনপ্রীত কাউররা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ৮৮ রানে হারিয়ে মহিলাদের ওডিআইয়ে টানা একডজন জয় তুলে নিয়েছে।

গত তিনটি রবিবারের মতো এদিনও ভারতের সামনে দাঁড়াতে পারেনি পাকিস্তান। মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতের টানা দ্বিতীয় জয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ট্রোলের বন্যা বইছে। যে স্রোতে গা ভাসিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। নাম না করে পাকিস্তানের উদ্দেশে ইরফানের কটাক্ষ, 'আরও একটা রবিবার... ঘুম থেকে ওঠো, খাওয়াদাওয়া করে, ম্যাচ জেতো, ঘুমাতে যাও।'

এশিয়া কাপে সূর্যকুমাররা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, 'খেলার মাঠেও অপারেশন সিঁদুর। ফলাফল একই। ভারত জিতল। আমাদের ক্রিকেটারদের অভিনন্দন।' এবার হরমনপ্রীতদের জয়ে তৃপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা লিখেছেন, 'পারফেক্ট স্ট্রাইক। ভারতের মহিলা দল ওডিআই বিশ্বকাপে একচ্ছত্র আধিপত্য রেখে ম্যাচ জিতল। আমাদের দলের জন্য গোটা দেশ গর্বিত। আগামী ম্যাচগুলির জন্য শুভেচ্ছা রইল।'

ওডিআইয়ে টানা একডজন জয়ে উচ্ছ্বসিত ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীত বলেছেন, 'খুবই খুশি। আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল। আশা করি, প্রতিটি ভারতবাসীও আমাদের পারফরমেন্সে খুশি হবে।'

ব্যাট হাতে গুরুত্বপূর্ণ ২৫ করার সঙ্গে বোলিংয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন অফস্পিনার দীপ্তি শর্মা। শুধু তাই নয়, ডাইরেক্ট থ্রোয়ে পাকিস্তানের মুনিবা আলিকে রানআউট করেন তিনি।

> মেয়েরা অসাধারণ। বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয়। মেয়েরা ছয়টি ক্যাচ ধরেছে। দুইটি রানআউট। চাপের মুখে স্মৃতি মান্ধানা দুইটি ভালো ক্যাচ ধরেছে। একটি ভালো ক্যাচ, ডাইরেক্ট হিটে রানআউট-ওয়েল ডান হরমনপ্রীত। দীপ্তি স্লিপে ভালো ফিল্ডিং করেছে। রানআউটের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। -মুনীশ বালি

> খুবই খুশি। আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল। আশা করি, প্রতিটি ভারতবাসীও আমাদের পারফরমেন্সে খুশি হবে। -হরমনপ্রীত কাউর

যার জন্য ম্যাচের পর ড্রেসিংরুমে সেরা ফিল্ডারের মেডেল পেয়েছেন দীপ্তি। বলেছেন, 'ভগবান মহান।' দীপ্তিদের পারফরমেন্সে খুশি দলের ফিল্ডিং কোচ মুনীশ বালি বলেছেন, 'মেয়েরা অসাধারণ। বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয়। মেয়েরা ছয়টি ক্যাচ ধরেছে। দুইটি রানআউট। চাপের মুখে স্মৃতি মান্ধানা দুইটি ভালো ক্যাচ ধরেছে। একটি ভালো ক্যাচ, ডাইরেক্ট হিটে রানআউট-ওয়েল ডান হরমনপ্রীত। দীপ্তি স্লিপে ভালো ফিল্ডিং করেছে। রানআউটের ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে।'

৩ উইকেট নিয়ে ক্রান্তি গৌড়। শুরুতে বল হাতে তাঁর দাপটেই কোণঠাসা হয়ে যায় পাকিস্তান।

প্রশ্ন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক রামিজের

পাকিস্তান আদৌ মাঠে ছিল তো?

কলম্বো, ৬ অক্টোবর : ১৪ সেপ্টেম্বর, ২১ সেপ্টেম্বর, ২৮ সেপ্টেম্বর, ৫ অক্টোবর। তারিখগুলির মধ্যে মিল কোথায় বলুন তো? মস্তিষ্কে বেশি জোর দেওয়ার দরকার নেই। এই চারদিনই বাইশ গজে পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করেছে ভারত। কাকতালীয়ভাবে চারটিই ছিল রবিবার। তিনবার পুরুষ দল। একবার মহিলা দল। তাই বলাই যায়, রবিবার মানে এখন শুধু ছুটির দিন নয়। ক্রিকেট মাঠে পাকিস্তানকে হারানোরও দিন।

এশিয়া কাপে সূর্যকুমার যাদবদের কাছে হারের হ্যাটট্রিকের যন্ত্রণা পাকিস্তানের ক্রিকেটপ্রেমীদের মন থেকে কোনওদিন যাবে কিনা, তা নিয়ে গবেষণা চলতেই পারে। সেই ক্ষত শুকানোর আগেই মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে ফাতিমা সানা ব্রিগেডকে ৮৮ রানে হারিয়েছেন হরমনপ্রীত কাউররা। পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামলে হেরেই ফিরবে- এটাই যেন এখন ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে দেশের ক্রিকেটারদের এহেন জঘন্য পারফরমেন্সে রামিজ রাজা, শোয়েব আখতারদের মতো প্রাক্তনরাও সত্যি বলতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন।

রবিবার মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে ভারতের সামনে ফাতিমাদের অসহায় আত্মসমর্পণের পর প্রাক্তন পাক অধিনায়ক রামিজের প্রশ্ন, 'পাকিস্তান দল আদৌ মাঠে ছিল তো? ভারতের কাছে এই ম্যাচ নতুন কিছু ছিল না। কারণ এখন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হলে সবাই জানে, ভারতই জিতবে। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পাকিস্তানকে তো মাঠে খুঁজেই পাওয়া গেল না। ভারতের স্পিনারদের সামনে আমাদের ব্যাটাররা দাঁড়াতেই পারেনি। ৫০ ওভারের ক্রিকেটে গোটা ম্যাচ ভালো খেলতে হয়। সেখানে আমাদের মেয়েরা বিক্ষিপ্তভাবে ভালো খেলল। বেশিরভাগ সময়টাই সাদামাঠা। এভাবে অন্তত হরমনপ্রীত কাউর, স্মৃতি মান্ধানাদের মতো বিশ্বমানের ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে জেতা যায় না। পাকিস্তান এটা যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই মঙ্গল।'

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জঘন্য হারে চলতি বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করেছিল পাকিস্তান। সেদিন প্রাক্তন পাক স্পিডস্টার শোয়েব বলেছিলেন, 'পাকিস্তানের মহিলা দল একমাত্র পাকিস্তানের পুরুষ দলকে হারাতে পারবে।' রবিবার ভারতের কাছে ফাতিমাদের হারের পর মনে হচ্ছে, শোয়েবের ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থ ছিল। কারণ আর যাই হোক, শুক্তোর মশলা দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করা যায় না। পাকিস্তানের মিডিয়াও যথারীতি ফাতিমাদের ছিঁড়ে খাচ্ছে।

রবিবার দীপ্তি শর্মার ডাইরেক্ট থ্রোয়ে পাক ওপেনার মুনিবা আলি অদ্ভুতভাবে রানআউট হন। যা নিয়ে মাঠে আম্পায়ারের সঙ্গে তর্ক জুড়েছিলেন ফাতিমা। যদিও পাকিস্তানের ছিঁচকাঁদুনি থামিয়ে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি) জানিয়েছে, আম্পায়ার মুনিবাকে আউট দিয়ে কোনও ভুল করেননি।

ভারতের বিরুদ্ধে হারের যন্ত্রণার মাঝেই শাস্তি পেলেন পাক ব্যাটার সিদরা আমিন। ৮১ রান করে আউট হওয়ার পর ব্যাট মাটিতে আছাড় মারেন তিনি। যার জন্য তাঁকে এক ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে।

৮১ রান করেও সিদরা আমিন পাকিস্তানের লজ্জা আটকাতে পারেননি।

সব উপরওয়ালাই লিখে রেখেছিলেন : সিরাজ

হায়দরাবাদ, ৬ অক্টোবর : স্বপ্ন দেখেছিলেন অটোচালক বাবা।

পূরণের দায়িত্বে কোনও কসুর করেননি ছেলেও। বাকিটা ইতিহাস। মহম্মদ সিরাজের উত্থান, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের রঙিন মঞ্চে দাপিয়ে বেড়ানো কোনও চমকপ্রদ কাহিনীর চেয়ে কম নয়।

ইংল্যান্ডের মাটিতে দলের কান্ডারি হয়ে ওঠা থেকে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আহমেদাবাদ টেস্টে গুঁড়িয়ে দেওয়া, চোখধাঁধানো সিরাজ-দাপট অব্যাহত। তিনদিনে খেলা শেষ। ১০ অক্টোবর দ্বিতীয় তথা সিরিজের শেষ টেস্টের আগে বাড়তি বিশ্রাম। বিশ্রামের ফাঁকেই ভাসলেন স্মৃতিরোমন্থনে। ফিরে দেখলেন নিজের লড়াই, সাফল্য, বাবার আত্মত্যাগ, কঠিন সময়ের দিনগুলি। 'অটোচালকের ছেলে অটো চালাবি যা' কটাক্ষে শুনতে শুনতে বলে শান দেওয়া। চোয়াল কষা লড়াইয়ে সাফল্যের তাগিদ খুঁজে নেওয়া। বাকিটা সবার সামনে।

ইংল্যান্ড সফরে ১৮৫.৩ ওভার বল করেন। দুই দলের একমাত্র পেসার হিসেবে ৫টি টেস্টে খেলার ধকল সামলেছেন। নিয়েছেন সিরিজের সর্বাধিক ২৩ উইকেট। হায়দরাবাদ এক্সপ্রেস মহম্মদ সিরাজের কাছে সবই উপরওয়ালার হাত।

উপরওয়ালার হাত

লর্ডসে হারের পর ওভাল টেস্ট। হ্যারি ব্রুকের ক্যাচ ধরেও বাউন্ডারি লাইন স্পর্শ করা- সবকিছুতেই উপরওয়ালার হাত। সিরিজের শেষদিনে ওদের দরকার ছিল ৩৫ রান। সকাল ৬টার সময় ঘুম ভেঙে যায়। কেন জানি না? হঠাৎই ঘুম ভাঙে। ঘুম থেকে উঠে মন বলছিল এখান থেকেও ম্যাচ জেতা সম্ভব। উপরওয়ালাও হয়তো লিখে রেখেছিলেন, 'যা হিরো হয়ে যা'।

'রুটের দিকে তাকাতামই না, কথা বলা দূর'

ওয়ার্কলোড

ইংল্যান্ডে পা রাখার পর একমাত্র টার্গেট ছিল সিরিজের সর্বাধিক উইকেট (২৩ উইকেট) নেওয়া। সেরাটা দিতে হবে, একশো শতাংশ ফিট থাকতে হবে, সব ম্যাচ খেলব- এই তাগিদটা ছিল নিজের মধ্যে। বুমরাহভাই (জসপ্রীত বুমরাহ) সব ম্যাচে খেলতে পারবে না জানার পর দলের দ্বিতীয় সিনিয়ার পেসার হিসেবে বাড়তি দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে বদ্ধপরিকর ছিলাম।

আগ্রাসী ক্রিকেট

আগ্রাসন গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেটা অবশ্যই মাঠের মধ্যে, বাইরে নয়। বাইরে আমি বিন্দাস বান্দা। বাইশ গজে কিন্তু প্রতিপক্ষকে কোনও ছাড় নয়। আর তা না হলে, কীসের ক্রিকেট? গোটা সিরিজে যার ব্যতিক্রম হয়নি। শুভমান গিল জিজ্ঞাসা করেছিল, সব ম্যাচে খেলতে পারব কিনা। ওকে আশ্বস্ত করেছিলাম। বলেছিলাম, আমি পুরো ফিট, প্রস্তুত সব ম্যাচ খেলতে।

রুট বনাম সিরাজ

একবার রেগে গেলে, যতক্ষণ না উইকেট পাব, সেই রাগ কমে না আমার। জো রুট ওয়ার্ল্ড ক্লাস ব্যাটার। যখনই আমার দিকে ও তাকাত, মুখে হাসি লেগে। তাই ওকে যখন দেখতাম, আমারও হাসি চলে আসত। ওই একজনই আমাকে সবসময় শান্ত রাখতে পারে। তাই ইংল্যান্ড সফরে ঠিক করেছিলাম, আর রুটের দিকে তাকাবই না! কথা বলা তো দূর।

জসপ্রীত বুমরাহ

জসসিভাইয়ের পিঠের চোটটা মারাত্মক ছিল। বড় অস্ত্রোপচার করাতে হয়। অনেকে ভেবেছিলেন, আর বোলিংই করতে পারবে না। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো, আবারও চেনা ছন্দে। ভারতীয় দলের জন্য জসসিভাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ভারতীয় সমর্থকদেরও যা বোঝা উচিত। ও আমাদের দলের শিরদাঁড়া। বিশ্রাম নিয়ে যখন সম্ভব হবে খেলবে। এই ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারবে একমাত্র জসসিভাই।

অটোচালকের ছেলে

নানা কটাক্ষের মুখোমুখি হতে হয়েছে। সাফল্য পেলে সমর্থকরা, গোটা বিশ্ব বলবে, সিরাজের চেয়ে ভালো বোলার নেই। আবার পরের ম্যাচে ব্যর্থ হলেই 'এ কীরকম বোলার? বোলিং ছেড়ে বাবার (প্রয়াত) সঙ্গে অটো চালাও!' এক ম্যাচে হিরো তো পরের ম্যাচে জিরো! দ্রুত মন বদলায় মানুষ। তাই ঠিক করেছি, কে কী বলছে, বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করব না। সতীর্থরা, পরিবার কী ভাবছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।'

স্বপ্নের ফর্ম

ইংল্যান্ডে প্রতিটি উইকেটের জন্য ঘাম ঝরাতে হয়েছে। আহমেদাবাদের ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেও। পরিশ্রম না করলে কেউ উইকেট দিয়ে যাবে না। অস্ট্রেলিয়ায় জসসিভাই দুরন্ত বোলিং করেছিল। আমিও ২০ উইকেট নিই। আইপিএলেও ছন্দে ছিলাম। যা আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।

শিল্ডের প্রস্তুতি শুরু মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে না যাওয়ার বিতর্কের মাঝেই আইএফএ শিল্ডের প্রস্তুতি শুরু করে দিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

সামরিক বাহিনীর নিয়মে আপাতত বন্ধ ময়দান। তাই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডেই শিল্ডের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। বেশ কয়েকদিন ধরে বাগান সমর্থক ও ফ্যান ক্লাবগুলির মধ্যে গুজব ছিল শিল্ডে নাও থাকতে পারেন স্প্যানিশ কোচ। কিন্তু রবিবার রাতেই তিনি কলকাতায় পৌঁছে যান। এদিনের অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন দুই বিদেশি জেসন কামিন্স ও জেমি ম্যাকলারেন। দুইজনেই বেড়াতে যান ছুটিতে। এদিনই যোগ দেওয়ার কথা থাকলেও ফেরার উড়ান ধরতে না পারায় আসতে পারেননি। দল সূত্রে খবর, এদিন রাতেই তাঁরা এসে পৌঁছাবেন ও মঙ্গলবার থেকে অনুশীলনে তাঁদের দেখা যাবে। এছাড়া জাতীয় দলের সঙ্গে সফররত সাহাল আব্দুল সামাদ, দীপক টাংরি ও লিস্টন কোলাসো এদিনের অনুশীলনে ছিলেন না। বাকি চার বিদেশি সহ সকলেই ছিলেন শিল্ডের প্রস্তুতিতে। বিশেষ করে দিমিত্রিস পেত্রাতোসকে যথেষ্ট চনমনে লেগেছে ছুটি কাটিয়ে ফিরে আসায়। এদিন লক্ষ্মীপুজোর জন্যই সম্ভবত অনুশীলনে দেখা যায়নি সমর্থকদের। সম্ভবত ক্ষোভের মুখে পড়তে হতে পারে আশঙ্কা থেকে এদিন নিরাপত্তার কড়াকড়ি ছিল অনুশীলনে। কিন্তু শেষপর্যন্ত অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেনি কোনও সমর্থক না থাকায়।

রিজার্ভ দল আনছে শ্রীনিধি ডেকান

এদিকে, ইস্টবেঙ্গলের গ্রুপে থাকা শ্রীনিধি ডেকান এফসি রিজার্ভ দল নিয়ে আসছে বলে খবর। আর তাতেই খানিকটা ভাবনা বদলাচ্ছে লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁর। তিনিও সম্ভবত বুধবার প্রথম ম্যাচে রিজার্ভ দলের ফুটবলার ও সিনিয়ারদের মিলিয়ে মিশিয়ে খেলাতে পারেন। আর যেহেতু ডুরান্ড কাপে নামধারী এফসি খানিক বেগ দিয়েছিল ওই ম্যাচ এবং অবশ্যই ডার্বির জন্য আলাদা ভাবনা থাকবে।

'অভিমান' শো দেখতে 'হাউসফুল' মেলবোর্ন

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : বিরাট কোহলি নেই। নেই রোহিত শর্মাও।

'রোকো'-র অনুপস্থিতিতেও ভারত-অস্ট্রেলিয়া টি২০ সিরিজ নিয়ে আগ্রহের পারদ তুঙ্গে। ৩১ অক্টোবর মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত টি২০ ম্যাচে ইতিমধ্যেই হাউসফুল বোর্ড ঝুলছে। সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য যে টিকিট রাখা হয়েছিল তার একটাও আর অবিক্রিত নেই।

অজি দ্বৈরথে ডিভিলিয়ার্সের ঘোড়া অভিষেক

তিন সপ্তাহ আগেই সব টিকিট নিঃশেষিত! ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে সোমবার একথা জানানো হয়েছে। ভারত-অস্ট্রেলিয়া ওডিআই সিরিজের টিকিটের চাহিদাও ঊর্ধ্বমুখী। পরবর্তী অ্যাসেজ সিরিজের হালও একইরকম। তবে ক্রিকেটপ্রেমীদের সবচেয়ে আগ্রহ মেলবোর্নে ভারত-অস্ট্রেলিয়া টি২০ ম্যাচ ঘিরে।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও টড গ্রিনবার্গ বলেছেন, 'আশা করছি, বিশাল সংখ্যক দর্শক মেলবোর্ন টি২০ ম্যাচে উপস্থিত থাকবে। টি২০ সিরিজ নিয়ে আগ্রহ বুঝিয়ে দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-ভারত দ্বৈরথের সঙ্গে ক্রিকেটপ্রেমীদের আবেগ কতটা জড়িয়ে।'

সফরে ওডিআই এবং টি২০ মিলিয়ে মোট ৮টি ম্যাচ খেলবে ভারত। দুই সিরিজ মিলিয়ে ১৩ দিনের মধ্যেই ১ লক্ষ ৭৫ হাজারের বেশি টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বাস, বাকি টিকিটও দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। ১৯ অক্টোবর পারথে ওডিআই ম্যাচ দিয়ে সফর শুরু করবে ভারত। ওডিআই সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ ২৩ ও ২৫ অক্টোবর। টি২০ সিরিজের শুরু ২৯ অক্টোবর মানুকা ওভালে।

এবি ডিভিলিয়ার্সের বিশ্বাস, ক্রিকেটপ্রেমীদের নিরাশ করবেন না অভিষেক শর্মা। শুভমান গিল ও অভিষেক-এশিয়া কাপে ওপেনিং জুটিতে 'অভিমান' শো রং ছড়িয়েছে। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের মাটিতেও তা জারি থাকবে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ব্যাটার বলেছেন, 'কেরিয়ারের সেরা ফর্মে রয়েছে অভিষেক। টি২০-তে এই মুহূর্তে সেরা ওপেনার। অস্ট্রেলিয়া সফরে ওর ব্যাটিং দেখার জন্য মুখিয়ে আছি। ওখানকার পিচে বাউন্স রয়েছে। পিচও দ্রুতগতির, যা উপভোগ করবে অভিষেক।'

> কেরিয়ারের সেরা ফর্মে রয়েছে অভিষেক। টি২০-তে এই মুহূর্তে সেরা ওপেনার। অস্ট্রেলিয়া সফরে ওর ব্যাটিং দেখার জন্য মুখিয়ে আছি। ওখানকার পিচে বাউন্স রয়েছে। পিচও দ্রুতগতির, যা উপভোগ করবে অভিষেক।
>
> **এবি ডিভিলিয়ার্স**

অভিষেকের ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এবি আরও জানান, অফের দিকে হাত খুলতে পছন্দ করে। পয়েন্টের ওপর দিয়ে বিগহিট নিতে পারে। লেগসাইড, থার্ডম্যানের ওপর দিকে ট্রেডমার্ক ছক্কাও রয়েছে। সবমিলিয়ে অলরাউন্ড ব্যাটিং। অভিষেকের যে ব্যাটিং দেখাটা উপভোগ্য।

আইপিএল টিম সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সহকারী কোচ সাইমন হেলমটের কথায়, গত বছর ব্যাটিং স্টান্সে হালকা পরিবর্তন করেছিল অভিষেক। ফলে উইকেটের দুই প্রান্তে শট খেলতে সুবিধা হচ্ছে। সহজে বলের লাইনে যেতে পারছে। বরাবরই একটু দেরিতে শট খেলে অভিষেক। শট খেলার সময় মাথার পজিশনও ঠিকঠাক। সবমিলিয়ে স্কিলের সঙ্গে ব্যাটিং আগ্রাসন-যার সুফল সবার সামনে।

ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে বিস্ফোরক আথারটন

'ক্রীড়াসূচিতে স্বচ্ছতা আনুক আইসিসি'

লন্ডন, ৬ অক্টোবর : এশিয়া কাপ অতীত। যদিও বিতর্ক এখনও পিছু ছাড়েনি। ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারতীয় দল খেতাব জিতলেও ট্রফি এখনও অধরা! এহেন পরিস্থিতিতে আইসিসি টুর্নামেন্টে ভারত-পাক ম্যাচের 'ড্র' নিয়ে স্বচ্ছতার দাবি জানালেন মাইকেল আথারটন। টুর্নামেন্টের পারদ চড়াতে, বাড়তি আয়ের জন্য ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হবেই, এমনভাবে সূচি তৈরি করা হয়। আর যে সূচি নিয়ে অভিযোগও কম হয় না। আথারটন চান যা বন্ধ হোক। স্বচ্ছতা আনা হোক ক্রীড়াসূচি তৈরির সময়।

আথারটনের যুক্তি, দ্বিপাক্ষিক সিরিজের আকর্ষণ ক্রমশ কমছে। ফলে গুরুত্ব বাড়ছে আইসিসি ইভেন্টে। বিশেষত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট না খেলার ফলে দুই দলের সমর্থকরা আইসিসি-র টুর্নামেন্টের দিকে তাকিয়ে থাকে। যা কাজে লাগাচ্ছে আইসিসি, সম্প্রচার সংস্থা।

এশিয়া কাপে ভারত-পাক ম্যাচ ঘিরে বিতর্কের দিকে ইঙ্গিত করে আথারটনের কথায়, অতীতে ক্রিকেট দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অন্যতম মাধ্যম ছিল। এখন তা রাজনৈতিক প্রচারের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি ক্রীড়াসূচি তৈরিতে মাথায় রাখা হচ্ছে আর্থিক লাভ। সম্প্রচার সংস্থা চাইছে দুই দেশের 'বৈরিতাকে' কাজে লাগাতে। আথারটনের মতে, প্রতি টুর্নামেন্টে ভারত-পাক ম্যাচ রাখতেই হবে, এমনটা জরুরি নয়। ক্রীড়াসূচিতে স্বচ্ছতা আনুক আইসিসি, তাতে যদি ভারত-পাক ম্যাচ না পড়ে, ক্ষতি নেই।

আগরকারের চাপেই অধিনায়ক শুভমান!

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : চাপ ছিল। আর সেই চাপের পরিণাম টিম ইন্ডিয়ার ওডিআই দলের নয়া অধিনায়ক শুভমান গিল!

রোহিত শর্মার বয়স হয়েছে। আপাতত তিনি ৩৮। হিটম্যান চাইলেও ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে পারবেন কিনা, স্পষ্ট নয়। কিন্তু তার আগেই টিম ইন্ডিয়ার ওডিআই দলের নেতৃত্ব বদল হয়ে গিয়েছে। নতুন নেতা হিসেবে শুভমানের নাম ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। দলের একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে ১৫ অক্টোবর মিশন অস্ট্রেলিয়ার বিমানে উঠবেন রোহিত। সঙ্গে থাকবেন বিরাট কোহলিও। মনে করা হচ্ছে, 'রোকো' জুটি স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে একদিনের সিরিজের পরই ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করবেন।

কিন্তু তার আগে বারবার প্রশ্ন উঠছে, কেন হিটম্যানকে নেতৃত্ব থেকে সরতে হল। গতকাল রোহিতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অভিষেক নায়ার হিটম্যানকে সরানো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আজ একই পথে হেঁটেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার মহম্মদ কাইফও। অধিনায়কের পদ থেকে কেন রোহিতকে সরানো হল, সেই প্রশ্ন তুলে আজ জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারকে একহাত নিয়েছেন। আগরকারকে কাঠগড়ায় তুলে দিয়ে কাইফ বলেছেন, 'রোহিত ঠিক কী ভুল করেছে? কেন ওকে নেতৃত্ব থেকে সরানো হল? সিদ্ধান্তটা কি একা আগরকারের? নাকি এর মধ্যে আরও রহস্য রয়েছে?'

আগরকারের সমালোচনা করার পাশে তাঁর এমন সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন কাইফ। বলেছেন, 'রোহিত একজন অসাধারণ ক্রিকেটার। দুর্দান্ত ব্যাটার। তার চেয়েও বেশি করে এমন একজন অধিনায়ক, দলে যার গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বিশাল। একজন অধিনায়ককে তার দায়িত্ব থেকে সরানোর জন্য ঠিক কী কারণের প্রয়োজন হয়, সেটাই বুঝতে পারছি না আমি।' হিটম্যান যদি ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ খেলতে চান, আর জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনা যদি আলাদা হয়, তাহলে রোহিতের মতো অভিজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন বলেও জানিয়েছেন কাইফ।

রোহিতকে নিয়ে নিয়মিত বেড়ে চলা বিতর্কের মাঝে আজ সর্বভারতীয় এক দৈনিকে আরও সাংঘাতিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, কোচ গম্ভীর সহ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট মনে করছে, রোহিত থাকলে দলের পরিবেশ নষ্ট হতে পারে। কেন এমন মনে করা হচ্ছে? জানা গিয়েছে, টিম ইন্ডিয়া এখন যেহেতু খুব বেশি একদিনের ম্যাচ খেলে না। তাই রোহিতকে দলের অধিনায়ক রাখতে হলে তিন ফরম্যাটে তিন অধিনায়ক হয়ে যেত। এই জায়গায় কোচ গৌতম গম্ভীর, জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারদের প্রবল আপত্তি ছিল। হিটম্যান নিয়ে বিতর্কের আবহে আজ আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য সামনে এসেছে।

বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছে, শুভমান এখনই একদিনের দলের অধিনায়ক হতে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। বরং তিনি তাঁর সিনিয়ার সতীর্থ রোহিতের হাতেই একদিনের দলের নেতৃত্বের ব্যাটন দেখতে চাইছিলেন। বাস্তবে সেটা হয়নি। শুভমানের ভাবনা গম্ভীর-আগরকার জুটির সঙ্গে আলোচনার সময়ই বাউন্ডারির বাইরে চলে যায়। রোহিতকে সরিয়ে নয়া নেতা হয়ে যান শুভমান। আর অধিনায়কের পদ থেকে রোহিতকে সরানো নিয়ে বিতর্কও তাই চলছে।

পরিকাঠামো, অর্থের অভাবে ব্যর্থতা : চেজ

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : সবই আজ অতীত!

সাফল্য নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা অব্যাহত। সঙ্গে রয়েছে বর্তমান প্রজন্মের ক্রিকেট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ঘটনাও।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট মানেই এখন সোনালি অতীত ও ব্যর্থতার কালো মেঘ। টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের প্রথম টেস্টেও তাই হয়েছে। আড়াই দিনের মধ্যে ইনিংসে হার। আর সেই হারের পর ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের অনিশ্চয়তায় ভরা ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছে আরও জল্পনা। কীভাবে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের সুদিন ফিরতে পারে, কারও জানা নেই। কিন্তু সমস্যাটা ঠিক কোথায়, ধরে ফেলেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট দলের অধিনায়ক রোস্টন চেজ।

সর্বভারতীয় এক দৈনিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক তাঁর দেশের ক্রিকেটীয় পরিকাঠামোর পাশে অর্থের অভাবের কথা তুলে ধরেছেন দুনিয়ার দরবারে। বলেছেন, 'পরিকাঠামো, সুযোগসুবিধার দিক থেকে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট এখনও সেই পুরোনো দিনেই পড়ে রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে অর্থের অভাবও।' দীর্ঘসময় ধরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট ব্যর্থতার আঁধারে। কেন ভিভিয়ান রিচার্ডস, ম্যালকম মার্শাল, জোয়েল গার্নার, ক্লাইভ লয়েড, ব্রায়ান লারাদের দেশের ক্রিকেটের এমন বেহাল দশা, প্রশ্নটা বহুবার উঠেছে। অতীতে কখনও কোনও ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক এত স্পষ্টভাবে তার জবাব দিতে পারেননি। আজ সেটাই করেছেন রোস্টন। বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, যদি পরিকাঠামো ও আর্থিক সংস্কার করা যায় আমাদের দেশের ক্রিকেটে, তাহলে হয়তো ছবিটা বদলাবে। চলতি ভারত সফরেই ফের আমরা বুঝতে পারছি, বাকিদের তুলনায় কতটা পিছিয়ে পড়েছি আমরা।'

বল হাতে ২ উইকেট নিলেও প্রথম টেস্টে ব্যাটে ছাপ ফেলতে পারেননি রোস্টন চেজ।

প্রয়াত বার্নার্ড জুলিয়েন

ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক যেদিন তাঁর দেশের বেহাল ক্রিকেটীয় পরিকাঠামোর কথা স্বীকার করে নিয়েছেন, সেদিনই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের অতীত দিনের তারকা বার্নার্ড জুলিয়েন প্রয়াত হয়েছেন। ১৯৭৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যখন প্রথমবার একদিনের বিশ্বকাপ জিতেছিল, সেই সাফল্যে বল হাতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। বার্নার্ডের প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কিংবদন্তি লয়েডও।

অধিনায়ক হলেন দ্রাবিড় পুত্র

বেঙ্গালুরু, ৬ অক্টোবর : আসন্ন ভিনু মানকড় ট্রফিতে কর্ণাটক দলকে নেতৃত্ব দেবেন রাহুর দ্রাবিড়ের ছেলে আনভয় দ্রাবিড়।

৯ অক্টোবর থেকে দেরাদুনে ভিনু মানকড় ট্রফি শুরু হবে। চলবে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। গত মরশুমে এই প্রতিযোগিতায় কর্ণাটকের হয়ে সর্বাধিক রান করেছিলেন আনভয়। এবারও দলের মূল ভরসা দ্রাবিড় পুত্র।

এদিকে, দুই মরশুম পর আসন্ন রনজি ট্রফিতে কর্ণাটক দলে ফিরছেন করুণ নায়ার। তাঁকে সৌরাষ্ট্র ম্যাচের জন্য দলে রাখা হয়েছে। গত দুই মরশুম বিদর্ভের হয়ে খেলেছিলেন করুণ। আসন্ন রনজিতে কর্ণাটক দলকে নেতৃত্ব দেবেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল।

রাজ্য দলে ১৩ জন জলপাইগুড়ির

জলপাইগুড়ি, ৬ অক্টোবর : ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ১০-১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ন্যাশনাল জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। ১০৪ জনের বাংলা দলে রয়েছেন জলপাইগুড়ির ১৩ জন অ্যাথলিট- প্রশান্ত ওরাওঁ, সাগর রায়, অলীক রায়, স্বপ্নিল দত্ত, বিকি বর্মন, অভিজিৎ রায়, শচীন রায়, অনুষ্কা কর, মণিকা রাহা, তনুশ্রী মহালদার, প্রিয়া বিশ্বাস, নন্দিনীদেব সিংহ এবং মৌসুমী পারভিন। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল বলেছেন, 'আমরা আশাবাদী একাধিক পদক এনে খুদে অ্যাথলিটরা জলপাইগুড়ির নাম উজ্জ্বল করবে।'

নয়াদিল্লিতে বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্সে সফল ভারতীয় খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র পোস্ট করা ছবি।

প্যারা অ্যাথলেটিক্সে নজির ভারতের

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : প্রথমবার বিশ্ব প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত শেষ করেছে পদক তালিকায় ১০ নম্বরে। যা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে ভারতের সেরা সাফল্য। ঘরের মাঠে ১০টি সোনা, ৯টি রুপো এবং ৭টি ব্রোঞ্জ সহ মোট ২২টি পদক এসেছে ভারতের ঝুলিতে।

এই সাফল্যের জন্য ভারতীয় অ্যাথলিটদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সামাজিক মাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) মোদি লিখেছেন, 'প্যারা অ্যাথলিটদের ঐতিহাসিক সাফল্য।

শুভেচ্ছা বার্তা মোদির

২২টি পদক জিতে তাঁরা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সেরা পারফরমেন্স দেখিয়েছেন। তাঁদের সাফল্য অগণিত মানুষকে প্রেরণা জোগাবে। দলের প্রত্যেক সদস্যের জন্য আমি গর্বিত। তাঁদের ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। একইসঙ্গে দিল্লিতে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা আমাদের জন্য সম্মানের।'

পদক তালিকার শীর্ষে রয়েছে ব্রাজিল। তাদের পদক সংখ্যা ৪৪। সোনা ১৫, রুপো ২০ ও ব্রোঞ্জ ৯। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে চিন ও ইরান। ১৩টি সোনা সহ চিনের সংগ্রহ ৫২টি পদক। অন্যদিকে, ইরানের ঝুলিতে এসেছে ৯টি সোনার সঙ্গে মোট ১৬টি পদক।

শেষ দিন ভারতের ঝুলিতে আসে ৩ রুপো এবং ১টি ব্রোঞ্জ। দর্শকদের নজর ছিল প্যারিস প্যারালিম্পিকে এফ৪১ জ্যাভলিন ইভেন্টে সোনাজয়ী নভদীপ সিংয়ের দিকে। তবে এদিন তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় রুপোতেই। ৪৫.৪৬ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে তিনি শেষ করেন ইরানের সাদেঘ বেইত সায়াহর পেছনে। ইরানের জ্যাভলিন থ্রোয়ার ৪৮.৮৬ মিটার ছুড়ে সোনা জেতেন।

শিমরন শর্মা পিঠের সমস্যা নিয়েও রুপো জিতেছেন মহিলাদের ২০০ মিটার টি১২ ইভেন্টে। প্রীতি পাল রুপো জেতেন মহিলাদের ১০০ মিটার শুটিংয়ে টি৩৫ ক্যাটিগোরিতে। খেলার মাঝেই পিস্তল কাজ করছিল না তাঁর। তবে সমস্যা সামলে ঠান্ডা মাথায় কাজ হাসিল করেন তিনি।

শেষমুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে ব্রোঞ্জ জিতে ভারতের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেন সন্দীপ। তাঁর পদক এসেছে ছেলেদের ২০০ মিটার দৌড়ে টি৪৪ ক্যাটিগোরিতে। নিজের ব্যক্তিগত সেরা ২৩.৬০ সেকেন্ড সময়ে ব্রোঞ্জ আনেন তিনি।

গত বছর কোবে প্যারা অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত ৬ সোনা সহ ১৭ পদক জিতেছিল। এতদিন পর্যন্ত সেটাই ছিল ভারতের সেরা সাফল্য। দিল্লিতে সেই নজির ভেঙে দিলেন ভারতীয় প্যারা অ্যাথলিটরা।

রনজি ট্রফির মাধ্যমে ক্রিকেটে ফিরছেন ঋষভ

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর : ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর। সব ঠিকমতো চললে চলতি মাসেই ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন ঋষভ পন্থ।

গত জুলাই মাসে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজের চতুর্থ টেস্টের সময় ক্রিস ওকসকে রিভার্স সুইপ মারতে গিয়ে পায়ের পাতায় চোট পেয়েছিলেন ঋষভ। পরে জানা যায়, তাঁর পায়ের পাতার হাড় ভেঙেছিল। ভাঙা পা নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে খেললেও তারপরই দেশে ফিরে আসেন পন্থ। মাঝের সময়ে চোট সারিয়ে ফিট হওয়ার পালা। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে দীর্ঘসময় রিহ্যাব করে এখন প্রায় ফিট টিম ইন্ডিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটার। জানা গিয়েছে, বড় অঘটন না হলে দিল্লির হয়ে ২৫ অক্টোবর থেকে রনজি ট্রফির ম্যাচও খেলবেন তিনি।

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স থেকে এখনও ফিট শংসাপত্র পাননি ঋষভ। সূত্রের খবর, ১০ অক্টোবরের মধ্যেই তাঁকে পুরো ফিট ঘোষণা করা হবে। তারপরই মাঠে ফেরার চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করবেন তিনি। ঋষভের রনজি খেলার পরিকল্পনার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি রোহন জেটলিও। তাঁর কথায়, 'দিল্লির হয়ে ২৫ অক্টোবর থেকে রনজি খেলার কথা আমাদের জানিয়েছে পন্থ। হয়তো খেলবেও ও। কিন্তু তার আগে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্স থেকে ফিট শংসাপত্র পেতে হবে ওকে।' ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফেও ইঙ্গিত, রনজি খেলেই ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন ঋষভ। বোর্ডের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, 'ঋষভ এখন প্রায় ফিট। একশো শতাংশ ফিট হতে হয়তো আরও কয়েকদিন সময় লাগবে ওর। শেষ কয়েকদিনে পন্থের ফিটনেসের অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়েছে। দ্রুত ঋষভের মাঠে ফেরার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী।'

রনজি শুরু হচ্ছে ১৫ অক্টোবর থেকে। তার আগেই ঋষভের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরুর কথা। বোর্ডের একটি সূত্রের দাবি, সব ঠিকমতো চললে ২৫ অক্টোবর থেকে দিল্লির হয়ে রনজি খেলার পাশে ঘরের মাঠে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজের স্কোয়াডেও ফিরতে চলেছেন ঋষভ। ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট। সম্ভবত সেই টেস্টের মঞ্চেই ফের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন ঋষভ।

দ্রুততম '২৫০' গুয়ার্দিওলা

লন্ডন, ৬ অক্টোবর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে নয়া নজির ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার।

এতদিন ইপিএলে কোচ হিসেবে সবচেয়ে কম সময়ে ২৫০ ম্যাচ জয়ের রেকর্ড ছিল কিংবদন্তি স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসনের নামে। তিনি ৪০৪ ম্যাচে এই নজির গড়েছিলেন। আরেক কিংবদন্তি কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গার ৪২৩ ম্যাচের মাথায় এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। এবার দুই কিংবদন্তিকেই ছাপিয়ে গেলেন পেপ।

রবিবার ব্রেন্টফোর্ডের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে ম্যান সিটি। এই জয়ের সুবাদেই কোচ হিসেবে ২৫০ ম্যাচ জয়ের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন পেপ। মাত্র ৩৪৯ ম্যাচেই এই নজির গড়েছেন তিনি। দুই কিংবদন্তি কোচকে ছাপিয়ে যেতে পেরে উচ্ছ্বসিত স্বয়ং পেপ। বলেছেন, 'স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন ও আর্সেন ওয়েঙ্গারের মতো কিংবদন্তির পাশে স্থান পাওয়া বিশেষ সম্মানের। আমি ওঁদের দুইজনকেই একদিন ডিনারে আমন্ত্রণ জানাব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ইপিএলের ইতিহাসের অংশ হতে পেরে ভালো লাগছে। আমি ক্লাব, খেলোয়াড় ও সকল স্টাফকে ধন্যবাদ জানাব। এবার আরও আড়াইশো ম্যাচ জেতাই লক্ষ্য।'

এদিকে ম্যান সিটির গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডকে থামানো যাচ্ছে না। দেশ কিংবা ক্লাব, গোল করেই চলেছেন তিনি। রবিবার ব্রেন্টফোর্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচের একমাত্র গোলটিও তাঁরই করা। নিজের কেরিয়ারে প্রথমবার টানা ৯ ম্যাচেই গোল পেয়েছেন নরওয়ের এই স্ট্রাইকার। আপাতত ক্লাব ও দেশ সব মিলিয়ে গত ১১ ম্যাচে ১৮ গোল করে ফেলেছেন হাল্যান্ড।

নিজের ছেলের সঙ্গে সময় কাটানোই এই দুরন্ত ফর্মের মূল রহস্য বলে মনে করেন হাল্যান্ড। তিনি বলেছেন, 'এত ভালো ছন্দে আগে কখনও ছিলাম না। এই ফর্ম ধরে রাখতে গেলে শারীরিক সক্ষমতার পাশাপাশি মানসিকভাবে নিজেকে তৈরি রাখতে হবে। বাড়ি ফেরার পর ছেলের সঙ্গে সময় কাটিয়ে নিজেকে মানসিকভাবে চাঙ্গা রাখি।'

> স্যর অ্যালেক্স ফার্গুসন ও আর্সেন ওয়েঙ্গারের মতো কিংবদন্তির পাশে স্থান পাওয়া বিশেষ সম্মানের। আমি ওঁদের দুইজনকেই একদিন ডিনারে আমন্ত্রণ জানাব। -পেপ গুয়ার্দিওলা

অন্যদিকে ব্রেন্টফোর্ডের বিরুদ্ধে চোট পেয়েছেন ম্যান সিটির স্প্যানিশ তারকা রড্রি। ফলে তাঁকে আসন্ন বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে দেখা যাবে না বলেই স্পেনের জাতীয় দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **বিনায়ক (বিলে) :** ১৮ তম শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অনেক অনেক ভালোবাসা। বাবা (বিরেন), মা (বিউটি), শিলিগুড়ি। ঠাম্মা (ভবেশ্বরী), আলিপুরদুয়ার।

কলকাতায় আসা নিয়ে সমস্যায় ফুটবলাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবর : বন্যায় বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত। ফলে কলকাতায় আসা নিয়ে সমস্যায় উত্তরের ফুটবলাররা।

আইএফএ শিল্ডের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে সবকয়টি দলই প্রস্তুতিতে মগ্ন। ইউনাইটেড স্পোর্টসও তাদের ব্যতিক্রম নয়। তবে ট্রেন বাতিল থাকায় উত্তরের তিন ফুটবলার সুজল মুন্ডা, আদিত্য থাপা ও বিকি থাপা এখনও অনুশীলনে যোগ দিতে পারেননি। এঁদের মধ্যে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে সুজল বলেছেন, 'আমার বাড়ির কাছেই তোর্ষা নদীর অবস্থা ভালো নয়। তার ওপর কলকাতায় যাওয়ার ট্রেন বাতিল। ফলে অনুশীলন শুরু হলেও সেখানে যোগ দিতে পারিনি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমাদের এলাকায় এখনও জল জমেনি। তবে যেভাবে বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে বেশ আতঙ্কে রয়েছি।'

মঙ্গলবার অবশ্য ট্রেনে করে কলকাতায় রওনা দেওয়ার কথা রয়েছে সুজল, আদিত্যদের। ইউনাইটেড কর্তা নবাব ভট্টাচার্য বলেছেন, 'ট্রেন বাতিল থাকায় সুজলরা কলকাতায় আসতে পারেনি। তবে মঙ্গলবার ট্রেনে করে রওনা দেওয়ার কথা রয়েছে। আশা করছি, ওরা চলে আসবে।'

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের রিজার্ভ দলের হয়ে সদ্যসমাপ্ত কলকাতা লিগে বেশ নজরকাড়া শিলিগুড়ির করণ রাই, পাসাং দোরজি তামাংরা নিরাপদেই রয়েছেন। কালিম্পংয়ের মিংমা শেরপার বাড়ির আশপাশে জল এখনও জমেনি। ফলে তিনিও পরিবারের সঙ্গে নিরাপদেই রয়েছেন। মোহনবাগান রিজার্ভ দলের অনুশীলন শুরু হতে দেরি রয়েছে। এখনই কলকাতায় ফেরার তাড়া না থাকলেও সামগ্রিক বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বেশ চিন্তিত বাগান ফুটবলাররা। তবে পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি হবে বলেই আশা করছেন করণরা।

মনঃসংযোগ নষ্ট হয়েছিল : পেদ্রি

সেভিল, ৬ অক্টোবর : ২০১৫ সালের পর লা লিগায় সেভিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম হার। তাও ৪-১ গোলে। লা লিগায় অপরাজিত তকমা খুইয়ে চাপে বার্সেলোনা।

বার্সার সামনে সুযোগ ছিল ম্যাচ জিতে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে আসার। কিন্তু সেভিয়ার সামনে কার্যত আত্মসমর্পণ করেন হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেরা। প্রাক্তনী চিলিয়ান তারকা অ্যালেক্সিস স্যাঞ্চেজের নেতৃত্বে সেভিয়ার আক্রমণভাগকে আটকাতে নাস্তানাবুদ হয়ে যান পাউ কুবারাসিরা। ম্যাচের পর বার্সা তারকা পেদ্রি বলেছেন, 'এই ম্যাচে আমরা নিজেদের মনঃসংযোগ হারিয়ে ফেলেছিলাম। নিজেদের অর্ধ থেকে বল ক্লিয়ার করতে পারছিলাম না। একটা সময় বুঝতেই পারছিলাম না কী করব। এদিন নিজেদের সেরাটা দিতে পারিনি। জয়ের রাস্তায় ফিরতে হলে আমাদের আরও অনেক উন্নতি করতে হবে।'

ম্যাচ হেরে চাপে স্বয়ং বার্সা কোচ ফ্লিক। বলেছেন, 'পরাজয় মেনে নিচ্ছি। প্রথমার্ধে আমরা একদমই খেলতে পারিনি। সেভিয়া প্রচণ্ড আগ্রাসী ছিল। যার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ আমরা।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আন্তর্জাতিক বিরতির পর জাতীয় দল থেকে খেলোয়াড়রা ফিরে আসবে। আমরা নিজেদের সেরাটা দিয়ে খেতাবের জন্য লড়াই করব।'

ফেডারেশনের জরুরি সভা আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবর : মঙ্গলবার কার্যনির্বাহী সমিতির জরুরি সভা ডাকল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। সূত্রের খবর, এই সভায় মূলত নতুন বিপণন সঙ্গী নেওয়ার ব্যাপারে দরপত্র ডাকা নিয়ে আলোচনা হবে। যার জন্য এই সভায় যে কোম্পানি এই দরপত্র নেওয়ার বিষয়টি পরিচালনা করবে সেই কেপিএমজি-র প্রতিনিধিদেরও ডাকা হয়েছে। তাঁরা সম্ভবত একটি ড্রাফট প্রেজেন্টেশনও পেশ করবেন ফেডারেশন কর্তাদের সামনে। শুধু দরপত্রই নয়, এই সভায় বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাব নিয়েও আলোচনা হওয়ার কথা। সম্ভবত ১২ অক্টোবর ফেডারেশনের বিশেষ সাধারণ সভার আগে আর্থিক বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই মঙ্গলবারের এই সভা ডাকা হল।

ট্রফি নিচ্ছে নালাগোলা এফসি। ছবি : অনুপ মণ্ডল

চ্যাম্পিয়ন নালাগোলা

বুনিয়াদপুর, ৬ অক্টোবর : মালপাহাড়ি সমাজের ৮ দলীয় নকআউট ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল নালাগোলা এফসি দল। সোমবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে এসটি পুঝর দলকে হারিয়েছে। বংশীহারী জামার ফুটবল মাঠে গোল করেন আনন্দ পুঝর।

ফাইনাল আজ

চ্যাংরাবান্ধা, ৬ অক্টোবর : ভাই ভাই সংঘ ও পাঠাগারের ভাই ভাই কাপ নকআউট ফুটবলের ফাইনাল ম্যাচ চ্যাংরাবান্ধা লাল স্কুল ময়দানে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে রবিবার ফাইনাল ম্যাচ স্থগিত হয়েছিল। ফাইনালে নামবে নিউ চ্যাংরাবান্ধা কোয়ালিটি ব্যাটেলিয়ন ও শিলিগুড়ির নিউ প্লেয়ার ইউনিট।

আত্মবিশ্বাস সঙ্গী করে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে ওদেশে পৌঁছে গেল ভারতীয় দল।

এদিন সকালে বেঙ্গালুরু থেকে রওনা দিয়ে ভারতীয় সময় দুপুরের দিকে পৌঁছায় ভারতীয় দল। এইমুহূর্তে গ্রুপ শীর্ষে সিঙ্গাপুর। ওদেশের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ৯ অক্টোবরের ম্যাচে সিঙ্গাপুরও চাইবে, গ্রুপের শীর্ষস্থান ধরে রেখে নিজেদের এশিয়ান কাপে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত করে ফেলতে। অন্যদিকে, এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ড্র করাই ছিল ভারতের জন্য অশনিসংকেত। মানোলো মার্কুয়েজ রোকার কোচিংয়ে এরপর হংকংয়ে গিয়ে দ্বিতীয় ম্যাচ হেরে ফেরায় স্বাভাবিকভাবেই পয়েন্টের বিচারে তো বটেই, মানসিকভাবেও অনেকখানি পিছিয়ে পড়ে ভারতীয় দল। মানোলো নিজেও পরিস্থিতি বুঝেই দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করলে হংকং ম্যাচের পরই তাঁকে বিদায় দেয় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। সাম্প্রতিককালের অন্যতম সফল ভারতীয় কোচ খালিদ জামিলের হাতেই জাতীয় দলের দায়িত্ব তুলে দেন ফেডারেশন কর্তারা। কোচ হয়েই তিনি একটা ভেঙে পড়া দলকে উজ্জীবিত করতে সফল তিনি। এর বড় প্রমাণ কাফা নেশনস কাপে টুর্নামেন্টের ক্রমতালিকার নীচের থেকে দুই নম্বরে থাকা সত্ত্বেও উজবেকিস্তান ও ইরানের পর তৃতীয় স্থান অর্জন করা। ওই সাফল্যের ফলেই এবার সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে পরপর দুই ম্যাচ নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ফুটবলাররা।

ফুটবলাররা কেউ খাটো করছেন না বিপক্ষকে। যাওয়ার আগে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে বলেছেন, 'সিঙ্গাপুর শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। তবে আমরা অন্যদের নিয়ে না ভেবে, নিজেদের খেলায় ফোকাস করছি।' রাহুল ভেকে বলেছেন, 'প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গেলে আমাদের সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচই জিততে হবে।' সিঙ্গাপুরের কিছু ভিডিও তাঁদের খালিদ এবং কোচিং স্টাফরা দেখানোয় একটা সঠিক ধারণা হয়েছে বলে জানাচ্ছেন দুই ফুটবলারই।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা সুরজিত নস্কর - কে 08.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 62G 37836 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করেছি তা নয়, বরং আমার নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে যে আমি একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্য যে কোনো কিছু অর্জন করতে পারি। আনন্দের এই উপলক্ষ এবং ভাগ্যের এই পরিবর্তনের জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।